রাঁচি, বৃহস্পতিবার
13:07:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>269 >>27 Ashar 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৬৯ >> << ২৭শে, আষাঢ় ১৪৩০>>

স্বাধীন সাংবাদিকতাকে টিকিয়ে রাখতে মিয়ানমারের গণমাধ্যম লড়াই করছে

ইয়াঙ্গুন ঃ একটি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী দেশটির নিয়ন্ত্রণ দখল করার পর থেকে মিজিমা নিউজ টিম মানসম্পন্ন সাংবাদিকতা করার পাশাপাশি কীভাবে টিকে থাকা যায় তার ওপর মনোনিবেশ করেছে। জান্তা ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে মিজিমা সহ ১২টির বেশি নিউজ আউটলেটের লাইসেন্স বাতিল করেছে এবং ১৭০ জনের বেশি সাংবাদিককে গ্রেফতার করেছে। বিপজ্জনক পরিবেশের মধ্যেই সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনের সাথে সামরিক বাহিনীর লড়াই নিয়ে গণমাধ্যম প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। এই প্রেক্ষাপট সত্ত্বেও মিজিমা এখনো বার্মিজ এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় খবর প্রকাশ করছে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, সাংবাদিকদের কাজ করার জন্য জান্তার সাথে নিবন্ধিত হতে হবে। কিন্তু এটি করার জন্য সাংবাদিকদেরকে অবশ্যই ব্যক্তিগত বিবরণ প্রদান করতে হবে। এই পদক্ষেপের কারণে অনেকে গ্রেফতারের ভয়ে সতর্ক থাকে। মিজিমার সহপ্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান সম্পাদক সোয়ে মিন্ট বলেছেন, জান্তা ক্ষমতায় থাকাকালীন তার টিমের স্বীকৃতির জন্য আবেদন করার কোনো ইচ্ছা তার নেই।

বাজার দর
SENSEX : 65393.90 -223.94
NIFTY : 19384.30 -55.10

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
30.00 °c	25.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.38 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.10 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

সুইডেনের নেটোতে যোগ দেওয়ার আবেদনে তুরস্কের সম্মতি শীর্ষ সম্মেলনকে 'ঐতিহাসিক' বলে অভিহিত করলেন নেটো প্রধান

ভিলনিয়াসঃ মঙ্গলবার নেটো মহাসচিব জেন্স স্টলটেনবার্গ বলেছেন, তিনি পুরোপুরি আত্মবিশ্বাসী যে, তুরস্ক নেটোতে সুইডেনের যোগদানকে অনুমোদন করবে এবং লিথুনিয়ার রাজধানীতে দুই দিনের শীর্ষ সম্মেলনে জড়ো হওয়া নেটো জোটের নেতারা ইউক্রেনের নেটো যোগদানের নিজস্ব ইচ্ছা সম্পর্কে খুব শক্তিশালী এবং ইতিবাচক বার্তা পাঠাবে। স্টলটেনবার্গ বলেছেন, ভিলনিয়াসে নেটো শীর্ষ সম্মেলন শুরু হওয়ার আগেই ইতোমধ্যে ঐতিহাসিক মর্যাদা পেয়েছে। কয়েক মাস ধরে চলা অচলাবস্থার পরে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রেজেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ানের সাথে আলোচনায় অগ্রগতি অর্জনের প্রেক্ষাপটে তিনি একথা বলেন। অচলাবস্থার সময়ে এরদোয়ান স্টকহোমকে তুরস্ক সরকার যে রাজনৈতিক দলটিকে উগ্রবাদী হিসেবে বিবেচনা করে সেটির সুইডেন শাখাকে দমন করার জন্য যথেষ্ট পদক্ষেপ না নেয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। এরদোয়ান সুইডেনের নেটো সদস্য হওয়ার আবেদনের প্রতি তুরস্কের পার্লামেন্টের সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এদিকে হাঙ্গেরির সমর্থন প্রদান এখনো বাকি রয়েছে। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যা নেটো সদস্যদের দ্বারা সর্বসম্মতভাবে অনুমোদিত হতে হবে। আশা করা যাচ্ছে যে, হাঙ্গেরিও সুইডেনকে সমর্থন করবে। শীর্ষ সম্মেলনের প্রাক্কালে এরদোয়ান শেষ মুহূর্তে বিষয়টিকে এড়িয়ে যান বলে মনে হচ্ছিল। এরদোয়ান ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদানের জন্য আঙ্কারার স্থবির দাবির সাথে সুইডেন নেটো সদস্য হওয়ার আবেদনের ইস্যুকে সংযুক্ত করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন শীর্ষ সম্মেলনের প্রথম দিনের শেষে মঙ্গলবার এরদোয়ানের সাথে সাক্ষাৎ করতে চলেছেন। তিনি সুইডেনের প্রতি তুরস্কের সমর্থনের সংবাদকে স্বাগত জানিয়েছেন। সুইডেন এবং ফিনল্যান্ড গত মে মাসে সদস্যপদ পাওয়ার জন্য যৌথভাবে আবেদন করেছিল। ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের প্রেক্ষিতে নর্ডিক দেশ দুটি নেটোর সদস্য পদের ধারণার প্রতি অপ্রতিরোধ্য জনপ্রিয় সমর্থনের কথা উল্লেখ করেছে। এপ্রিলে ফিনল্যান্ডের সদস্যপদ চূড়ান্ত হয়।

উত্তরপশ্চিম সিরিয়ায় মানবিক সহায়তার জাতিসংঘের প্রস্তাবে ভেটো দিয়েছে রাশিয়া

জেনেভা ঃ জাতিসংঘের চলমান একটি সাহায্য কার্যক্রম নবায়নের প্রস্তাবে ভেটো দিয়েছে রাশিয়া। মঙ্গলবার এই ভেটোর ফলে, দেশটির সরকারী নিয়ন্ত্রণের বাইরের অঞ্চলগুলোতে বসবাসকারী প্রায় চল্লিশ লাখেরও বেশি সিরীয়দের জীবন বাঁচানোর জন্য গত নয় বছর ধরে চলা সহায়তা কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যাবার ইঙ্গিত পাওয়া গেল।

তুরস্ক থেকে উত্তরপশ্চিম সিরিয়ায় মানবিক সহায়তা কার্যক্রম অনুমোদনের মেয়াদ আরও নয় মাস বাড়ানোর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে রাশিয়া ভোট দেওয়ার পর, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত লিন্ডা টমাসগ্রিনফিল্ড বলেন, এখন মস্কোকে অবশ্যই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে জবাবদিহি করতে হবে, এছাড়া তাদের সিরিয়ার জনগণের কাছেও জবাব দিতে হবে। ওই মানবিক সহায়তা, প্রতি মাসে প্রায় ২৭ লাখ লোকের কাছে পৌঁছাচ্ছিল।

ব্রাজিল এবং সুইজারল্যান্ড, যারা ১৫সদস্যের কাউন্সিলে সিরিয়ার মানবিক ফাইলের তদারকি করে, প্রাথমিকভাবে বাব আলহাওয়া সীমান্ত ক্রসিং ব্যবহারের মেয়াদ এক বছরের বাড়ানোর অনুরোধ করেছিল। কিন্তু আলোচনার সময় এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, রাশিয়া বিষয়টি সমর্থন করে না।

গত কয়েক বছর ধরে, রাশিয়া, সিরিয়ার সরকারের সমর্থনে, নিরাপত্তা পরিষদকে আন্তঃসীমান্ত সাহায্য কার্যক্রম সঙ্কুচিত করতে বাধ্য করেছে, পাশাপাশি তারা সাহায্য কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করারও হুমকি দিয়েছে।

রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত ভ্যাসিলি নেবেনজিয়া কাউন্সিলকে বলেছেন, আন্তসীমান্ত প্রক্রিয়া সিরিয়ার সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতার একটি সুস্পষ্ট লঙ্ঘন, যা তখনকার বিদ্যমান পরিস্থিতির কারণে ৫ থেকে ৭ বছর আগে হয়ত ঠিক ছিল, কিন্তু আজকের পরিস্থিতিতে সময়ের সঙ্গে সম্পূর্ণই অসঙ্গতিপূর্ণ।

ভেটো দেওয়ার পর, রাশিয়া তার নিজস্ব একটি খসড়া প্রস্তাব পেশ করেছে, যেখানে শুধুমাত্র ছয় মাসের নবায়নের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। কিন্তু, মানবতাবাদীরা বারবার বলেছেন, এটি পরিকল্পনা এবং কার্যকারিতার জন্য একেবারেই অপর্যাপ্ত সময়।

সোমবার মধ্যরাতে মিশনের অনুমোদনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর, মঙ্গলবারের ওই ভোটাভুটি অনুষ্ঠিত হয়।

ভোটের পর যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত টমাসগ্রিনফিল্ড সংবাদদাতাদের বলেন, আমরা এখন যেখানে আছি তা হল, বাব আলহাওয়া সীমান্ত দিয়ে সহায়তার ট্রাকগুলি আর অতিক্রম করছে না। তাদের যাতায়াত সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাই প্রযোজনীয় মানবিক সহায়তা মানুষের কাছে পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না।

গত ফেব্রুয়ারিতে বিধ্বংসী ভূমিকম্পের পর, সিরিয়া সরকার তুরস্ক থেকে আরও দুটি ক্রসিং পয়েন্ট ব্যবহার করার অনুমোদন পায়। আগামী ১৩ আগস্ট পর্যন্ত এই সুবিধা পাওয়া যাবে। আসাদ সরকার ওই ক্রসিং দুটির ব্যবহার বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে কিনা, সে ব্যাপারে প্রকাশ্যে কিছু বলেনি। কিন্তু জাতিসংঘ তাদের নিজের থেকে বলেছে, বাব আলহাওয়া বর্ডার ক্রসিং এর সাথে ওই ক্রসিং দুটির কোন মিল হতে পারে না। কারণ, বাব আলহাওয়া বর্ডার ক্রসিং দিয়ে উত্তরপশ্চিম সিরিয়ায় প্রায় ৮৫ মানবিক সহায়তা যান পারাপার হয়। জাতিসংঘের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক সংবাদদাতাদের বলেছেন, বাব আলহাওয়া জাতিসংঘের আন্তঃসীমান্ত প্রতিক্রিয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি কেন্দ্রবিন্দু।

এরই মধ্যে সুইস রাষ্ট্রদূত বলেন, তিনি হাল ছাড়ছেন না।

২০২২ সালের এপ্রিলে সাধারণ পরিষদের গৃহীত একটি প্রস্তাবের অধীনে, রাশিয়াকে এখন তার ভেটো ব্যাখ্যা করার জন্য আগামী ১০ দিনের মধ্যে জাতিসংঘের সদস্যদের সমুখে যেতে হবে।

ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের কাছে ৮৬ জনকে উদ্ধার করেছে স্পেন

স্পেন ঃ সোমবার স্প্যানিশ কর্তৃপক্ষ ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের কাছে একটি নৌকা থেকে ৮৬ জনকে উদ্ধার করেছে। নৌকাটি সেনেগালের বলে মনে হচ্ছে। একটি সহায়তা গোষ্ঠী জানায়, আফ্রিকার দেশ থেকে তিনটি নৌকা ৩০০ জনের বেশি মানুষ নিয়ে নিখোঁজ হয়েছে। এর পরেই কর্তৃপক্ষ ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ থেকে ৮৬ জনকে উদ্ধার করে।

স্পেনের এজেন্সি জানিয়েছে, সাবসাহারান বংশোদ্ভূত ৮০ জন পুরুষ এবং ছয়জন নারীকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং সোমবার সন্ধ্যায় তারা স্পেনে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এটি আরও বলেছে, এটি ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ এবং পশ্চিম আফ্রিকার মধ্যে আটলান্টিকে যাত্রা করা নৌকাগুলোকে এখনো নিখোঁজ অন্যান্য নৌকার সন্ধানে সতর্ক করেছে। ওয়াকিং বর্ডার্স অনুসারে, আটলান্টিক মহাসাগর দিয়ে অভিবাসন রুটটি বিশ্বের সবচেয়ে মারাত্মক রুট। ২০২৩ সালের প্রথমার্ধে প্রায় ৮০০ জন মারা গেছে বা নিখোঁজ হয়েছে।

স্পেনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক অনুসারে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ স্পেনে পৌঁছানোর চেষ্টা করা মানুষদের অন্যতম প্রধান গন্তব্য হয়ে উঠেছে। ২০২০ সালে ২৩ হাজারের বেশি অভিবাসী ক্যানারিতে পৌঁছেছে যা সর্বোচ্চ সংখ্যা। এই বছরের প্রথম ছয় মাসে ৭ হাজারের বেশি অভিবাসী এবং শরণার্থী ক্যানারিতে পৌঁছেছে।

গত মাসে ভূমধ্যসাগরে ইউরোপগামী অভিবাসীদের সবচেয়ে মারাত্মক একটি নৌকাডুবি ঘটে। এতে গ্রিসের উপকূলের কাছে ৫০০ জনের বেশি মানুষের প্রাণহানি হয় বলে ধারণা করা হয়েছিল। বছর পর বছর ধরে ইউরোপীয় ইউনিয়নের এই ধরনের ট্র্যাজেডি প্রতিরোধে ব্যর্থতার জন্য সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণের অধীনে তিন লক্ষ হিতাধিকারীর গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান আগামী ১৩ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাসের

মুখ্যমন্ত্রী ডও হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যের গৃহহারা ব্যক্তিদের জন্য সুখবর। আগামী ১৩ জুলাই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণের অধীনে তিন লক্ষ হিতাধিকারীর গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান আযোজন করা হয়েছে বলে জানালেন পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস। তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীনের অধীনে রাজ্যের ১৯ লক্ষের অধিক ব্যক্তি উপকৃত হতে চলেছেন। এই প্রকল্পের শুরু থেকে অসমের জন্য ১৯১০৮২৩ টি ঘর বরাদ্দ করা হয়েছিল। এরমধ্যে ১২৪১৫৫৯ টি গৃহনির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে বলে জানান তিনি।

প্রসঙ্গত আগামী ১৩ জুলাই গুয়াহাটি মহানগরের পাঞ্জাবাড়ি স্থিত শ্রীমন্ত শংকর দেব কলাক্ষেত্রের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহে এক অনুষ্ঠান আযোজন এর মাধ্যমে তিন লক্ষ হিতাধিকারীর গৃহপ্রবেশ সম্পন্ন হবে। এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডও হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বলে জানালেন রাজ্যের পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস। মঙ্গলবার মহানগরের পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন মুখ্য কার্যালয়ে আযোজিত সাংবাদিক বৈঠকে ২০২১ সালের ১০ মে থেকে অসম প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীনের অধীনে ৮৩৪৮৩৯ টি গৃহনির্মাণ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে। বাকি থাকা ৬৬৯২৬৪ টি গৃহ নির্মাণ ২০২৪ সালের মার্চের মধ্যে সম্পূর্ণ করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস।

তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীনের অধীনে পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন বিভাগ ২০২২-২৩ সালের আর্থিক বছরে ১৪৫৪০.৮৪ কোটি টাকা পেয়েছে। এর মধ্যে কেন্দ্রের ১৩০৮৬.৭৬ কোটি টাকা এবং রাজ্যের ১৪৫৪.০৮ কোটি টাকা শেয়ার হিসেবে রয়েছে। ২০২২-২৩ সালের আর্থিক বছরে বর্তমান সময় পর্যন্ত পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন বিভাগ ১০৯১৩.২৪ কোটি টাকা খরচ করেছে বলে জানান মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস।

তিনি বলেন এখন পর্যন্ত ৯৯ হিতাধিকারী অন্তর্ভুক্ত করে মোট ৭ টি ক্লাসটার সম্পূর্ণ হয়েছে। তাছাড়া ৮৩৮ হিতাধিকারী অন্তর্ভুক্ত করে মোট ১৯ টি ক্লাস্টারের কাজ চলছে। মূলত কাছাড়, হাইলাকান্দি, বঙাইগাঁও, চরাইদেউ, ডিব্রুগড়, ধুবড়ি, গোলাঘাট, লক্ষীমপুর, মরিগাঁও এবং নগাঁও এই দশটি জেলাতে ক্লাসটার গুলো নির্মাণ কাজ চলছে। তিনি বলেন চা বাগান এলাকার জন্য বিভাগ একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর প্রস্তুত করেছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীনের অধীনে বাড়ি নির্মাণ করার জন্য বর্তমান সময় পর্যন্ত অসম ৪৯২৩ জন রাজমিস্ত্রিকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে বলে জানান পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস।

সচেতনতা নদীগর্ভে ঘরবাড়ি রাস্তা সেতু, আটকে ৫০০ পর্যটক

হিমাচল প্রদেশে প্রবল বৃষ্টিধসহড়পা বানে মৃত ৩০

নয়া দিল্লি ঃ বৃষ্টিবন্যায় বিপর্যস্ত সমগ্র উত্তর ভারত। প্রলয়ঙ্কর বৃষ্টি হচ্ছে হিমাচল প্রদেশে। ভূমিধসহড়পা বানে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে স্থাবরঅস্থাবর যা কিছু। জলের তোড়ে ভেসে যাচ্ছে বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, সেতু। সেই সঙ্গে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। ভারতের মৌসম ভবন পূর্বাভাস দিয়েছে, দিল্লি, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, রাজস্থান, পঞ্জাব এবং জম্মুকাশ্মীরে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হবে আগামী আরও বেশ কয়েক দিন।

হিমাচল প্রদেশে বন্যার কারণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩০। চন্দ্রতাল, পাগল নাল্লা, লাহুলস্পিতি ভেসে গেছে। একের পর এক ভূমিধসে লন্ডভন্ড সব। অন্তত ৫০০ পর্যটক আটকে রয়েছেন এইসব জায়গায়। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দল ও রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। উনা জেলার অবস্থা আরও ভয়াবহ। জলমগ্ন বেশিরভাগ এলাকা। জলস্রোতে ভেসে গেছে ঘরবাড়ি। অন্তত পাঁচশো শ্রমিককে উদ্ধার করে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে গেছেন উদ্ধারকীরা।

হিমাচলে উত্তাল হয়ে উঠেছে বিপাসা নদী। নদীগর্ভে তলিয়ে গেছে রাস্তাঘাট, বাড়িঘর। বিপর্যস্ত জনজীবন। উত্তাল বিপাসা নদীতে নিমেষে ভেসে গেছে পর্যটকদের একের পর এক গাড়ি। আগামী কয়েকদিন হিমাচল প্রদেশে লাল সতর্কতা জারি করেছে মৌসম ভবন। দুর্যোগ না থামা পর্যন্ত বাড়ির বাইরে বেরোতে বারণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু। সরকারের তরফে নির্দেশিকা জারি করে সতর্ক করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের তরফে ১১০০, ১০৭০, ১০৭৭ হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে।

হিমাচলে ভারী বর্ষণের কারণে সে রাজ্যের প্রায় সব জেলা ক্ষতির মুখে পড়েছে। প্রায় ৩ হাজার কোটির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে খবর। হড়পা বানের তোড়ে ভেঙে গেছে মান্ডির পঞ্চবক্তা সেতু। মান্ডির অতিরিক্ত জেলাশাসক অশ্বিনী কুমার জানিয়েছেন, বিতস্তা নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় কারণেই ঐতিহ্যবাহী ওই সেতুটি ভেঙে গেছে। ইরাবতী নদীর স্রোতে চাম্বার বাকান সেতুও ভেঙে গেছে। নাগাড়ে বৃষ্টিতে শিমলা, সিরমুর, লাহুল, স্পিতি, চম্বা এবং সোলান জেলার বহু জায়গায় ধস নেমে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। মানালিলেহ জাতীয় সড়কেও যান চলাচল থমকে গেছে।

জাতীয় খবর রাজনীতি
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখে মালদায় বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র এবং কার্তুজ সহ দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করলো রাজ্য পুলিশের এসটিএফ

মালদা।পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখে মালদায় বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র এবং কার্তুজ সহ দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করলো রাজ্য পুলিশের এসটিএফ । শনিবার গভীর রাতে রতুয়া থানার জাননগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র সহ ওই দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে এসটিএফএর কর্তারা । ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে চারটি পাইপ গান এবং ২৫ রাউন্ড কার্তুজ।পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে ধৃতরা বেআইনি এই আগ্নেয়াস্ত্র এবং কার্তুজ মালদায় পাচার করার পরিকল্পনা নিয়েই এসেছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে তদন্তকারী এসটিএফ কর্তারা। রবিবার ধৃতদের মালদা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত দুইজনের নাম লুৎফর রহমান এবং মহম্মদ শরীফ। প্রথম জনের বাড়ি মালদার রতুয়া এলাকায়। দ্বিতীয় জনের বাড়ি উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপুকুর এলাকায়। শনিবার দ্বিতীয় দুইজন জামনগর এলাকার ফাঁকা রাস্তায় গাড়ি ধরার জন্য অপেক্ষা করছিল তার আগেই গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এসটিএফ এর কর্তারা সাদা পোশাকে ওই এলাকায় অভিযান চালায় এরপরই ধৃতদেরকে হাতেনাতে কার্তুজ সহ ধরে ফেলে।

আহত তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি এবং আহত তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস

কোচবিহার ঃ আহত তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি এবং আহত তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। হাসপাতালে কোচবিহারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে তৃণমূল কর্মীরা। আজ সকালে সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। আহত তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতির স্ত্রী বিজলি খাতুন অভিযোগ করেন, রাজ্যপাল তাদের সামনে দিয়ে গেলেও তাদের সঙ্গে কথা বলেননি। তাদের অনেক অভিযোগ জানানোর ছিল।

সবজি বাজারে আগুন দাম। খতিয়ে দেখতে বাজারে পুলিশ

জলপাইগুড়ি ঃ গত কয়েকদিন ধরে সবজির দাম আকাশ ছোঁয়া। পটল - ৬০-৮০ টাকা কিলো,ঝিঙে ৫০ টাকা কিলো,কচু ১ পিস ৫০ টাকা, কুমড়ো ৪০ টাকা, বেগুন ৫০ ৬০ টাকা, আদা ২৫০ - ৩০০ টাকা কিলো,লংকা ২৫০ টাকা কিলো,টমাটো ১২০ টাকা কিলো দড়ে বিকোচ্ছে। আর এর জেরে হেসেলে আগুন গৃহস্থের। যদিও বিক্রেতাদের বক্তব্য বর্ষা কাল। আমদানী কম। তাই দাম বেড়েছে। কিন্তু বিভিন্ন বাজারে চড়া দামে সবজি কিনতে নাভিশ্বাস উঠছে গৃহস্থের। তাই বাজরে কাটছাট করতে হচ্ছে। অভিযোগ পেয়ে অভিযানে নামে জেলা পুলিশের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের আধিকারিকেরা। খতিয়ে দেখেন সবজির দাম। কেনো এতো দাম বেড়েছে সেটাও পাইকারি ব্যবসায়ীদের কাছথেকে জানতে চাইছেন আধিকারিকরা। পাশাপাশি খুচরো ব্যবসায়ীদের সাথেও কথা বলছেন ভ্রাম্যক অফিসারা। জলপাইগুড়ির প্রধান বাজার দিন বাজারে রবিবার অভিযান চালায় পুলিশ।

বীরপাড়া জুবলি ক্লাব ময়দানে শুভেন্দু অধিকারি জনসভা আয়োজিত হল

আলিপুরদুয়ার ঃ উত্তরবঙ্গে নদীর বালি পাথর চুরি হচ্ছে। উত্তরবঙ্গে গোরু পাচার হচ্ছে বড় বড় কন্টেনার গাড়িতে করে গোরু পাচার হচ্ছে । রাহুল নামে একজন এই চক্র চালাচ্ছে । আলিপুরদুয়ার বীরপাড়াতে এসে একথা জানান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারি । এদিন শুভেন্দু জানান অসমের মুখ্যমন্ত্রী কে বলে মাঝে এই গোরু পাচার আটকানো হয়েছিল পূনরায় শুরু হয়েছে আজকেই অসমের মুখ্যমন্ত্রী সাথে কথা বলবো। এদিন শুভেন্দু অধিকারি জানান উত্তরবঙ্গের জনগণ বঞ্চিত, উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিক বঞ্চিত এমনকি উত্তরবঙ্গের জনজাতি সবাই বঞ্চিত করে রেখেছে মমতা ব্যানার্জির সরকার ।

রক্তের সংকট মেটাতে রক্তদান শিবির

জলপাইগুড়ি ঃ বিশেষ করে গরমের দিনে ব্লাড ব্যাংকে রক্তের সংকট যেন রোজকার ঘটনা। যার জেরে নাজেহাল হন রোগীর পরিবার। এবার সেই কথা মাথায় রেখে রক্তদান শিবিরের আযোজন করলেন ময়নাগুড়ি আনন্দ নগরের একটি ক্লাব। ময়নাগুড়ি আনন্দ নগর এলাকার ইউথ ক্লাবের উদ্যোগে এবং জলপাইগুড়ি ব্লাড ব্যাংকের সহযোগিতায় এই রক্তদান শিবিরের আযোজন করা হয়। এদিন ক্লাব সদস্যরা সহ অনেকেই স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এই শিবিরের মধ্যে সংগৃহীত রক্ত জলপাইগুড়ি ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হবে বলে জানান ক্লাব সদস্যরা । মূলত রক্তের যোগান এবং ডঃ বিধান চন্দ্র রায়ের জন্মদিন ও মৃত্যু দিনকে মাথায় রেখে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এদিন মহিলা ও পুরুষ মিলে মোট ৮০ মিনিট রক্ত সংগৃহীত হয় বলে জানা যায়। এদিন এই রক্ত দান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ময়নাগুড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারী সহ অন্যান্যরা। এদিন এই রক্ত দান শিবির উপলক্ষে ক্লাবের সদস্যদের নিয়ে একটি বাইক রেলি বার করা হয় ক্লাবের পক্ষ থেকে, রিয়ালিটি ময়নাগুড়ি সারা শহর পরিক্রমা করে।এদিন এই রক্তদান শিবিরে রক্তদাতাদের মধ্যে শ্বেত চন্দন গাছের চারা উপহার সামগ্রী তুলে দেন ক্লাবের সদস্যরা।

প্রচুর পরিমাণে নিষিদ্ধ ড্রাগস উদ্ধার, একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ

শিলিগুড়ি ঃ গতকাল সন্ধ্যেবেলা ভক্তিনগর থানা সাদা পোশাকের পুলিশের অভিযান লিম্বু বস্তি প্রকাশ নগর ওয়ার্ড নাম্বার ৪২ এই স্থানে অবস্থিত কমলা মেডিকেল নামে একটি ওষুধের দোকানে গোপন সূত্রে খবর মারফত ভক্তিনগর থানার সরল পোশাকের পুলিশ রেট করে। ওই দোকান থেকে প্রচুর পরিমাণে নিষিদ্ধ ড্রাগস উদ্ধার করা হয় যার বাজারের আনুমানিক মূল্য লক্ষ্য হাজার টাকা। ওই দোকান থেকে ৭৪৪০ পিস নিষিদ্ধ ওষুধ পাওয়া যায়। উক্ত ঘটনায় চঞ্চল তেওয়ারি নামে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

খারাপ রাস্তায় ধানের চারা রোপণ করে গ্রামবাসীরা ভোট বয়কটের ঘোষণা দিয়েছে

উত্তর দিনাজপুর ঃ বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে রাস্তায় ধানের চারা রোপণ করে ভোট বয়কটের ডাক দিলো গ্রামবাসি।এই ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াগঞ্জ ব্লকের বরুনা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিন পূর্ব গোয়ালগাঁও এলাকায়।গ্রাম বাসিন্দাদের অভিযোগ আনুমানিক ৫০০ মিটারের মতো রাস্তা দির্ঘদিন ধরেই বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে।এই গ্রামে ৫০টির মতো ঘর রয়েছে। বিভিন্ন নির্বাচন আসে যায় সুধু প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না।স্থানীয় প্রশাসনকে বারবার জানিয়েও কোন লাভ হচ্ছে না।তাই গ্রামবাসিরা একত্রিত হয়ে রাস্তার দাবিতে ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছে।

আমরা ১০০ দিন কাজ বন্ধ করিনি, আমরা চুরি বন্ধ করেছি ঃ শুভেন্দু অধিকারী

আলিপুরদুয়ার ঃ কালচিনি থানা ময়দানে আয়োজিত বিজেপির নির্বাচনী জনসভায় রবিবার বিকেলে এসে পৌছালো শুভেন্দু অধিকারি । এই এলাকার জঙ্গল ও সাফ করে দিচ্ছে তৃণমূলের লোকরা । এদিন শুভেন্দু অধিকারি নিজের বক্তব্যে বলেন বিজেপির বিধায়ক ও সাংসদদের এলাকার জেলাশাসক, বিডিও কাজ করতে দেয়না। বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে বিজেপি সাংসদ ও বিধায়কদের আমন্ত্রণ করা হয়না।এদিন শুভেন্দু বলেন আমরা একশ দিনের কাজ বন্ধ করিনি আমরা চুরি বন্ধ করে দিয়েছি ।এদিন শুভেন্দু অধিকারি জানান একজনের মহিলার লক্ষী ভাণ্ডার টাকা বন্ধ হয়ে গেলে তার টাকা সুদ সহ তার অ্যাকাউন্টে ঢোকার দায়িত্ব আমার ।বিজেপি সরকার হলে কোনো পরিযায়ী শ্রমিক থাকবেনা । কাউকে বাইরে যেতে হবে। নির্বাচন আসলে চা শ্রমিকদের মিথ্যা আশ্বাসন দেয় তৃণমূল ।

প্রবল বর্ষণে জলমগ্ন কালচিনির বিস্তর এলাকা

আলিপুরদুয়ার ঃ প্রবল বর্ষণে জলমগ্ন কালচিনির বিস্তর এলাকা। কালচিনি স্টেশন লাইন,মোদি লাইন,শান্তি কলোনি,গুদাম লাইন জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। ঘরে জল প্রবেশ করতে শুরু করেছে বাসিন্দাদের। বেহাল নিকাশি ব্যবস্থার দরুণ প্রতি বছর বর্ষায় জলমগ্ন হয়ে পড়ে কালচিনির বিভিন্ন এলাকা।বাসিন্দারা জানান নিকাশি ব্যবস্থা ভালো না থাকায় বৃষ্টি হলেই জল ঘরে প্রবেশ করে।প্রবল বর্ষণে জলমগ্ন কালচিনির বিস্তর এলাকা। বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা এবং ডীমা চা বাগান কতৃপক্ষ নর্দমা বন্ধ করে দেওয়ায় কালচিনি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। ক্ষুব্ধ জনতা কালচিনি চৌপথি এলাকায় পথ অবরোধ করলো। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌছেছে। বাসিন্দারা জানান প্রত্যেকের ঘরে জল। সমস্যা সমাধানের দাবিতে পথ অবরোধে সামিল তারা।

কোচবিহার জেলায় নির্বাচন প্রচারে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার

কোচবিহার ঃ কোচবিহার জেলায় নির্বাচন প্রচারে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। কোচবিহারের আকড়ার হাট এলাকায় বিজেপির প্রার্থীদের নিয়ে রোড শো করেন তিনি। আকরার হাট এর পাশাপাশি চান্দামারী, চিলকির হাট এলাকায় বিজেপির প্রার্থীদের নিয়ে নির্বাচনী প্রচারে রোড শো করেন তিনি। এদিন চান্দামারী এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকের সম্পাদক প্রাণেশ রায়। আজ বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার তার হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন।

বীরভূম জেলাপরিষদ দখলে তৃনমূলের কাঁটা কংগ্রেস

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) - বীরভূম জেলাপরিষদের বাহান্ন আসনের মধ্যে একান্ন আসনে তৃণমূল এবং এক আসনে বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থী জয়ী হয় । আগেই একটি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছিল তৃণমূল । একান্ন আসনে ভোট হয় গত আটই জুলাই । ভোট হওয়া একান্ন আসনের মধ্যে পঞ্চাশ আসনে তৃণমূল এবং এক আসনে বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থী জয়ী হয় । নলহাটি দুইনং ব্লকের জেলা পরিষদের ৩৯ নং আসনে তৃণমূলপ্রার্থী বীরভূম জেলা পরিষদের বিদায়ী শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ আবু জাহের রানাকে ৩২০০ ভোটে হারিয়ে জয়ী হয় বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থী সাব্বির হোসেন । সাব্বির হোসেন বলেন, প্রথমবার লড়ে জিতেছি খুব ভালো লাগছে । মানুষ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল তাই এই ফলাফল । তৃনমূলে যোগদান করবেন ? - এই প্রশ্নের উত্তরে সাব্বির হোসেন বলেন, সেইকথা সময়ই বলবে । সিউড়ি দুইনং ব্লক থেকে জয়ী জেলাপরিষদের তৃণমূল প্রার্থী নুরুল ইসলাম বলেন, অনুব্রত মণ্ডলের হাতে সাজানো সংগঠন । অনুব্রত মণ্ডল থাকলে ভালো লাগতো । ১৯৮৯ সাল থেকে দিদির সঙ্গে যুব কংগ্রেস করতাম । শেষ জীবন পর্যন্ত দিদির সঙ্গে থাকবো ।

তৃনমূল বিজেপি সংর্ঘষ আটক চার

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর মঙ্গলবার বিকালে সিউড়ি একনং ব্লকের মল্লিকপুর গ্রামপঞ্চায়েতের আডডা গ্রাম বিজেপি তৃণমূল সংর্ঘষ ঘিরে রনক্ষেত্র হয়ে উঠে এলাকা । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ডিএসপি শৃঙ্খলা ও প্রশিক্ষণ অয়ন সাধুর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে যায় । বিজেপি সমর্থক শিউলি মাল বলে, তৃনমূল হুমকি দিচ্ছে বোমা মারার গ্রামছাড়া করার । তৃনমূল সমর্থক সাজি মাল,মল্লিকা মাল বলে, আমরা ভোটগনণার জায়গায় ছিলাম । তৃনমূলের এক মহিলাকে একা পেয়ে বিজেপির লোকজন মারধর করছিল । চারজনকে আটক করেছে পুলিশ ।

শাসকের প্রলোভন থেকে বাঁচতে বিজেপির জয়ীরা জেলা কার্যালয়ে

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) তৃনমূলে যোগদান করার জন্য বিজেপির টিকিটে জয়ী প্রাথীদের চাকরি,টাকা প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ বীরভূম জেলা বিজেপির । শাসকের প্রলোভন থেকে বাঁচতে বিজেপির টিকিটে জয়ী প্রাথীদের অধিকাংশ ষাটনং জাতীয় সড়কের পাশে সিউড়ি জেলা বিজেপি কার্যালয়ে আশ্রয় নিয়েছে । জয়ী প্রাথীদের কাছ থেকে মোবাইল জমা নিয়ে নিয়েছে জেলা নেতৃত্ব যাতে তৃণমূল কোনোভাবেই বিজেপির জয়ী প্রাথীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারে । বীরভূম জেলা বিজেপি সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, তৃনমূলের সন্ত্রাস অত্যাচার পুলিশকে কাজে লাগিয়ে বিজেপিকে আটকানোর পরিকল্পনা চলছে সংবাদমাধ্যমের সামনে বাকি কিছু বলতে চাইছি না । বিজেপি আছে পঞ্চায়েতে থাকবে । সময় হলে আমরাই শাসকেই আসবো । জেলার একমাত্র বিজেপি বিধায়ক অনুপ সাহা বলেন, মানুষের ভোটে বিরোধীরা জিতেছে সেখানে ভয় দেখিয়ে প্রলোভন দেখিয়ে বিভিন্নভাবে কিনে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে শাসকদল । শাসকদল যদি বিরোধীশূন্য করবে ভাবে তাহলে আমরা তা মেনে নেবো না । তৃনমূল বিরোধীশূন্য করার যে পরিকল্পনা নিয়েছে তা আগামীদিনে বুমেরাং হবে । তৃনমূল জেলা সহসভাপতি মলয় মুখ্যাজী বলেন, কর্মীদের উপর ভরসা নেই অমূলক ধারনা । আমাদের দলগতভাবে বোর্ড গঠন কবে হবে আলোচনা হয় নি ।

আলিপুরদুয়ারে তৃণমূল কংগ্রেসের ধোঁয়ায় ভরা নির্বাচনী জনসভা

আলিপুরদুয়ার ঃ কালচিনি ব্লকের সাঁতালি গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন হাসিমারা এলাকায় সোমবার বিকেলে প্রার্থীদের নিয়ে মিছিল করল তৃণমূল কংগ্রেস সোমবার এলকার তৃণমূল নেতৃত্ব নতুন হাসিমারা বিভিন্ন এলাকার তৃণমূল প্রার্থীদের দিয়ে মিছিল করে। এদিন মিছিলে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ছাড়া ও উপস্থিত ছিলেন আইএনটিটিইউসি জেলা সাধারণ সম্পাদক আনন্দ চন্দ, তৃণমূল অঞ্চল চেয়ারম্যান সহ তৃণমূল নেতৃত্বরা।

পঞ্চায়েত ভোটের আগে শাসক দলীয় পতাকা কেউ বা কারা ছিড়ে ফেলে গতকাল রাত্রে। জার জেরে মঙ্গলবার সাত সকালে ব্যাপক চাঞ্চল ছড়িয়ে পড়ে হবিবপুর থানার আইহো ছাতিয়ানগাছি কাঠের ব্রিজ এলাকায়

মালদা ঃপঞ্চায়েত ভোটের আগে শাসক দলীয় পতাকা কেউ বা কারা ছিড়ে ফেলে গতকাল রাত্রে। জার জেরে মঙ্গলবার সাত সকালে ব্যাপক চাঞ্চল ছড়িয়ে পড়ে হবিবপুর থানার আইহো ছাতিয়ানগাছি কাঠের ব্রিজ এলাকায়। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে জানাগেছে গতকাল রাত্রে কেউ বা কারা শাসক দলের ব্যানার ও ফেস্টুন ছিঁড়ে রাস্তার পাশে ফেলে দেয় পতাকা পুরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ ।এই নিয়ে ক্ষোপ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় আইহো অঞ্চলে তৃণমূল নেতা কর্মী সহ প্রার্থীরা।তৃনমুল কংগ্রেসের অইহো অঞ্চল সভাপতি প্রতাপ দাস বলেন গতকাল রাতে কিছু দুস্কৃতীরা আইহো অঞ্চলের ছাতিয়ানগাছি এলাকায় দলীয় ব্যানারফেস্টন ছিঁড়ে ফেলে। মঙ্গলবার সকাল বেলা দেখতে পান তৃণমূল কংগ্রেসের পোষ্টা ছিরে ফেলেছে ও পতাকায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়।বিষয়ে হবিবপুর থানার পুলিশ কে তদন্ত করার জন্য অনুরোধ করেন। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে লিখিত অভিযোগ জানা হবে বলে জানায়।খবর পেয়ে ঘটনা স্থালে হবিবপুর থানার পুলিশ আসে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

নিষিদ্ধ কাপ সিরাপ সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলে প্রধান নগর থানার পুলিশ

শিলিগুড়ি ঃ নিষিদ্ধ কাপ সিরাপ সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলে প্রধান নগর থানার পুলিশ।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রধান নগর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃতের নাম রফিকুল ইসলাম। ধৃতের বাড়ি আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটায়। তবে ধৃত রফিকুল ইসলাম বেশ কিছুদিন যাবত প্রধান নগর থানা এলাকার সমর নগর বটতলা এলাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে ছিল। বেশ কিছুদিন ধরেই পুলিশের কাছে খবর ছিল অভিযুক্ত মাদকের কারবার চালাচ্ছে। এই সূত্র ধরেই অভিযুক্তের ওপর নজরদারি চালাচ্ছিল প্রধান নগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। অবশেষে রবিবার রাতে মিলে গেল সাফল্য। প্রধান নগর থানার রেগুলেটেড মার্কেট এলাকায় রফিকুল ইসলামকে নিষিদ্ধ কাপ সিরাপ সহ গ্রেফতার করলো প্রধান নগর থানার পুলিশ। ধৃতের কাছে থাকা একটি নীল রঙের ব্যাগের ভেতরেই ছিল প্রচুর নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ, যা সে বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল। সোমবার ধৃত রফিকুল ইসলামকে শিলিগুড়ি আদালতে পাঠায় প্রধান নগর থানার পুলিশ।

কেন্দ্র সরকারের আর্থিক বঞ্চনার কথা জনসমক্ষে তুলে ধরে নির্বাচনী প্রচার চালালেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম নূর

মালদা ঃ কেন্দ্র সরকারের আর্থিক বঞ্চনার কথা জনসমক্ষে তুলে ধরে নির্বাচনী প্রচার চালালেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম নূর। সোমবার তুমুল বৃষ্টির মধ্যে হাতে ছাতা নিয়ে রতুয়া ২ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচার চালান সাংসদ মৌসম নূর। বৃষ্টির মধ্যে মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কেন্দ্র সরকারের ১০০ দিন কাজ প্রকল্প এবং আবাস যোজনায় দীর্ঘদিন ধরে টাকা আটকে রেখেছে, সে কথা সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরেন তৃণমূল সাংসদ মৌসম নূর। এদিন রতুয়া ২ ব্লকের পুখুরিয়া, আড়াইডাঙ্গা, পরানপুর, পীরগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাগুলিতে দলীয় প্রার্থীদের সঙ্গে নিয়েই প্রচার চালান তৃণমূল সাংসদ । সেই প্রচারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষেরা সাংসদের কাছে জানতে চান কবে ১০০দিনের বকেয়া টাকা মিলবে। আবাস যোজনার ঘর তারা কিভাবে পাবেন। সেই প্রসঙ্গ সামনে আসতেই সাংসদ মৌসুম নূর বলেন, দীর্ঘ দুই বছর ধরে কেন্দ্রের মোদি সরকার টাকা আটকে রেখেছে। রাজ্যকে এইসব প্রকল্পের টাকা দিচ্ছে না। তারই বিরুদ্ধে সকলকেই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। পাশাপাশি এদিন ওইসব এলাকায় সাধারণ মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ নেন যে তাঁরা লক্ষ্মী ভান্ডার পাচ্ছেন কিনা। স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের সুবিধা পেয়েছেন কিনা। তৃণমূল সাংসদদের এই প্রশ্নের উত্তরে এক বাক্যেই ওইসব এলাকার বাসিন্দারা স্বীকার করেন যে তারা রাজ্য সরকারের সমস্ত রকম প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন। একইভাবে এদিন রতুয়া দুই ব্লকের ওইসব এলাকাতে বিজেপি, কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে নির্বাচনের প্রচার চালান স্থানীয় দলীয় নেতৃত্ব।

রতুয়া ২ ব্লকের অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি রয়েছে তৃণমূলের দখলে। রতুয়া বিধানসভা কেন্দ্রের আসনটিও রয়েছে তৃণমূলের। চাঁচল মহকুমার এই ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি অত্যন্ত দুর্গম । আর সেই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে এদিন সকাল থেকেই বৃষ্টি মধ্যেই মনোনীত তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচার চালান সাংসদ মৌসম নূর।

তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মৌসুম নূর বলেন, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রামবাংলায় গিয়ে মানুষের মুখে ১০০ দিন কাজ প্রকল্পের বকেয়া টাকা না মেলার কথা শুনতে হয়েছে। বহু মানুষ আবাস যোজনার ঘর পান নি। কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষের কাছে কেন্দ্র সরকারের আর্থিক বঞ্চনার কথা তুলে ধরেছি। তৃণমূল সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে কিভাবে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এইসব প্রকল্পের সুবিধা না দিয়ে সাধারণ মানুষকে সমস্যায় ফেলছে সে কোথাও গ্রামবাসীদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। অথচ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সমস্ত প্রকল্পের সুবিধা গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষেরা পাচ্ছেন। সে কথাও এদিনের নির্বাচনী প্রচারের মধ্যেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন বিভিন্ন এলাকারই গ্রামবাসীরা।

সাংসদ মৌসম নূর আরও বলেন, দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে এদিন যেখানেই গেছি সেখানেই মূলত মহিলাদের মুখে লক্ষী ভান্ডারের সুবিধার কথা শুনতে পেয়েছি। এমন কোন মানুষ নেই যারা তৃণমূল সরকারের বিভিন্ন সুবিধাগুলি পান নি। বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, কন্যাশ্রী, সবুজ সাথী, স্বাস্থ্যসাথী সমস্ত প্রকল্পের সুযোগ সাধারণ মানুষ পাচ্ছেন । অথচ সাধারণ মানুষের জন্য কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কোনও উন্নয়নই করতে পারে নি। শুধু ভোটের মুখে ওদেরকে দেখা যায়। আর ভোট পেরোলেই বিরোধীদলের কোন নেতাদেরই এলাকায় দেখা যায় না। আমরা সারা বছরই মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করছি। আসলে বিরোধীদের কাছে নির্বাচনী প্রচারে কোন ইস্যু নেই। তাই ওরা বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। এদিনের রতুয়ায় নির্বাচনী প্রচারে মানুষের খুব ভালো সাড়া মিলেছে।

যদিও এপ্রসঙ্গে উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, ভোট পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রকল্পের সুবিধার কথা মানুষের কাছে বলা হচ্ছে। কিন্তু স্বাস্থ্যসাথী থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা অনেকেই পান নি। তাছাড়াও যেভাবে বিভিন্ন পঞ্চায়েত গুলিতে দূর্নীতি হয়েছে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন সাধারণ গ্রামবাসীরা। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট বাক্সে এর প্রভাব পড়বে।

খুঁটি পূজো দিয়ে দূর্গোৎসবের সুচনা করলো লোয়ার বাগডোগরা সর্বজনীন দুর্গা পুজো কমিটি

বাগডোগরা ঃ খুঁটি পূজো দিয়ে দূর্গোৎসবের সুচনা করলো লোয়ার বাগডোগরা সর্বজনীন দুর্গা পুজো কমিটি । এ বছর তাদের পুজো ৬৭ বছরে পদার্পণ করলো। খুঁটি পূজার মধ্যদিয়ে লোয়ার বাগডোগরা সর্বজনীন দুর্গা পুজো কমিটির ঢাকে কাঠি পড়ে গেল আজ থেকে।এদিন লোয়ার বাগডোগরা সর্বজনীন দুর্গা পুজো কমি উদ্যোক্তারা খুঁটি পূজার আযোজন করেন। ঢাকের বাদ্য সহযোগে পুরোহিত দিয়ে দেবীর কাঠামোর পুজো করেন ক্লাব উদ্যোক্তারা। ক্লাবের সকল সদস্য এই পুজোয় অংশগ্রহণ করেন।ক্লাবের সম্পাদক জানান,এবারে তাদের পুজো ৬৭ বছরে পদার্পণ করল।সমস্ত নিয়ম নিষ্ঠা সহকারে খুঁটি পূজার মধ্য দিয়ে দুর্গা পূজার সূচনা করা হয় এদিন।

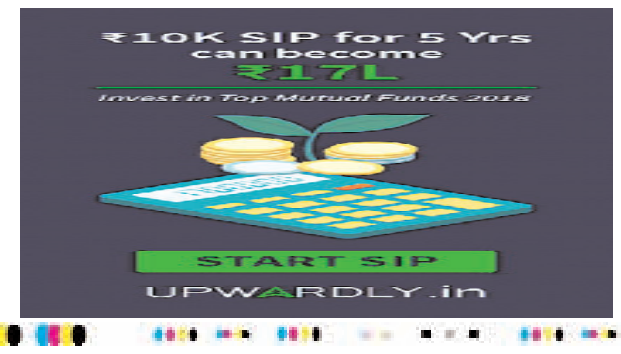

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

আর্জেন্টিনায় নয় পুলিশ কর্মকর্তার কারাদণ্ড

আর্জেন্টিনা ঃ এক কিশোরকে গুলি করে হত্যা করা হয়। তার তিন বন্ধুর ওপর চালানো হয় অকথ্য নির্যাতন। কিশোররা গরিব ঘরের এবং 'শ্যামলা' বর্ণের বলে পুলিশ তাদের ওপর গুলি চালিয়েছিল বলে অভিযোগ।

অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় নয় পুলিশ কর্মকর্তাকে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড দিয়েছে আর্জেন্টিনার আদালত। ২০২১ সালের ঘটনা। ফুটবল প্রশিক্ষণ শেষে গাড়িতে বাড়ি ফিরছিলেন বুয়েনর্স আইরেসের চার কিশোর। হঠাৎ একটি গাড়ি পিছন থেকে তাড়া করে। সেই গাড়িতে কিছু লেখা না থাকায় দুর্বৃত্তরা তাড়া করেছে ভেবে নিজেদের গাড়ির গতি বাড়িয়ে পালানোর চেষ্টা করে কিশোররা। পেছনের গাড়ি আরো গতি বাড়িয়ে চলে আসে কাছে, চালানো হয় গুলি। দুটো গুলি লাগে লুকাস গঞ্জালেসের মাথায়। গাড়িতেই লুটিয়ে পড়ে সে। তারপরও চলে নির্যাতন।মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ১৭ বছর বয়সি লুকাসের গায়ের বিভিন্ন স্থানে চেপে ধরা হয় জ্বলন্ত সিগারেট।

মঙ্গলবার ২০২১ সালের নভেম্বরের সেই হত্যা ও নির্যাতনের ঘটনার রায় ঘোষণা করেছে বুয়েনর্স আইরেসের আদালত। হত্যা ও নির্যাতনে সরাসরি জড়িত থাকায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে তিন কর্মকর্তার। তবে মামলা হয়েছিল মোট ১১ জনের বিরুদ্ধে। তাদের মধ্যে ছয় জন হত্যা ও নির্যাতনের আলামত নষ্ট ও তথ্য গোপনের চেষ্টা করেছিলেন। অপরাধের মাত্রাভেদে চার থেকে আট বছরের কারাদণ্ড হয়েছে তাদের। আদালতের রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করে বাদিপক্ষের আইনজীবী গ্রেগোরিও দালবন বলেছেন, ''আমরা খুশি, কারণ, এর আগে কখনোই বর্ণবাদী ঘৃণার কারণে প্রাতিষ্ঠানিক সহিংসতার বিচার পাইনি।'' লুকাস গঞ্জালেস ও তার তিন বন্ধু বারাকাস সেন্ট্রাল ক্লাবের যুব দলে খেলতেন। লুকাস মারা যাওয়ার পর চার কিশোরকেই অপরাধচক্রের সদস্য প্রমাণ করার চেষ্টা করে পুলিশ। আদালতে দাবি করা হয়, লুকাস ও তার বন্ধুরা আগে গুলি চালানোয় বাধ্য হয়ে পুলিশও গুলি চালায় আর সেই গুলিতেই প্রাণ যায় লুকাসের। লুকাসরা গুলি চালিয়েছিলেন এ কথা বিশ্বাস করানোর জন্য গাড়িতে একটি বন্দুক রেখে দিয়েছিল পুলিশ। পরে দেখা যায় সেটা আসলে খেলনা বন্দুক।

ভারতের সঙ্গে রুপিতে বাণিজ্যের পক্ষে শীর্ষ ব্যবসায়ীরা

ঢাকা ঃ ভারতের সঙ্গে রুপিতে বাণিজ্যকে স্বাগত জানিয়েছেন বাংলাদেশের শীর্ষ ব্যবসায়ীরা।

ভারতের সঙ্গে রুপিতে বাণিজ্য রপ্তানিকারকদের মুদ্রা রূপান্তরের ক্ষতি থেকে রক্ষার পাশাপাশি তাদের সময় বাঁচাবে বলে আশা করছেন দেশের বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যবসায়ী। তারা আরও মনে করেন, টাকার অন্তর্ভুক্তি দুই দেশের ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যকে উৎসাহিত করবে।

মঙ্গলবার ডলারের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা কমাতে বাংলাদেশ ও ভারত রুপিতে বাণিজ্য শুরুর পর বেশ কয়েকজন রপ্তানিকারক ও ব্যবসায়ী এসব মত পোষণ করেন।

বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএমইএ) সভাপতি ফারুক হাসান দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, রুপিতে বাণিজ্য এমন একটি বিকল্প যা শেষ পর্যন্ত স্থানীয় রপ্তানিকারকদের সুবিধা দেবে। যদিও এটি প্রাথমিকভাবে দুই বিলিয়ন ডলার মূল্যের আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ভবিষ্যতে তা আরও বাড়বে বলে আশা করা যায়।

তিনি আরও বলেন, আগামী সেপ্টেম্বরে দ্বৈত মুদ্রার ডেবিট কার্ড চালু হলে তা প্রতিবেশী দুই দেশের ডলারের ওপর চাপ কমাবে।

বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, কাঁচামাল আমদানির জন্য সরকার ১০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে পোশাক রপ্তানিকারকরা সহজেই ভারত থেকে রুপিতে কাঁচামাল কিনতে পারবেন। মুদ্রার একাধিকবার রূপান্তরের ঝামেলা থাকবে না। ভবিষ্যতে টাকাকেও দ্বিমুখী বাণিজ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

প্লামি ফ্যাশনস অন্যান্য দেশের পাশাপাশি ভারতেও পণ্য রপ্তানি করে। নিটওয়্যার রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান প্লামি ফ্যাশনস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফজলুল হক ডেইলি স্টারকে বলেন, ভারত বাংলাদেশের জন্য ক্রমবর্ধমান ও সম্ভাবনাময় বাজার। রুপিতে বাণিজ্য ও মুদ্রার একাধিকবার রূপান্তর এড়ানোর মাধ্যমে ডলারপ্রতি এক টাকা সাশ্রয় হলে সুফল পাওয়া যাবে।

তবে তিনি প্রশ্ন রাখেন, রুপি ও টাকার বিনিময় হার নির্ধারণে বাংলাদেশে কার্যকর ডলারের হার কত হবে? রপ্তানিকারক, আমদানিকারক ও রেমিটেন্স প্রেরণকারীদের জন্য আলাদা হার আছে বলেই প্রশ্নটি এসেছে। তাই এর ব্যাখ্যা প্রযোজন।

তিনি আরও বলেন, আমদানিকারকদের স্থানীয় উৎস থেকে কাঁচামাল কিনলেও ডলারে মূল্য শোধ করতে হয়। আমরা কি কাঁচামাল রুপি বা টাকায় কিনতে পারব? অনেক কিছুই অস্পষ্ট রয়ে গেছে। সামগ্রিকভাবে, রুপিতে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য রপ্তানিকারকদের জন্য খুব বেশি সুবিধা বয়ে আনতে পারে না।

প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের চেয়ারম্যান আহসান খান চৌধুরী ভারতের সঙ্গে রুপিতে বাণিজ্যকে মহৎ উদ্যোগ হিসেবে দেখেন, এটি সঠিক পথে যাওয়ার একটি উদ্যোগ। এটি ক্রেতাদের আরও সুবিধা দেবে। ক্রেতাদের আরও কাছে যাওয়া যাবে। তারা অপচয় ও মুদ্রা রূপান্তরের ক্ষতি থেকে বাঁচাবে। ভারত একটি বড় বাজার। এটি আমাদের জন্য বড় সুযোগ। আসুন আমরা চেষ্টা করি। যদি এই উদ্যোগ উপকারে না আসে তাহলে আমরা আবার ডলারে ফিরে আসতে পারি। ভারতে পণ্য রপ্তানিকারক প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ রপ্তানি আয়ের সমপরিমাণ রুপিতে আমদানি বিল পরিশোধের চেষ্টা করবে বলেও জানান তিনি।

ভারতে তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ডিবিএল গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এ জব্বার মনে করেন, টাকার বিনিময়েও বাণিজ্য করা উচিত। তিনি বলেন, নতুন এই উদ্যোগ বাংলাদেশ ও ভারতের রপ্তানি ও আমদানিকারকদের উপকৃত করবে।

বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম ডেইলি স্টারকে বলেন, এই উদ্যোগ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে আরও গভীর করবে। ডলারের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কিছুটা কমাবে। ফলে ব্যবসার খরচও কমবে।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মদ আলী খোকন ডেইলি স্টারকে বলেন, প্রাথমিকভাবে রুপিতে ২০০ কোটি ডলারের বাণিজ্য হতে পারে।

বাণিজ্য ভারসাম্য ভারতের দিকে ঝুঁকে আছে। প্রতিবেশী দেশটি বাংলাদেশে ১২ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি মূল্যের পণ্য রপ্তানি করছে। বাংলাদেশ বছরে ভারতে দুই বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি করে। তাই, বাংলাদেশের লাভ কম হবে, বলে মন্তব্য করেন খোকন।

ভারত-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি আবদুল মাতলুব আহমাদ ডেইলি স্টারকে বলেন, আগামী সেপ্টেম্বরে চালু হতে যাওয়া দ্বৈত মুদ্রা কার্ড ডলারের রূপান্তরের ফলে বিনিময় হারের ক্ষতি কমাবে। টাকা-রুপি কার্ড দুই দেশের ভ্রমণকারীদের জন্যও উপকারী হবে।

কোরআন পোড়ানো নিয়ে জাতিসংঘে বিশেষ বৈঠক

জেনেভা ঃ পাকিস্তানের হস্তক্ষেপে এই বিষয়ে বিশেষ বৈঠক শুরু হয়েছে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের মঞ্চে।

সম্প্রতি সুইডেনে একটি মসজিদের সামনে কোরআন পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছে একদল আন্দোলনকারী। সুইডেনের প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। ওই ঘটনা মুসলিম বিশ্বে রীতিমতো সাড়া ফেলে দিয়েছে। ওই ঘটনার উল্লেখ করে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনে বিশেষ আলোচনার দাবি জানিয়েছিল পাকিস্তান। মঙ্গলবার থেকে সেই আলোচনা শুরু হয়েছে। পাকিস্তানসহ মুসলিম বিশ্বের একাধিক দেশ ওই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিলাবল ভুট্টো জারদারি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ওই বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, ''এই ধরনের ঘটনা ইসলামোফোবিয়া, হেট স্পিচ আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। বিশ্বজুড়ে মানুষে মানুষে ব্যবধান আরো বাড়ছে। সহিংসতা উসকে দেওয়া হচ্ছে।''

বস্তুত, বৈঠকে মুসলিম বিশ্বের তরফে বলা হয়েছে, কোরআন মুসলিমদের কাছে একটি আবেগের বিষয়। কোরআন পোড়ানো মুসলিমদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করে। ফলে এই ধরনের ঘটনা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। জাতিসংঘের মানবাধিকার সংগঠন ইউএনএইচসিআর-এর প্রধান ভলকার টার্ক বলেছেন, ''মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ, ইসলামোফোবিয়া, ইহুদিবিদ্বেষ, খ্রিস্টানদের নিয়ে বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। একইভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যেমন আহামেদি, ইয়াজেদি, বাহাইদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ অন্যায়। এই সবকিছুই অন্যায় এবং বন্ধ করা প্রয়োজন।''

আলোচনা, শিক্ষা এবং ধর্মীয় আদানপ্রদানের মাধ্যমে হেটস্পিচ বন্ধ করা সম্ভব বলে মনে করেন টার্ক। এর জন্য সমস্ত দেশকে এগিয়ে আসতে হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। তার মতে, কোরআন জ্বালানোর ঘটনা সার্বিকভাবে বিদ্বেষ তৈরি করেছে, সহিংসতার জন্ম দিয়েছে এবং মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত হেনেছে। এধরনের ঘটনা অনভিপ্রেত। এগুলি বন্ধ হওয়া দরকার। সুইডেনের দক্ষিণপন্থি সরকারও মনে করে কোরআন পোড়ানোর ঘটনা অনভিপ্রেত। কিন্তু তাদের বক্তব্য, সংবিধান সকলকে বিক্ষোভ দেখানোর অধিকার দিয়েছে। কোরআন পুড়িয়ে যারা বিক্ষোভ দেখিয়েছে, তাদেরও সাংবিধানিক অধিকার আছে। সেকারণেই তাদের বাধা দেওয়া হয়নি।

মুসলিম বিশ্বের দাবি, এই ঘটনা মুসলিম জনসমাজের বিশ্বাসের উপর আঘাত। একেও এক ধরনের ইসলামোফোবিয়া বলা যেতে পারে। এনিয়ে মুসলিম দেশগুলির মঞ্চেও আলোচনা হয়েছে। টার্কও মনে করেন, কোরআন পোড়ানোর ঘটনা কেবলমাত্র ব্যক্তি অধিকার নয়। ব্যক্তির অধিকার কতদূর পর্যন্ত মেনে নেওয়া হবে এ বিষয়ে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। আগামী শুক্রবার পর্যন্ত এই বৈঠক চলবে। অন্য দেশগুলিও সেখানে তাদের বক্তব্য জানাবে। মুসলিম বিশ্ব চাইছে, কোরআন পোড়ানো নিয়ে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হোক।

৩০০ গাড়িবহর নিয়ে প্রস্তুত জাহাঙ্গীর

ঢাকা ঃ ৩০০ গাড়ি নিয়ে আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশে যোগ দিতে প্রস্তুতি নিয়েছেন গাজীপুর সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র ও মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম।

মঙ্গলবার রাতে জাহাঙ্গীর আলম নিজেই বিষয়টি দ্য ডেইলি স্টারকে নিশ্চিত করেন।

তিনি দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, দলের শীর্ষ নেতাদের নির্দেশনা পেয়ে শান্তি সমাবেশে যোগ দেওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছি। গাজীপুর থেকে সমাবেশে যাওয়ার জন্য ইতোমধ্যে ৩০০ গাড়ি প্রস্তুত আছে। আমার বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মীর জন্য ৫০০ গাড়ির দরকার ছিল। কিন্তু বিভিন্ন জায়গাতে যোগাযোগ করেও পর্যাপ্ত গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না। গাড়ির পাশাপাশি বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মীও আওয়ামী লীগের সমাবেশে থাকবে বলে জানান তিনি।

প্রসঙ্গত, বুধবার বিকালে রাজধানীর বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের দক্ষিণ গেটের সামনে শান্তি সমাবেশ করবে আওয়ামী লীগ। দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেওয়ার কথা রয়েছে। একই দিন দুপুর ২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত রাজধানীর নয়াপল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ করবে বিএনপি। এ সমাবেশ থেকে সরকার পতনের একদফার আন্দোলন কর্মসূচির ঘোষণা আসবে বলে জানিয়েছে দলটি।

উত্তপ্ত ভাঙড়, নিহত অন্তত তিন

কলকাতা ঃ একদিকে পঞ্চায়েতের ফলাফল ঘোষণা হচ্ছে, অন্যদিকে ক্রমশ রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে। এখনো পর্যন্ত ভোটের বলি ৪৩।

ফের উত্তপ্ত ভাঙড়। মঙ্গলবার মাঝ রাত থেকে সেখানে ব্যাপক উত্তেজনা শুরু হয়। আইএসএফ কর্মীরা পথ অবরোধ করেন বলে জানা গেছে। পুলিশ সেই অবরোধ তুলতে গেলে এলাকা কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। পুলিশ গুলিবিদ্ধ হয়েছে বলে জানা গেছে। আহত বারুইপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এবং আরো এক পুলিশ কর্মী। তাদের কলকাতার একটি অসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আইএসএফ দাবি করেছে, তাদের অন্তত চারজন গুলিতে নিহত হয়েছে। তবে সরকারিভাবে একজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। বেসরকারি সূত্রে আরো দুইজনের মৃত্যুর খবর জানা গেছে। অর্থাৎ, শুধু ভাঙড়েই তিনজনের মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার এই ভাঙড়েই একটি জেলা পরিষদ দখল করেছে আব্বাস এবং নওশাদ সিদ্দিকির আইএসএফ। বাকি ৮৪টি জেলা পরিষদেই তৃণমূল জিতেছে। রাজ্যের অন্যান্য জেলাতেও অধিকাংশ জেলা পরিষদ তৃণমূলের দখলে।

ভাঙড়ে উত্তেজনা সবচেয়ে বেশি। তবে রাজ্যের অন্য জেলা থেকেও সংঘর্ষ এবং মৃত্যুর খবর আসছে। রায়দিঘিতে এক তৃণমূলকর্মীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পুকুর থেকে তার দেহ উদ্ধার হয়েছে। কারা তাকে খুন করেছে, তা নিয়ে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের বাকচায় মঙ্গলবার বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে। তাতে এক বৃদ্ধ আহত হয়েছেন। পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসায় তৃণমূল এবং সিপিএমের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ হয়েছে। দুইপক্ষের একাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন। মুর্শিদাবাদের একাধিক জায়গা থেকে বোমাবাজির খবর আসছে। অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বেসরকারি সূত্রের দাবি, পঞ্চায়েত ভোট ঘিরে এখনো পর্যন্ত মোট ৪৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। ভোটপূর্ব পরিস্থিতিতে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১৮। ভোটের দিন মৃত্যু হয়েছে ১৮ জনের। ভোট পরবর্তী সময়ে আরো সাতজনের মৃত্যুর খবর এসেছে। সংখ্যাটি আরো বাড়বে বলেই বিশেষজ্ঞদের অভিমত। সম্পূর্ণ ফলাফল ঘোষণার আগেই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গ্রামবাংলার মানুষকে অভিনন্দন জানিয়ে টুইট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে ভোটে সহিংসতা নিয়ে মুখ খুলেছেন তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র। তিনি বলেছেন, বাংলায় রক্তের হোলি খেলা চলছে। এর আগে তৃণমূল বিধায়ক চিরঞ্জিত এবং হুমায়ুন কবীর সহিংসতার নিন্দা করেছিলেন। এদিকে বুধবার সকাল পর্যন্ত যে তথ্য মিলেছে তাতে তৃণমূল সব মিলিয়ে দুই হাজার ৫৬২টি গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করেছে। বিজেপি পেয়েছে ২১২টি। বামেরা পেয়েছে ৪২টি। কংগ্রেস ১৭। আইএসএফ আট। নির্দল প্রার্থীরা পেয়েছে ৩৪৬টি। তৃণমূল পঞ্চায়েত সমিতি পেয়েছে ২৪২টি। বিজেপি পেয়েছে আটটি, বামেরা একটি। জেলা পরিষদের লড়াইয়েও এগিয়ে শাসকদল। এখনো পর্যন্ত যে ফলাফল মিলেছে তাতে মোট ৯২৮টি জেলা পরিষদ আসনের মধ্যে ৫৬৩টিতে তৃণমূল জয়যুক্ত হয়েছে। বিজেপি পেয়েছে ২৪টি। সিপিএম ৫। কংগ্রেস আট এবং অন্যান্যরা দুইটি আসনে জয়ী হয়েছে। ভাঙড় জেলা পরিষদে আইএসএফ জয়ী হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে ফলাফল এখনো ঘোষণা হয়নি। পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা পরিষদ তৃণমূল দখল করলেও ১৮টি আসনে বিরোধীরা জিতেছে। বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর গড় হিসেবে পরিচিত পূর্ব মেদিনীপুরে বিজেপি জেলা পরিষদ দখল করতে পারেনি। রাজ্যের বেশ কিছু জেলায় কার্যত বিরোধীশূন্য জেলা পরিষদ গঠনের পথে তৃণমূল। বিরোধীদের অবশ্য বক্তব্য, ভোটের নামে প্রহসন হয়েছে। বুথ দখল, রিগিং করে, ভোট লুঠ করে জয়ী হয়েছে তৃণমূল। বিরোধীরা যেখানে সামান্য লড়াই করতে পেরেছে, সেখানেই তৃণমূলের হার হয়েছে। পুলিশ-প্রসাসনের বিরুদ্ধেও সরব হয়েছে বিরোধীরা।

'জার্মানির' নজরদারি বিমান জার্মানিতেই পাঠাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া

পর্থঃ জার্মানিতে একশটিরও বেশি ই৭এ ওয়েজটেইল নজরদারি বিমান পাঠাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া। এ বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানেজি।

সোমবার অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী জানান, রয়্যাল অস্ট্রেলিয়ান এয়ার ফোর্সের নজরদারি বিমানগুলো ইউক্রেনের সহায়তায় কাজ করবে। তবে সেগুলো ইউক্রেন, রাশিয়া বা বেলারুশের আকাশসীমায় প্রবেশ করবে না, কোনোভাবে যুদ্ধেও অংশ নেবে না। তিনি আরো জানান, অস্ট্রেলিয়ায় তৈরি হওয়া বিমানগুলোর কাজ হবে শুধু ইউক্রেনে নির্বিঘ্নে সামরিক ও মানবিক সহায়তা পৌঁছে দেয়ার বিষয়টি তদারক করা। অস্ট্রেলিয়ায় তৈরি হলেও ই৭এ ওয়েজটেইল আসলে জার্মান প্রযুক্তির বিমান। গত মার্চে জার্মানির সামরিক সরঞ্জামের ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান রাইনমেটাল অস্ট্রেলিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য কুইন্সল্যান্ডে এই বিমানের উৎপাদন শুরু করে। উৎপাদন শুরুর তিন মাস পর সেই বিমানই জার্মানিতে রপ্তানির চুক্তি করলো অস্ট্রেলিয়া। সোমবার জার্মানির রাজধানী বার্লিনে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে ইউক্রেনের সহায়তায় ব্যবহারের জন্য জার্মানিতে এ বিমান পাঠানোর বিষয়ে কথা বলেন অ্যান্থনি অ্যালবানেজি। জার্মানির চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎসও তখন তার পাশে ছিলেন। একই দিনে ই৭এ ওয়েজটেইল রপ্তানির বিষয়ে এক বিলিয়ন ডলার (৯১০ মিলিয়ন ইউরো)'র এক চুক্তিও স্বাক্ষর করেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী।

আকাশ থেকে সারভেইল্যান্স, অর্থাৎ তদারকের কাজে ই৭এ ওয়েজটেইল খুব কার্যকর, কারণ, এতে রয়েছে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন দূরপাল্লার রাডার। মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্সের নিখোঁজ হয়ে যাওয়া এমএইচ৩৭০ ফ্লাইটের বিমান অনুসন্ধানেও এই বিমান ব্যবহার করা হয়েছিল।

সম্পাদকীয়

ইউক্রেনের নেটোর সদস্য হবার 'স্পষ্ট দিনক্ষণ' চান জেলেনস্কি

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি নেটোর উদ্দেশ্যে কড়া মন্তব্য ছুঁড়ে দিয়ে বলেছেন, নেটো সামরিক জোটে যোগদানের জন্য তার দেশকে কখন আমন্ত্রণ জানানো হবে - সে বিষয়ে কোনরকম দিন তারিখ নির্ধারণ না করাটা 'অযৌক্তিক' বিলম্ব। ইউক্রেনকে কখন আমন্ত্রণ জানানো হবে, কখন ইউক্রেন জোটের সদস্য হবে এসবের কোন সময়সীমা নির্ধারণ না করাটা নজিরবিহীন এবং অযৌক্তিক, টুইটারে কড়া ভাষায় দেয়া এক বিবৃতিতে এই মন্তব্য করেছেন মি. জেলেনস্কি। কার্যত মনে হচ্ছে ইউক্রেনকে জোটে আমন্ত্রণ জানানো বা সদস্যপদ দেয়ার ব্যাপারে কোন প্রস্তুতিই নেই। নেটো ২০০৮ সালে বুখারেস্টের শীর্ষ বৈঠকে ইউক্রেনকে জোটের সদস্যপদ দেবার ব্যাপারে সম্মত হয়েছিল। কিন্তু কখন ও কীভাবে সেটা হবে সে বিষয়ে নেটো কিছুই বলেনি। এখন ভিলনিয়াসে সম্মেলন শুরুর আগে আমরা এমন ইঙ্গিত পাচ্ছি যে ইউক্রেনের উপস্থিতি ছাড়াই তারা এব্যাপারে কিছু বয়ান নিয়ে আলোচনা করছে, বলেন মি. জেলেনস্কি। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জোর দিয়ে আরও বলেন যে, এই বয়ান নেটোর সদস্য হবার আমন্ত্রণ নিয়ে, ইউক্রেনের সদস্যপদ নিয়ে নয়। অনিশ্চয়তা একটা দুর্বলতার লক্ষণ। এবং শীর্ষ বৈঠকে আমি এবিষয়ে খোলাখুলি কথা বলব, তিনি জানান। তবে মি.

জেলেনস্কি এটাও জানেন যে যুদ্ধ চলাকালীন নেটো ইউক্রেনকে সদস্যপদের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানাতে পারে না। কারণ সেটা করলে নেটো জোট রাশিয়ার সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধের ঝুঁকিতে জড়িয়ে পড়বে। যেহেতু নেটো সনদের আর্টিকেল ফাইভে বিধান দেয়া আছে যে জোটের কোন সদস্য দেশের ওপর হামলা হলে সেই দেশকে প্রতিরক্ষা দিতে সব সদস্য দেশকে এগিয়ে আসতে হবে। লিথুয়ানিয়ার ভিলনিয়াসে গুরুত্বপূর্ণ এক শীর্ষ বৈঠকে যোগ দিতে জড়ো হয়েছেন নেটো সামরিক জোটের নেতৃবৃন্দ। ধারণা করা হচ্ছে এই বৈঠকে ইউক্রেন যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি এবং পশ্চিমা এই জোটের ভবিষ্যত রূপরেখা নির্ধারিত হতে পারে। জোটের ৩১টি সদস্য দেশ আশা করছে রুশ ইউক্রেন যুদ্ধে ইউক্রেনকে দীর্ঘমেয়াদে সামরিক সহায়তা দিতে তারা যে রাজি - সেটা তারা রাশিয়াকে বোঝাতে পারবে। শীর্ষ বৈঠকের আগে নেটো জোটে সুইডেনের যোগদানের ব্যাপারে তুরস্ক তাদের আপত্তি তুলে নেয়াটাকে জোট ইতিবাচক একটা অগ্রগতি হিসাবে দেখছে। কিন্তু ভবিষ্যত সদস্য হিসাবে ইউক্রেনের নিজস্ব উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে জোটের কিছু সদস্য দেশ রাশিয়ার দিক থেকে ভবিষ্যত আক্রমণ ঠেকাতে কিয়েভকে নিরাপত্তা নিশ্চয়তার প্রতিশ্রুতি দেবে। তারা আরও অস্ত্র এবং গোলাবারুদ দেবার বিষয়টি নিয়েও কথাবার্তা বলবে। তবে সদস্যপদ প্রশ্নে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি চান যে যুদ্ধ শেষ হবার পর দেরি না করে যত দ্রুত সম্ভব নেটো যেন ইউক্রেনকে জোটে যোগ দিতে দেয়। কবে এবং কীভাবে সেটা করা হবে তার স্পষ্ট পরিকল্পনা যেন তৈরি করা হয়। তবে অনেক সদস্য দেশ এতটা এগোতে নারাজ বিশেষ করে আমেরিকা আর জার্মানি। তাদের ভয় ইউক্রেনকে সদস্য করার জন্য এতটা নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি এখনই দিলে রাশিয়া যুদ্ধ আরও তীব্র ও দীর্ঘায়িত করার অজুহাত পাবে। নেটোর মহাসচিব জেন্স স্টলটেনবার্গ বলেছেন চূড়ান্ত ইশতেহারের ভাষা নিয়ে এখনও চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। তবে তিনি বলেছেন, ইউক্রেন নিয়ে আমরা জোরালো একটা বার্তা দিতে পারব এবং আমরা যে একমত হব সে বিষয়ে আমি স্থির নিশ্চিত। দুদিনের এই বৈঠকে নেটো নেতৃবৃন্দ ভবিষ্যত রুশ হামলা প্রতিহত করতে এবং ইউক্রেনকে রক্ষা করতে নতুন পরিকল্পনা নিয়ে একমত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তারা ইউক্রেনের পূব দিকে নেটো বাহিনীকে আরও জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করবে। নেটোর এই শীর্ষ বৈঠকের মূল লক্ষ্য ইউক্রেনকে দীর্ঘ মেয়াদের জন্য জোট যে সামরিক সহায়তা জোগাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সেটা রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেয়া। নেটো কর্মকর্তারা আশা করছেন এর ফলে রুশ নেতা মি. পুতিন হয়ত তার ধ্যানধারণা বদলাতে শুরু করতে পারেন। হয়ত পশ্চিমা শক্তিকে কাবু করার ব্যাপারে তার মনে সন্দেহ তৈরি হতে পারে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন শীর্ষ বৈঠকে মি. জেলেনস্কির সঙ্গে দেখা করবেন বলে আমেরিকান কর্মকর্তারা রয়টার্স সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছেন। বিবিসির উত্তর আমেরিকা সংবাদদাতা অ্যান্টনি জারকার জানাচ্ছেন - আগামী বছর আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। সেই পটভূমিতে ইউক্রেনের প্রতি আমেরিকার সমর্থন যে ভবিষ্যতেও অটুট থাকবে সে বিষয়টা নেটো সদস্য দেশগুলোকে বিশ্বাস করাতে মি. বাইডেনকেও এই বৈঠকে কিছু কাঠখড় পোড়াতে হবে।

নেটোর সদস্যপদ কেন ইউক্রেনের কাছে বাঁচামরার প্রশ্ন

ইউক্রেনের মধ্যাঞ্চলের এক ঘন জঙ্গলে ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনীর একটি আর্টিলারি ইউনিট রণাঙ্গনে যাওয়ার আগে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। প্রশিক্ষণ শেষে এদের অনেকে রণাঙ্গনে ফিরে যাবে, তবে অনেকের জন্য এটাই হবে প্রথম কোন রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে যাওয়া। যুদ্ধে যারা মারা গেছে বা আহত হয়েছে, সেই সব সৈনিকদের স্থান পূরণ করবে এরা।

গর্ডন কোরেরা
প্রাবন্ধিক

একটি ফাঁকা জায়গায় এরা একে ফরটি সেভেন রাইফেল দিয়ে টার্গেট প্র্যাকটিস করছে। তবে খুব বেশি গুলি যাতে খরচ না হয়, সে ব্যাপারে তারা সতর্ক। কেবল এই প্রশিক্ষণ শিবিরে নয়, ইউক্রেনের সামরিক রসদের সরবরাহে টান পড়েছে আরও অনেক জায়গায়।

যুদ্ধ জেতার মতো যথেষ্ট মনোবল আমাদের অবশ্যই আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের এখন যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র নেই, বলছেন সেনাদলের অধিনায়ক রোমান। যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র পাওয়াটা এখন আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি জানালেন, যুদ্ধের মাঠেও এখন তাদেরকে সবকিছু হিসেব করে খরচ করতে হচ্ছে। এটা তো গোপন কোন ব্যাপার নয়। শত্রুরা প্রতিদিন আমাদের বিরুদ্ধে যত গোলাবারুদ ব্যবহার করে, সেটা আমাদের তুলনায় পাঁচগুণ বেশি, বলছেন তিনি।

মিত্রদের কাছ থেকে ইউক্রেন এই যুদ্ধে যেসব অস্ত্রশস্ত্র পায় সেগুলো তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভিলনিয়াসে নেটো জোটের যে সম্মেলন এখন চলছে, সেটি রোমান এবং তার মতো আরও অনেক ইউক্রেনিয়ান সৈন্যের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক মূহূর্ত। কারণ লড়াই চালিয়ে যেতে তাদের যা দরকার, তা নির্ভর করছে এই সম্মেলনের ওপর।

বেশ ব্যাপক একটা প্রত্যাশা আছে যে এই সম্মেলন থেকে ইউক্রেনকে আরও অস্ত্রশস্ত্রের প্রতিশ্রুতি দেয়া হবে। সেই সঙ্গে গোলাবারুদ, সামরিক রসদ।

যুক্তরাষ্ট্র তাদের বর্তমান মওজুদ থেকে ইউক্রেনকে ক্লাস্টার বোমা দেয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে গত সপ্তাহে, সেটির একটা উদ্দেশ্য নতুন অস্ত্রশস্ত্রের সরবরাহ না আসা পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়টার চাহিদা পূরণ করা।

কিন্তু ইউক্রেনের কাছে এই সম্মেলন কেবল অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদের ব্যাপার নয়। ইউক্রেন যে এই সামরিক জোটে যোগ দিতে চাচ্ছে, সেটির ব্যাপারে সম্মেলন থেকে কী ধরণের অঙ্গীকার পাওয়া যাবে, সেটাই তাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

নেটোর দরোজায় ইউক্রেন কড়া নাড়ছে বহু বছর ধরে। তারা কেবল কিছু ইতিবাচক কথাবার্তায় সন্তুষ্ট নয়। তাদের মধ্যে এমন একটা বোধ তৈরি হয়েছে যেন তাদের স্থায়ীভাবে ওয়েটিং রুমে বসিয়ে রাখা হয়েছে। ইউক্রেন চায় এর চেয়ে বেশি কিছু। নেটো সামরিক চুক্তির একেবারে মূলে আছে আর্টিকেল ৫, যেটিতে বলা হয়েছে, যে কোন সদস্য দেশের ওপর আক্রমণ সব দেশের বিরুদ্ধে আক্রমণ বলে গণ্য হবে। সম্মিলিত প্রতিরক্ষার এই নীতি ইউক্রেনকে সুরক্ষা দিতে পারে। কিন্তু নেটোর প্রায় সব সদস্য দেশই একমত যে, একটি দেশ যখন আগে থেকেই যুদ্ধে জড়িয়ে গেছে, তখন তাকে নেটোর সদস্য করা কঠিন।

আমাদের বিশ্বাস, ইউক্রেনকে নেটোতে অনেক আগেই আসলে আমন্ত্রণ জানানো উচিৎ ছিল, বলছেন ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখপাত্র ওলেগ নিকোলেংকো।

নেটোতে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানোর মানে তো এই নয় যে সাথে সাথে ইউক্রেন নেটোর সদস্য হয়ে যাবে। আমরা এটা বুঝি যে, যতদিন যুদ্ধ চলছে, ততদিন ইউক্রেন নেটোতে যোগ দিতে পারবে না। আমরা তো বলছি আমাদের নেটোর সদস্য হওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হোক, এবং কতদিনের মধ্যে এটা ঘটবে তার একটি সুস্পষ্ট সময়সীমা ঠিক করা হোক।

বুখারেস্টে ২০০৮ সালে নেটো জোটের যে সম্মেলন হয়েছিল, তখন ইউক্রেন এবং জর্জিয়াকে বলা হয়েছিল, ভবিষ্যতে তাদের নেটো জোটের সদস্য করার কথা বিবেচনা করা হবে। কিন্তু কিভাবে এটি ঘটবে সেটি স্পষ্ট করে বলা হয়নি, এবং শীঘ্রই ঘটবে এমন কোন প্রত্যাশা কখনোই করা হয়নি।

বুখারেস্ট সম্মেলনের ঐ ঘটনা রাশিয়াকে ক্রুদ্ধ করেছিল। ইউক্রেন বা জর্জিয়ার সুরক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা নেটো জোট করেনি। ২০০৮ সালে রাশিয়া জর্জিয়ায় আক্রমণ চালায়। এরপর ইউক্রেনেও, প্রথমে ২০১৪ সালে, তারপর ২০২২ সালে। বুখারেস্ট সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের যারা অংশ নিয়েছিলেন, তারা এখন স্বীকার করেন নেটোর ঐ সিদ্ধান্ত ছিল ভুল।

এবার ইউক্রেন আরও সুস্পষ্ট ঘোষণা এবং দৃঢ় নিশ্চয়তা চায়। ইউক্রেনকে সদস্য করার ব্যাপারে কী ধরণের অঙ্গীকার করা হবে এবং কতদিনের মধ্যে তা ঘটবে, সেগুলোর বিরাট প্রভাব পড়বে যুদ্ধের ওপর। যেমন, অনেকে যুক্তি দিচ্ছেন, যদি বলা হয় যে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরই কেবল ইউক্রেনকে সদস্য করা হবে, তাহলে রাশিয়া এই পথ বন্ধ করার জন্য সেখানে দীর্ঘ সময় ধরে নিচু মাত্রার লড়াই চালিয়ে যেতে পারে।

কিন্তু নেটোর অনেক সদস্য দেশই আসলে এখনই ইউক্রেনকে কিছু দেয়ার অঙ্গীকার করার ব্যাপারে বেশ সতর্ক। তাদের আশংকা, এর ফলে রাশিয়ার সঙ্গে নেটো জোটের সত্যিকার যুদ্ধ বেধে যাওয়ার আশংকা বাড়বে।

তবে এরকম কথাবার্তায় ইউক্রেন বেশ ক্ষুব্ধ।

সত্যি কথা বলতে কি, অনেক দিন ধরেই নেটো জোট আসলে সময়ক্ষেপণ করে যাচ্ছে রাশিয়া তাদেরকে কিছু করতে দেবে কিনা, সেটা নিয়ে, বলছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের অফিসের একজন উপদেষ্টা মিখাইলো পডোলিয়াক। তার সঙ্গে কথা হচ্ছিল রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে কড়া নিরাপত্তায় ঘেরা তার সুরক্ষিত অফিসে বসে। নেটোকে একেবারে খোলাখুলি কোন রাখঢাক না করে বলতে হবে যে রাশিয়ার হুমকির সঙ্গে এই সদস্যপদ পাওয়ার বিষয়টি শর্তযুক্ত নয়।

ইউক্রেনিয়ানরা মনে করে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ থামানোর একটা পথ হচ্ছে তাদের নেটোর সদস্যপদ পাওয়া। কারণ এতে যুদ্ধ আর বাড়বে না, বরং সেটি রাশিয়াকে ঠেকাবে। তবে তারা স্বীকার করে, যেটা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বাইডেন সম্প্রতি বেশ স্পষ্ট করে বলেছেন, এজন্য ইউক্রেনে অনেক সংস্কার দরকার হবে। যে কোন দেশ নেটোর সদস্য হতে হলে এসব সংস্কার জরুরি।

তবে ইউক্রেনিয়ানরা যুক্তি দেখায় যে, নেটো তো গঠনই করা হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মস্কোকে মোকাবেলার জন্য। অথচ এখন নেটোর হয়ে ইউক্রেনকেই কার্যত রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হচ্ছে। নেটোর পূর্ব দিকের সীমান্ত এখন রক্ষা করছে কার্যত ইউক্রেন, আর সেখানে প্রতিদিন লড়াইয়ে মারা যাচ্ছে ইউক্রেনের সৈন্য এবং বেসামরিক মানুষ।

নেটো জোটের ভেতরে অনেকে মনে করেন, ইউক্রেনকে সদস্য হওয়ার আমন্ত্রণ জানানোর অনেক ঝুঁকি আছে। কিন্তু কিয়েভের অনেকের মতে, এটা ভুল। তাদের প্রশ্ন, যদি কিছু করা না হয় সেটির ঝুঁকি তাহলে কী?

তবে প্রকাশ্যে ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা বেশ আশাবাদী কথাবার্তাই বলে যাচ্ছেন। যদি তাদের কোন অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়, বা একটি 'শিথিল নিরাপত্তার' নিশ্চয়তা দেয়া হয়, তখন কী হবে, সেটি নিয়ে তারা কথাবার্তা বলতে চায় না। তারা এমন কিছু বলতে চায় না যাতে মনে হতে পারে ইউক্রেন অকৃতজ্ঞ। কারণ নেটো জোটের কাছ থেকে তাদের এখনো অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদের সরবরাহ দরকার।

তবে ইউক্রেনকে যদি পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ জোটে না রাখা হয়, তখন দীর্ঘ মেয়াদে কী ঘটবে, সেটি নিয়ে অনেক ইউক্রেনীয় কর্মকর্তাই একান্তে তাদের দুশ্চিন্তার কথা জানালেন। তাদের মতে, মস্কো তখন এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে বলার চেষ্টা করবে, দেখো পশ্চিমারা কীভাবে ইউক্রেনকে পরিত্যাগ করেছে, পশ্চিমাদের বিশ্বাস করা যায় না। একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা আমাকে বললেন, তখন ইউক্রেনের মানুষেরও মনে হতে পারে, তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে।

ইউক্রেনকে আনুষ্ঠানিকভাবে সদস্য করা না হলে পশ্চিমা দেশগুলো অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদের সরবরাহ কতদিন অব্যাহত রাখবে সেটাও একটা দুশ্চিন্তা। কারণ যুদ্ধে অচলাবস্থা তৈরি হওয়ায় এক্ষেত্রে পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যেও ক্লান্তি আসতে পারে। ভ্লাদিমির পুতিন এবং রাশিয়া হয়তোবা সেটার ওপরই ভরসা করছে।

কিয়েভে ইউক্রেনের সরকার কি এটা নিয়ে চিন্তিত?

প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা মিখাইলো পডোলিয়াককে যখন আমি এই প্রশ্ন করলাম, তখন তিনি বললেন, আমার একটা পাল্টা প্রশ্ন আছে। ইউক্রেনকে সমর্থন করতে করতে ক্লান্ত বলতে আপনি কী বোঝাচ্ছেন?

এর মানে কিন্তু দাঁড়াবে গণতান্ত্রিক দেশগুলো জানে না কিভাবে নিজেদের রক্ষা করতে হয়। এর মানে হবে, যে কোন কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র, যদি তাদের যুদ্ধ করার ক্ষমতা থাকে, তারাই সবসময় জিতবে।

সাময়িকী

চীনের বিদ্যুতচালিত গাড়ি উন্নয়নের দারুণ বৃদ্ধি

চীনের দুই কোটি নম্বর বিদ্যুতচালিত গাড়ি কুয়াং চৌতে তৈরি করা হয়েছে। চীনের বিদ্যুত চালিত গাড়ি শিল্পের জন্য এটি একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। এক কোটি বিদ্যুতচালিত গাড়ি তৈরি করতে ১৫ বছর সময় লেগেছিল। আর দ্বিতীয়বার এক কোটি বিদ্যুতচালিত গাড়ি তৈরিতে মাত্র ১৭ মাস সময় লেগেছে। চীনের বিদ্যুতচালিত গাড়ি শিল্পের দ্রুত বৃদ্ধির মূল কারণ কি? সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীনের বিদ্যুৎচালিত গাড়ির উৎপাদনের পরিমাণ টানা ৮ বছর বিশ্বের প্রথমস্থান দখল করে আছে এবং ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চীনের উৎপাদিত বিদ্যুতচালিত গাড়ির সংখ্যা ১ কোটি ছাড়িয়েছে।

শিশির
কলামিস্ট

চায়না অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাহী উপপ্রধান ফু বিং হুই বলেছেন, প্রথম ১ কোটি বিদ্যুৎচালিত গাড়ি উৎপাদন করতে ১৫ বছর এবং দ্বিতীয় এক কোটি গাড়ির উৎপাদনে সময় লেগেছে ১৭ মাস। বিভিন্ন নীতি এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে। এ শিল্পের সমর্থনে চীন যথাক্রমে ৭০টিরও বেশি নীতি গ্রহণ করেছে। চীনের শিল্প ও তথ্যায়ন মন্ত্রণালয়ের মতে চীনে উৎপাদিত বিদ্যুতচালিত গাড়ির সংখ্যা দুই কোটি ছাড়িয়ে গেছে, যা চীন বিশ্বের বৃহত্তম বিদ্যুতচালিত গাড়ির উৎপাদন, বিক্রয় ও রপ্তানির দেশ হিসাবে অবস্থান জোরদার করেছে। নতুন দফা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবে বিদ্যুতচালিত গাড়ি শিল্প চীনকে প্রাধান্য দিয়েছে। ভবিষ্যতে এ ক্ষেত্রে উচ্চ মানের সহযোগিতা ও উন্মুক্তকরণ করবে চীন এবং চীনের বিদ্যুতচালিত গাড়ি কোম্পানি বিদেশে বিনিয়োগ করবে।

২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চীনে বিদ্যুতচালিত গাড়ি তৈরির পরিমাণ ৫০ লাখ ছাড়িয়েছে, ২০২২ সালে ফেব্রুয়ারিতে তা ১ কোটি ছাড়িয়ে গেছে এবং ২০২৩ সালের জুলাই মাসে তা ২ কোটি হয়েছে। ফু চিয়ান প্রদেশের চিয়ান ত্য শহরে রয়েছে বিশ্বে বৃহত্তম পলিমার লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি তৈরির কেন্দ্র। এ শিল্পের বার্ষিক উৎপাদন মূল্য ২৭০ বিলিয়ন ইউয়ানের বেশি। নিং ত্য শহরের শিল্প ও তথ্যায়ন বিভাগ প্রকাশিত এক সর্বশেষ নতুন জ্বালানি শিল্পের উন্নয়ন গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যায় সম্ভাব্য বাজার ঝুঁকি, নিং ত্য শহরের ভূমি সম্পদের কার্যকর ব্যবহার এবং শিল্প চেনের উন্নয়ন পরিকল্পনাসহ নানা বিষয়। নিং ত্যও চীনে এক মাত্র পাওয়ার ব্যাটারি জাতীয় উন্নত উৎপাদন ক্লাস্টার। অন্যদিকে বুদ্ধিমান নেটওয়ার্ক সংযোগ বিদ্যুতচালিত গাড়ির উন্নয়নে সি ছুয়ান প্রদেশ ও ছুংছিং শহর সহযোগিতা করে আসছে। সি ছুয়ান প্রদেশের শক্তিশালী গবেষণা দক্ষতা আছে এবং ছুংছিংয়ে রয়েছে সম্পূর্ণ শিল্প চেইন। বর্তমানে ১৩টি সি ছুয়ান প্রদেশের বুদ্ধিমান ড্রাইভিং, অন বোর্ড চিপ ক্ষেত্রের কোম্পানি ছুংছিং বিজ্ঞান নগরীতে যোগ দিয়েছে। অনুমান অনুযায়ী তারা বার্ষিক ৫০ বিলিয়ন ইউয়ানের উৎপাদন করবে।

জুন মাসে একটি সম্মেলনে ইয়াংসি নদীর বদ্বীপ অঞ্চলে ভবিষ্যতে বিদ্যুৎচালিত গাড়ি ও ইন্টেলিজেন্ট কানেক্টেড গাড়িবিষয়ক বিশ্বমানের শিল্প ক্লাস্টার গড়ে তোলার ঘোষণা করা হয়। গাড়ি শিল্পের বড় দেশ থেকে শক্তিশালী দেশে পরিণত হতে চাইলে বিদ্যুতচালিত গাড়ি শিল্প উন্নয়ন করতে হবে চীনকে। পাশাপাশি, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, সবুজ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এটিও একটি কৌশলগত উদ্যোগ। চীনের নতুন জ্বালানিচালিত গাড়ি শিল্প উন্নয়ন পরিকল্পনায় বলা হয় ২০২৫ সালে, চীনের নতুন জ্বালানিচালিত গাড়ি শিল্পের বাজার প্রতিদ্বন্দ্বিতা দক্ষতা লক্ষ্যণীয়ভাবে জোরদার করা হবে এবং আরও ১৫ বছর পর চীনের নতুন জ্বালানিচালিত গাড়ির কেন্দ্রীয় প্রযুক্তি উন্নত আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছাবে এবং চীনা বিদ্যুৎচালিত গাড়ির গুণগত মান ও ব্র্যান্ড বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক হবে।

জানা অজানা

রাম ও কৃষ্ণের মিলিত রূপ হলো রামকৃষ্ণ

পোটকা : মাতাজী আশ্রম হাতা দ্বারা সঞ্চালিত আঠ দিবসীয় কথামৃতের পঞ্চম দিনে বড় ভূমরি গ্রামে হরি মণ্ডপে আয়োজিত হলো।আয়োজন করলেন ভূমরি গ্রামের ভক্তবৃন্দ।সাড়ে ছটায় ঠাকুর,মা ও স্বামীজীর বিশেষ পূজা ও আরতি হলো।আরতি করলো ঋষভ মণ্ডল।তারপর শঙ্কর চন্দ্র গোপ ভক্তদের স্বাগত জানিয়ে কথামৃতের লেখক মহেন্দ্র গুপ্তের মহান জীবনীর উপর আলোক পাত করলেন।এই অবসরে সুনীল কুমার দে বললেন,,রাম ও কৃষ্ণের মিলিত রূপ হলো রামকৃষ্ণ।ভগবান এই যুগে ধর্মের বিবাদ,জাতের বিবাদ,পথ ও মতের বিবাদ,গৃহী ও সন্ন্যাসীর বিবাদ,জ্ঞান ও ভক্তির বিবাদ মেটাতে এসেছিলেন।কমল কান্তি ঘোষ রামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ করলেন।তিনি বললেন, যুগে যুগে একই ভগবান এসেছেন সাঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে মানুষ হয়ে লীলা করার জন্য,ধর্ম কে রক্ষা করার জন্য ও পতিত পতিতা কে উদ্ধার করার জন্য।এই যুগে রামকৃষ্ণ রূপ ধরে এসেছিলেন।তাঁর অমৃত কথা এই রামকৃষ্ণ কথামৃতে বর্ণিত হয়েছে।বীথিকা মণ্ডল সারদা মায়ের কথা ও লোচনা মণ্ডল স্বামী বিবেকানন্দের কথা পাঠ করে শুনালেন। ভক্তি গীতি পরিবেশন করলেন বাদল মামা, সুনীল কুমার দে, পতিত পাবন দাস, মুকুল মণ্ডল,অনিতা বোস,প্রবীর দাস,তড়িৎ মণ্ডল, দেশাই সোরেন,যাদব রায়, শিবতোষ নাগ, শান্তু নাগ,রিতা দত্ত,বীথিকা মণ্ডল ও মাতাজী আশ্রমের ভক্ত মহিলারা। হরগৌরি মাহাতো সৎসঙ্গের প্রয়োজনীতা বিষয়ে বক্তব্য রাখলেন।সবশেষে হরিনাম ও হরিলুট করা হলো।অনুষ্ঠানের শেষে সবাই কে প্রসাদ খাওয়ানো হলো।সবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন বিমল মণ্ডল।এই অবসরে রিতা মণ্ডল,রিনা মণ্ডল,প্রবীর মণ্ডল,অসিত মণ্ডল,বুলবুল মণ্ডল,বীরেন মণ্ডল,অমল বিশ্বাস,নারায়ণ চ্যাটার্জি,তপন দে,তরুণ দে,বলরাম গোপ,সঞ্জয় সাহু,ভানু রানা,রাজকুমার সাহু,সহদেব মণ্ডল,বন্দনা মণ্ডল,সুজাতা মরল, সাবিত্রী গোপ,মঞ্জুশ্রী সরকার,অঞ্জলি মণ্ডল,অমিত মণ্ডল,সুবোধ মণ্ডল,অম্বুজ মণ্ডল,গদাধার মণ্ডল,তপন মণ্ডল,স্বপন মণ্ডল,ঝর্ণা সাহু ছাড়াও বিভিন্ন গ্রামের বহু ভক্ত ও মহিলারা উপস্থিত ছিলেন।

যুগের প্রশ্নের জবাব দেয় শাংহাই সহযোগিতা সংস্থা

ইরান আনুষ্ঠানিকভাবে শাংহাই সহযোগিতা সংস্থায় যোগ দিয়েছে এবং সংস্থার সদস্যসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯টিতে। নিরাপত্তা, উন্নয়ন ও সহযোগিতার উপর গুরুত্ব দিয়ে সংস্থাটি ইউরেশিয়া ও বিশ্বের জন্য শান্তি ও স্থিতিশীলতা বয়ে এনেছে। এদিন চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং ভিডিও সংযোগের মাধ্যমে শাংহাই সহযোগিতা সংস্থার সদস্য দেশের নেতাদের পরিষদের ২৩তম সম্মেলনে ভাষণ দিয়েছেন। শাংহাই সহযোগিতা সংস্থার উন্নয়ন নিয়ে তিনি ৫টি প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। বিশ্ব নিরাপত্তা প্রস্তাব, বিশ্ব উন্নয়ন প্রস্তাব ও বিশ্ব সভ্যতা প্রস্তাবও এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ প্রস্তাবগুলো সংস্থার টেকসই উন্নয়নের জন্য স্পষ্ট একটি রোডম্যাপ তৈরি করেছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ২০ বছর ধরে শাংহাই চেতনার নির্দেশনায় বিশ্বের নানা অঞ্চলের দেশ, নিজের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ও উন্নয়নের পদ্ধতিতে ঐক্যের মাধ্যমে নতুন একটি উন্নয়নের পথ খুঁজে পেয়েছে শাংহাই সহযোগিতা সংস্থা। সেখানে জোটের বদলে অংশীদার, প্রতিদ্বন্দ্বিতার বদলে সংলাপ করা হয়। চীন প্রতিষ্ঠাতা দেশে হিসেবে সংস্থার উন্নয়নে নিজেদের অবদান রাখে। শাংহাই সহযোগিতা সংস্থার অভিন্ন কল্যাণের সমাজ গঠন, শাংহাই সহযোগিতা সংস্থার উন্নয়ন, নিরাপত্তা, সভ্যতা, ও বিশ্ব প্রশাসনের ধারণা উত্থাপন করে চীন। বর্তমান বিশ্বে বিশৃঙ্খলার মুখে ঐক্য নাকি বিচ্ছিন্নতা, শান্তি নাকি সংঘর্ষ, সহযোগিতা নাকি প্রতিদ্বন্দ্বিতা? এই প্রশ্ন এসেছে। লোকসংখ্যা ও আয়তনের দিক থেকে বিশ্বের বৃহত্তম আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সংস্থা হিসেবে শাংহাই সহযোগিতা সংস্থাকে এ প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির গভীর পরিবর্তনে সংস্থার কিছু সদস্য দেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন দেখা যায়। বাইরের শক্তি এখানে বিপ্লব প্ররোচিত করছে এবং এতদাঞ্চলের মুখে ঐতিহ্যিক ও অঐতিহ্যিক নিরাপত্তার হুমকি দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি, বিশ্ব অর্থনীতির অস্থিতিশীলতা ও অনিশ্চয়তা শাংহাই সহযোগিতা সংস্থার সদস্য দেশের উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধারকে কঠিন করে তুলেছে। শাংহাই সহযোগিতা সংস্থার সদস্যদের নতুন পরিস্থিতি ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং প্রস্তাব দিয়েছেন। যেমন, সঠিক পথে অবিচল থেকে ঐক্য ও পারস্পরিক আস্থা জোরদার করা, আঞ্চলিক শান্তি রক্ষা করে অভিন্ন নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বাস্তব সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে অর্থনীতির পুনরুদ্ধার দ্রুততর করা। বিনিময় জোরদার করে মানুষের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ এগিয়ে নেয়া এবং বহুপক্ষবাদ বাস্তবায়ন করে বৈশ্বিক প্রশাসনকে পূর্ণাঙ্গ করে গড়ে তোলা ইত্যাদি। শাংহাই সহযোগিতা সংস্থার উন্নয়নের ইতিহাস দেখে বোঝা যায়, ঐক্য ও পারস্পরিক আস্থা মূল্যবান একটি সম্পদ এবং সহযোগিতার ভিত্তিও বটে। চীন উল্লেখ করে যে, কৌশলগত যোগাযোগ জোরদার করে সংলাপের মাধ্যমে মতভেদ দূর করা হবে। এতদাঞ্চলের সামগ্রিক এবং দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থ বিবেচনা করে স্বাধীনভাবে কূটনৈতিক নীতি প্রণয়ন করবে। এ প্রস্তাবগুলো বিভ্রান্তি দূর করা এবং বাইরের হস্তক্ষেপ প্রতিরোধে সহায়ক। এবার শাংহাই সহযোগিতা সংস্থার শীর্ষসম্মেলনে ইরানকে সদস্য দেশ হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং বেলারুশ এতে যোগদানের স্মারকলিপি স্বাক্ষর করে। জাতিসংঘকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক আইনভিত্তিক আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলার দৃঢ় সমর্থক শাংহাই সহযোগিতা সংস্থা এবং এ সংস্থার সম্প্রসারণ বিশ্ব প্রশাসনকে আরও ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। বর্তমানে কিছু পশ্চিমা দেশ জোটগত দ্বন্দ্ব লেলিয়ে দিয়েছে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মাধ্যমে নিজের আধিপত্য রক্ষা করতে চাচ্ছে। সেই তুলনায় শাংহাই সহযোগিতা সংস্থা সমতা, ঐক্য, সহযোগিতা ও সহনশীল মনোভাবের উদ্যোক্তা। সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী শাংহাই সহযোগিতা সংস্থা ইউরেশিয়া ও বিশ্বের শান্তি ও সমৃদ্ধি রক্ষায় আরও চালিকাশক্তি যোগাবে এবং যুগের নানা প্রশ্নের জবাবে শাংহাই সহযোগিতা সংস্থা অব্যাহতভাবে উত্তর দিয়ে যাবে।

পাঠকের চিঠি

মোবাইলের কলার টিউনে করোনা সচেতনতা,তবুও কি আমরা সচেতন ?

বেশকিছুদিন একটি শব্দ সকলের কাছে বেশ পরিচিত লাভ করেছে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম বা সোস্যাল নেটওয়ার্কের মারফত যা সংবাদপত্রের শিরোণামে জায়গা করেছে তা মারণ ভাইরাস নোবেল করোনা ভাইরাস। যার উৎপত্তি বিশ্বের জনবহুল দেশ চিনে । যা শুধু চিন দেশেই না সমগ্র ভারতবর্ষে এক আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এখনো পর্যন্ত এই ভাইরাসের কবলে মারা গিয়েছেন অনেকেই। করোনো ভাইরাস নামটির মধ্যেই যেন এক আতঙ্ক সৃষ্টি হয়ে আছে সকলের মনে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেছেন। নিঃশব্দেই মানুষের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ছে মারণব্যাধি এই ভাইরাস। ইতিমধ্যে এই ভাইরাসে আতঙ্ক ছড়িয়েছে সকলের মনে। করোনা ভাইরাসের মোকাবিলায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলো তৎপর হয়ে ওঠেছে। ভারতেও এই মারণ রোগ আটকাতে বিভিন্ন রাজ্যগুলোও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ।সরকারী দিক থেকে বিভিন্নভাবে জনগনকে সচেতন করা হচ্ছে। বিভিন্ন সরকারী হাসপাতাল গুলোতে তৈরি হয়েছে আইসোলেশন ওয়ার্ড।সম্প্রতি করোনা মোকাবিলায় জনসচেতনতা বাড়াতে এক অভিনব উদ্যোগ বেছে নিলেন কেন্দ্রীয় সরকার। জনসাধারণকে সচেতন করতেই চিরপরিচিত মোবাইলকেই বেছে নিয়েছেন তারা। সম্প্রতি বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী মোবাইল পরিষেবায় গ্রাহকের নম্বরে কলার টিউনে সংযুক্ত হয়েছে করোনার সচেতনতাবাণী। আজ মোবাইল যখন প্রতিটি নাগরিকের কাছে প্রয়োজনীয় একটি গণযোগাযোগ মাধ্যম সেখানে মোবাইলে ফোন করলেই একটি কলারটিউন বাজছে। সেখানে করোনা ভাইরাস নিয়ে একটি সাবধান করা হচ্ছে সেই বার্তায়। যেখানে বার্তায় বলা হচ্ছে,করোনা ভাইরাস কিভাবে ছড়িয়ে পড়ে,কি কি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে সেইসব সতর্কবাণী,আছে ভ্যাকসিনের কথাও। করোনা ভাইরাসকে প্রতিরোধ করে সুস্থ থাকুক সকলে।

শংকর সাহা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

ডিলিমিটেশন খসড়ার যারা প্রতিবাদ করছেন তারা জেনে না জেনে অসম মাতৃর অপমান করছেন বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

প্রত্যেক নির্বাচনে অসমীয়া পাঁচটা করে আসন হারাচ্ছে, এই পুনর্গঠন না হলে অসমীয়া জাতি দীর্ঘদিন ধরে দুর্বল হয়ে থাকবে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া ঘিরে রাজনৈতিক দল এবং বিভিন্ন সংগঠনের পরামর্শ এবং বিরোধিতা সংক্রান্ত শুনানি নেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশন আগামী ২০ এবং ২১ জুলাই রাজ্যে থাকবে বলে ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। ডিলিমিটেশনের খসড়া নিয়ে কংগ্রেস, এআইইউডিএফ সহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো ব্যাপক প্রতিবাদ অব্যাহত রেখেছে। এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তিনি বলেন ডিলিমিটেশন খসড়ার যারা প্রতিবাদ করছেন তারা জেনে না জেনে অসম মাতৃর অপমান করছেন। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে প্রত্যেক নির্বাচনে অসমীয়া পাঁচটা করে আসন হারাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন এই পুনর্গঠন না হলে অসমীয়া জাতি দীর্ঘদিন ধরে দুর্বল হয়ে থাকবে।

উল্লেখ্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দুদিনের সফরসুচি নিয়ে সোমবার যোরহাট এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। যোরহাটে উপস্থিত হয়ে তিনি দুদিন ধরে স্থানীয় এলাকায় নির্মীয়মান বেশ কিছু প্রকল্প ঘুরে দেখেন। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় মুখ্যমন্ত্রী বলেন একাংশ দল সংগঠন কেন ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করছে সেটা তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না। তিনি স্বয়ং নিজের জালুকবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র হারিয়েছেন। প্রায় ২৫ বছর ধরে সেই কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পর এবার তাকে এটা হারাতে হচ্ছে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয়। কিন্তু অনেক মানুষ ভাবেন যে তারা নতুন কেন্দ্রে গিয়ে নির্বাচনে জয়ী হতে পারবেন না। এই ব্যক্তিরাই অপ্রয়োজনীয় ভাবে ডিলিমিটেশনকে একটি ইস্যু বানিয়ে এটার বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠেছেন বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এই ডিলিমিটেশন যদি না হয় তাহলে অসমীয়া জাতি দীর্ঘদিন ধরে দুর্বল হয়ে থাকবে। কারণ বর্তমান অসমিয়ার হাতে

যতটি আসন রয়েছে সেটা বিজেপি কিংবা কংগ্রেস বলে কথা নয়, অসমীয়া জাতি প্রতি নির্বাচনে পাঁচটা করে আসন হারাচ্ছে। এভাবে পাঁচটা করে আসন হারাতে থাকলে ৬২ আসনের নিচে নেমে আসতে বেশি দিন সময় লাগবে না বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন ১৯৮৫ সালে অসম চুক্তির পর যখন নির্বাচন হয়েছিল তখন রাজ্যের প্রতি জন অসমীয়া অসম গণপরিষদকে ভোট দিয়েছিলেন। কিন্তু এরপরেও অগপ ৫৮ এর বেশি আসন দখল করতে সক্ষম হয়নি। অর্থাৎ অসমীয়া মানুষের হাত থেকে রাজনৈতিক অধিকারটি চলে গেছিল। ঠিক একই ভাবে বরাক উপত্যাকা এবং অন্যান্য এলাকায় ভারতীয় মূলের নাগরিক থেকে রাজনৈতিক অধিকার চলে গেছিল। তাছাড়া ২০০৭ কংগ্রেস সরকারের আমলে যে ডিলিমিটেশনের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছিল সেটা যদি রুপায়ন করা হতো তাহলে তো তাহলে অসমীয়া জাতির জন্য কিছুই থাকতো না বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন কয়েকটি সংগঠন দাবি জানাচ্ছে ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া ২০১১ সালের ভিত্তিতে হওয়া উচিত। কিন্তু ২০০১ সালের উপর ভিত্তি করে ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকার পরেও অসমীয়া জাতি টিকে থাকতে লড়াই করতে হচ্ছে। ২০০১ এর উপর ভিত্তি করে শিবসাগরের আসন হারাতে হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের আশীর্বাদ মরমে অবশেষে তিনসুকিয়া এবং গোলাঘাটের আসন বর্তমান থেকে গেছে। কিন্তু ২০১১ সালের ভিত্তিতে যদি ডিলিমিটেশন হয় তাহলে উজান এবং উত্তর অসমের ১৬ থেকে ২০ টি আসন নিম্ন সময় চলে যাবে। তবে নিম্ন অসমে গেলেও সেটা কামরূপ কিংবা নলবাড়িতে যাবে না। যেখানে অসমীয়ারা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে সেখানে যাবে। ফলে যারা ২০১১ সালের ভিত্তিতে যদি ডিলিমিটেশনের দাবি করছেন তাদের জাতির প্রতি দায়বদ্ধতা নেই বলেই তারা এই ধরনের দাবি করছেন বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এটা বিজ্ঞানসম্মত কথা নয়। তারা বুঝে উঠতেই পারেননি এই সম্পূর্ণ বিষয়টি। বর্তমান শিবসাগর এবং ডিব্রুগড়ের জনসংখ্যা যে কমে গেছে এবং অন্যান্য জেলায় ব্যাপকভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই সামান্য অংক পর্যন্ত তারা করেননি বলে ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন লাহওয়াল কেন্দ্র হারানোর জন্য তারা কান্নাকাটি করছেন। আগামী দিনে তারা ডিব্রুগড় হারাবেন। বর্তমান তারা আমগুড়ি কেন্দ্র হারানোর জন্য কাঁদছে, ভবিষ্যতে তারা নাজিরা কেন্দ্র হারাবেন। এর বিপরীতে নিম্ন অসমে আসন বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তবে সেটা অসমীয়া মানুষের হাতে বাড়বে না। বর্তমান সবাই গৌরব করা উচিত যে বড়দোয়া কেন্দ্র ফিরিয়ে আনা হয়েছে, বরপেটা কেন্দ্র ফিরিয়ে আনা হয়েছে, লক্ষিমপুর ধামাজিতে নতুন আসন বেড়েছে। মাকুম কেন্দ্র নতুন করে হয়েছে। ফলে যারা ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করছেন তারা জেনে না জেনে জননী জন্মভূমির অপমান করছেন বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন কংগ্রেস বিরোধিতা করছে এটা মানা যায়। কারণ এই ডিলিমিটেশনের মাধ্যমে কংগ্রেসের উপর মোক্ষম আঘাত হয়েছে। যদি বাস্তবে এই ডিলিমিটেশন হয়ে যায় তাহলে কংগ্রেস আর পুনরায় দাঁড়াতে পারবেনা। ফলে কংগ্রেসের এক্ষেত্রে বিরোধিতা করাটি তিনি বুঝতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন একটি ফিসারীতে যদি জল না থাকে তাহলে মাছগুলো হাহাকার করবে। কংগ্রেসের পরিস্থিতি তিনি বুঝতে পারছেন। কিন্তু স্বদেশ প্রেমের পোশাক পড়ে জননী জন্মভূমির এই ধরনের অপমান করা অবশ্য ব্যক্তি রয়েছেন। সেই ব্যক্তিদের সনাক্ত করা অত্যন্ত প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার আসল নাম ড০ কমিশন বরা, কমিশন সংগ্রহে তিনি ডক্টরেট নিয়েছেন বলে মন্তব্য মন্ত্রী পিযূষ হাজরিকার

কংগ্রেসের সঙ্গে থাকা ১১ টি দলের নামই কেউ জানে না

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ আসন্ন ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শাসকবিরোধী উভয় পক্ষ তৎপর হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে শাসকবিরোধী নেতাদের মধ্যে হাস্যরসিক বাকবিতণ্ডাও সমানভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এককালে সহযোগী হিসেবে রাজনীতি করা অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা এবং মন্ত্রী পিযূষ হাজরিকা বর্তমান এই ধরনের হাস্যরসিক বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে গেছেন। এক্ষেত্রে দুজনে সমানভাবে তৎপর রয়েছেন। অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরার আসল নাম ড০ কমিশন বরা বলে অভিহিত করেছেন তিনি। মন্ত্রী বলেন কমিশন সংগ্রহে তিনি ডক্টরেট নিয়েছেন। তাছাড়া সভাপতি ড০ ভূপেন বরার পিএইচডি থিসিসের নাম কালেকশন অফ কমিশন বলে জানান তিনি। উল্লেখ্য মন্ত্রী পিযূষ হাজরিকা সম্পর্কে ইতিমধ্যে মন্তব্য করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন রাজ্যের যাবতীয় সুপারি সিন্ডিকেট কয়লা সিন্ডিকেট সম্পর্কে সবকিছু জানেন মন্ত্রী পিযূষ হাজরিকা। তাকে জিজ্ঞেস করলে এই যাবতীয় সিন্ডিকেটের সঙ্গে কে জড়িত সব তথ্য জানা যাবে। অর্থাৎ মন্ত্রীর অধীনে রাজ্যে যাবতীয় সুপারি সিন্ডিকেট কয়লা সিন্ডিকেট চলছে বলে এক প্রকারে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। এবার এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলেন মন্ত্রী পিযূষ হাজরিকা। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন ভূপেন বরা কমিশনে ব্যস্ত একজন নেতা। তাকে কমিশন বরা বলে প্রত্যেকেই চেনেন। তবে বর্তমান তিনি শুধুমাত্র ভূপেন বরা নন তিনি ড০ ভূপেন বরা। তিনি ডক্টরের পেয়েছেন কমিশন কালেকশনের উপর। বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতি জন ব্যক্তি মুখে মুখে তাকে কমিশন বরা বলে অভিহিত করেন। মন্ত্রী পিযূষ হাজরিকা বলেন তিনি এবার স্বয়ং ভূপেন বরার স্থানে লাগিয়ে দিয়েছেন ড০ ভূপেন বরা। যেহেতু কমিশন নেওয়াতে তিনি পিএইচডি করেছেন। তার পিএইচডি থিসিসের নাম কালেকশন অফ কমিশন। এর উপরে থিসিস তিনি লিখেছেন। মূলত মানুষ এটা লিখতে তাকে বাধ্য করিয়েছেন। মন্ত্রী জানান তিনি তিনবার বিদায় হয়েছেন। অথচ ভূপেন বরা দুইবারই বিধায়ক হতে পেরেছেন। বর্তমান সময় পর্যন্ত তার রাজনৈতিক জীবন সমাপ্ত হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে কি হয় সেটা বলা যাবে না। তিনি দুইবার বিহপুরিয়া কেন্দ্র থেকে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিধায়ক হয়েছিলেন। বিহপুরিয়া কেন্দ্রে এত বেশি কমিশনের চলন হয়েছিল যে অবশেষে তাকে ডক্টরেট উপাধি নিতে হয়েছে। কমিশন বরা হতে হয়েছে। এখন সেখান থেকে তিনি নির্বাচনে জিততে পারবেন না। এর জন্য এবার তাকে রঙা নদীতে যেতে হয়েছে। যেহেতু পাশের বিধানসভা কেন্দ্রের খবর প্রত্যেকেই পায়। ফলে সেখানেও ভূপেন বরার একই দশা হবে বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী হাজারিকা। অর্থাৎ বিহপুরিয়া কিংবা রঙা নদী তার অবস্থা একই হবে। অন্যদিকে সাংসদ গৌরব গগৈ সংক্রান্তে মন্তব্য করে মন্ত্রী বলেন যেহেতু তিনি একজন জাতীয় নেতা ফলে নগাঁও লোকসভা কেন্দ্র থেকে কেন নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাকে তো কাজিরাঙ্গা লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা উচিত। জাতীয় বীরের জাতীয় ভোট নেওয়া উচিত। জাতীয় বীর অজাতির কেন ভোট নিচ্ছেন। নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রে এলে ধিঙ্গের ভোট নিতে হবে, রূপহি, চামুগুড়ির ভোট নিতে হবে। সেখানে তো জাতীয় ভোট নেই। সব অজাতির ভোট। ফলে তিনি কেন অজাতির ভোট নেবেন বলে মন্তব্য করেন তিনি। মন্ত্রী পিযূষ হাজরিকা বলেন কংগ্রেসের সঙ্গে থাকা ১১ টি দলের নামই কেউ জানেন না। এসব বললে আবার কংগ্রেস খারাপ পায়। কিন্তু উপায় নেই। খারাপ পেলেও বলতে হবে। কারণ বাস্তবে তিনি এই দলগুলোর নাম জানেন না বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন মন্ত্রী হাজারিকা। তিনি বলেন বরাক উপত্যকায় কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ একসঙ্গে বন্ধ দিয়েছিল। একসঙ্গে দুটি দল বন্ধের আহবান করেছিল। ফলে দল দুটি কখন একসঙ্গে হয় কখন পৃথক হয়ে যায় বোঝা মুশকিল। নিম্ন অসমের অংক এলে দল দুটি একসঙ্গে মিলে যায়। আবার যে সময় উজান অসমের অঙ্ক আসে তখন তারা পৃথক হয়ে যায়। রাজ্যসভার নির্বাচনে তারা একসঙ্গে হয়ে যায়। গত বিধানসভা নির্বাচনেও দল দুটি একসঙ্গে ছিল। তাদের কোনো বিশ্বাস নেই। যেকোনো সময় দল দুটি একসঙ্গে হয়ে যেতে পারে। তাদের যাবতীয় গণিত তথা অংক নির্বাচন কেন্দ্রিক। উজান অসমে আজমলের কথা বললে যেহেতু ভোট পাওয়া যাবে না তখন কংগ্রেস আজমলের কথা বলে না। অথচ বরাক উপত্যকা এবং নিম্ন অসমের কথা চিন্তা করলে কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ একসঙ্গে মিলে যায় বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন মন্ত্রী পিযূষ হাজরিকা।

অমৃত কালে বহু বিবাহ প্রচলন বন্ধ এবং মুসলমান মহিলাদের সম অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার উপযুক্ত সময় বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভুক্তভোগী ১৩৩ জন বর্তমান ধুবড়ির শরণার্থী শিবিরে রয়েছেন

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ বহুবিবাহ বন্ধের ক্ষেত্রে ফের একবার সরব হয়ে উঠেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন এটা গত ৭৫ বছরের পেন্ডিং থাকা একটি বিষয়। ফলে অমৃত কালে বহু বিবাহ প্রচলন বন্ধ এবং মুসলমান মহিলাদের সম অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার উপযুক্ত সময় বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ইউনিফর্ম সিভিল কোড অর্থাৎ অভিন্ন দেওয়ানি বিধি ভারত সরকার আনতে চলেছে বলে ঘোষণা করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত দুদিনের সফরসুচি নিয়ে সোমবার যোরহাট এসে উপস্থিত হওয়া মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নানা সরকারি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করছেন। মঙ্গলবারেও বিভিন্ন সরকারি কার্যসূচিতে অংশ নেওয়ার ফাঁকে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন দুটি গুরুত্বপূর্ণ কথা রয়েছে। এখনো ভারত সরকার অভিন্ন দেওয়ানি বিধি আনতে চলেছে। অন্যদিকে এর সমান্তরাল ভাবে পলিগেমি অর্থাৎ বহুবিবাহ বন্ধ করার জন্য অসম সরকার পদক্ষেপ নিচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন অভিন্ন দেওয়ানি বিধি অনুসারে মূলত বহুবিবাহ বন্ধ হওয়া উচিত। তাছাড়া সম্পত্তির উপর মহিলাদের সম অধিকারের বিষয় এই আইনে রয়েছে। সমাজে সর্বাধিক ভাবে পিছিয়ে থাকা অংশ হচ্ছে মুসলমান মহিলারা। ফলে মুসলিম মহিলা উত্থানের জন্য বহুবিবাহ বন্ধ হওয়া এবং সম্পত্তির উপরে তাদের সমান অধিকার প্রদান অত্যন্ত প্রয়োজন। তিনি বলেন এটা গত ৭৫ বছরের পেন্ডিং থাকা একটি বিষয়। ফলে অমৃত কালে এই বিষয়টি সমাধান হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনে সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনা সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনের হিংসাত্মক ঘটনার জেরে প্রায় দেড়শ ব্যক্তি অসমে আশ্রয় নিয়েছেন। সেই রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভুক্তভোগী ১৩৩ জন ব্যক্তি বর্তমান ধুবড়ির শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। অসম সরকার প্রত্যেকের জন্য খাদ্য, পানীয় জল, সুরক্ষা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তথা প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র বিতরণ

করছে। তবে রাজ্যের একজন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনের হিংসাত্মক ঘটনা সম্পর্কে তিনি কিছু বলতে চান না বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বিজেপির কোনো কার্যসূচিতে থাকলে এই বিষয়ে তিনি প্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করবেন বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইনের দাবিতে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উপলক্ষে জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশনের তরফে প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকপত্র

আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর নতুন দিল্লিতে ব্যাপক কার্যসূচির আয়োজন

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ জনসংখ্যার ভিত্তিতে বর্তমান ভারত সারা বিশ্বে এক নম্বর স্থানে রয়েছে। সম্প্রতি প্রতিবেশী দেশ চীনকে টপকে ভারত এই স্থান দখল করেছে। তবে দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন ও বাধ রেখেছে সামাজিক সংগঠন জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশন। মঙ্গলবার বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উপলক্ষে জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশনের প্রতিটি রাজ্য কমিটি, প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকপত্র প্রদান করে দেশে অতি শীঘ্র এক কঠোর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করে দাবি জানিয়েছে। সারা দেশের সঙ্গে সংগতি রেখে জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশন এর অসম রাজ্য কমিটি কামরূপ মহানগর জেলাশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারক পত্র প্রেরণ করেছে বলে জানিয়েছেন অধ্যক্ষ পঙ্কজ তালুকদার। জনসংখ্যার সমাধান ফাউন্ডেশন অসমের অধ্যক্ষ জানান মঙ্গলবার বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উপলক্ষে সংগঠনের কার্যকর্তারা জনসংখ্যা অসন্তোলনের জন্য দেশের সম্ভাব্য গৃহযুদ্ধ প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশ্যে কামরূপ মহানগর জেলা শাসকের মাধ্যমে একটি স্মারক পত্র প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেন সাধারণ জনতার প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা মর্মে দেশের প্রতিটি প্রান্তের জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশন এর কর্মীরা নিজের নিজের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইনের সমর্থনে সংগ্রহ করার স্বাক্ষর পত্রগুলো নিয়ে আগামী ২২ সেপ্টেম্বর দিল্লি গাজিয়াবাদ সীমান্তে অবস্থিত সংগঠনের ক্যাম্পে একত্রিত হবেন। সেখান থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর সকাল আটটার সময় এক মিছিলের মাধ্যমে জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশন এর কর্মীরা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় পর্যন্ত যাবেন বলে জানান তিনি। জনসংখ্যার সমাধান ফাউন্ডেশন অসমের অধ্যক্ষ পঙ্কজ তালুকদার বলেন জন প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে সম্বোধিত পত্রে উল্লেখ করা রয়েছে যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য সহমত প্রকাশ না করলে আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে অনিশ্চিত কাল পর্যন্ত প্রতিবাদী আন্দোলনকারী কার্যসূচি পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইনের স্বার্থে গত নয় বছরের অধিক সময় ধরে সর্বভারতীয় অধ্যক্ষ অনিল চৌধুরীর নেতৃত্বে সারা দেশজুড়ে ২৩ টি রাজ্যের ৪০০র অধিক জেলায় অভিযান অব্যাহত রেখেছে। এই অভিযান গুলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের রাষ্ট্রীয় কার্যকারী সদস্য তথা জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশন এর মুখ্য সংরক্ষক ইন্দ্রেশ কুমার রোজী মন্ত্রী গিরিরাজ সিংহ সহ ১২৫ জন সাংসদ সমর্থন জানিয়েছেন বলে উল্লেখ করেন তিনি। উল্লেখ্য গত ২০১৮ সালের ৯ আগস্ট সংগঠন তথা সংসদের সংযুক্ত প্রতিনিধি বর্গ রাষ্ট্রপতিকে সাক্ষাৎ করে ১৫০ জন সাংসদদের স্বাক্ষর সম্মিলিত আবেদনপত্র অর্পণ করা হয়েছে। কামরূপ মহানগর জেলাশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকপত্র অর্পণ করা কার্যসূচিতে জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশন এর অধ্যক্ষ পঙ্কজ তালুকদারের সঙ্গে যুব এবং মহিলা শক্তি গোষ্ঠীর অধ্যক্ষ অধ্যক্ষা, তিনটি গোষ্ঠীর সাংগঠনিক সচিব তথা উপাধ্যক্ষ, মহাসচিব সহ জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশনের শীর্ষ পর্যায়ের কার্য কর্তারা উপস্থিত ছিলেন বলে জানান সংগঠনটি প্রচার সচিব পিনাকী ধর। এক্ষেত্রে গুয়াহাটি মহানগরের গনেশগুরি স্থিত দিসপুর প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক বৈঠক আয়োজন করেছিল জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশন অসম।

দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অপরাধে জড়িত পুলিশের বিরুদ্ধে অ্যাকশন অব্যাহত থাকবে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

রাজ্যের ৮০ শতাংশ পুলিশ সঠিক রয়েছেন বলে অসম শান্তিতে আছে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অসম পুলিশের দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অপরাধমূলক ঘটনা জড়িত পুলিশ অফিসার এবং কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক সক্রিয় হয়ে রয়েছেন ডিজিপি জিপি সিংহ। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন পুলিশকে শুধুমাত্র নিলম্বন করা নয় চাকরির থেকে পর্যন্ত বরখাস্ত করেছেন তিনি। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সমানভাবে তৎপর রয়েছেন। তিনি বলেন দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অপরাধে জড়িত পুলিশের বিরুদ্ধে অ্যাকশন অব্যাহত থাকবে। তবে প্রত্যেক জন পুলিশ দোষী নন বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেছেন রাজ্যের ৮০ শতাংশ পুলিশ সঠিক রয়েছেন বলে শান্তিতে আছে অসম। উল্লেখ্য দুদিনের সফরসুচি নিয়ে সোমবার যোরহাট এসে উপস্থিত হওয়া মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নানা সরকারি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করছেন। মঙ্গলবারেও বিভিন্ন সরকারি কার্যসূচিতে অংশ নেওয়ার ফাঁকে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন ২০২৬ সালের মধ্যে বহু পুলিশের চাকরি যাবে। তবে দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অপরাধী লিপ্ত এই পুলিশ বিজেপি সরকারের আমলে নিযুক্তি প্রাপ্ত নয়। তবে এটাও স্বীকার করে নিতে হবে যে পুলিশে আজও ৮০ শতাংশ ভালো ব্যাক্তি রয়েছেন। ২০ শতাংশ ভালো মানুষ নেই বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন রাজ্যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার পুলিশ রয়েছেন। তারমধ্যে দশ হাজার এমন পুলিশ রয়েছেন যাদের প্রতি নজর রাখতে হবে কিংবা তাদের খতিয়ে দেখতে হবে। ১০০০০ মধ্যে শুধুমাত্র ৪-৫ দিনের বিরুদ্ধে অ্যাকশন হয়েছে। ফলে সম্ভাব্য ব্যবস্থা নেওয়ার তালিকাটি দীর্ঘ বলে উল্লেখ করুন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন পুলিশে ৮০ শতাংশ ভালো ব্যক্তি রয়েছেন। অন্যথায় অসমে আজ এত শান্তিতে থাকা যেতো না। বর্তমান রাজ্যে বোমা নেই, সন্ত্রাস নেই, কিছু নেই। প্রতিবেশী রাজ্যগুলো থেকে অসমের পরিবেশ বহু গুণে ভালো। এর জন্য পুলিশের ভালো গুনটি বলতে হবে এবং খারাপ কাজ গুলোর কথাও বলতে হবে। খারাপ কাজগুলো দেখিয়ে দিতে হবে বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। অন্যদিকে মনিপুর সংক্রান্তে প্রতি কে প্রকাশ করে তিনি বলেন বর্তমান মনিপুরের পরিস্থিতি বর্তমান যথেষ্ট স্বাভাবিক। তাছাড়া রাজ্যটির পরিস্থিতি আরও স্বাভাবিক করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

ন্যাটোর সম্মেলনেও অ্যাশেজের উত্তেজনা

ভিলনিয়াস (ওয়েবডেস্ক) ঃ অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী চেয়েছিলেন প্যাট কামিন্সের মতো বাউন্সার দিয়ে 'প্রতিপক্ষ'কে কুপোকাত করতে। তবে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঠিকই তৈরি ছিলেন হেডিংলিতে মার্ক উডের মতো। দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর সৌজন্য সাক্ষাতে রাজনৈতিক আলোচনা ছাপিয়েও যেন বড় হয়ে এল অ্যাশেজ! অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজ ও যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের দেখা হয়েছিল লিথুয়ানিয়ার রাজধানী ভিলনিয়াসে অনুষ্ঠিত ন্যাটোর শীর্ষ সম্মেলনে। অ্যালবানিজের টুইট অনুযায়ী, সেখানে দুজনের মধ্যে 'অকাস (অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে হওয়া নিরাপত্তা সমঝোতা), প্রযুক্তি আদানপ্রদান, অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের সঙ্গে দুই দেশের মুক্ত বাণিজ্য সমঝোতা' নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে অনুমিতভাবেই তাঁরা 'অ্যাশেজ নিয়েও আলোচনা' করেছেন। অ্যাশেজ নিয়ে সে আলোচনা কেমন ছিল, অ্যালবানিজের টুইটারে পোস্ট করা ভিডিওতেই আছে সেটি। সেখানে দেখা যায়, দুজনের দেখা হওয়ার পর টেবিল থেকে একটি কাগজ তুলে নেন অ্যালবানিজ। তাতে ছাপা অক্ষরে বড় করে লেখা ২-১। তার নিচে দুই দেশের নামও আছে। ২-১ যে ৩ ম্যাচ শেষে অ্যাশেজের স্কোরলাইন, সেটি বোঝা যায় সহজেই।
অ্যালবানিজের এমন বাউন্সারে অবশ্য মোটেও ভড়কে যাননি সুনাক। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বের করে আনেন একটি ছবি, যেন জানতেনই অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী এমন কিছু করবেন! সুনাকের ওই ছবিতে দেখা যায় মার্ক উড ও ক্রিস ওকস আলিঙ্গন করছেন, হেডিংলিতে ইংল্যান্ডের ৩ উইকেটের রোমাঞ্চকর জয়ের পর।
অ্যালবানিজ অবশ্য সেখানেই থামেননি। তিনি চেয়েছিলেন আরেকটু 'উত্তেজনা' ছড়াতে। এবার তিনি বের করে আনেন আরেকটি ছবি। যাতে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন জনি বেয়ারস্টো। হেডিংলির আগে লর্ডস টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ওভারের শেষ বলটি ডেড হওয়ার আগেই ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে স্টাম্পড হয়েছিলেন বেয়ারস্টো। যে আউট নিয়ে তৈরি হয় বিতর্ক।
বেয়ারস্টোর সে আউট ক্রিকেটের চেতনার সঙ্গে যায় না, এমন মন্তব্যও করেছিলেন সে ম্যাচটি দেখতে গ্যালারিতে হাজির হওয়া সুনাক। অ্যালবানিজ অবশ্য শুরু থেকেই নিজের দেশের দলের পক্ষে কথা বলে এসেছেন এ ব্যাপারে। তিনি বলেছিলেন, 'সেই পুরোনো অজিরা, সব সময়ই জেতে!'
তবে এবার অ্যালবানিজের এ ডেলিভারির ভালো জবাবই দেন সুনাক। হাসতে হাসতে বলেন, 'দুঃখিত, আমি সঙ্গে স্যান্ডপেপার আনিনি।' সুনাক ইঙ্গিত করেছেন ২০১৮ সালে বল টেম্পারিং ঘটনার দিকে। যে কাণ্ডের পর নিষিদ্ধ হয়েছিলেন তখনকার অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক স্টিভেন স্মিথ ও সহঅধিনায়ক ডেভিড ওয়ার্নার। তবে সুনাকের সে জবাবের দিকে অ্যালবানিজ যে খুব মনোযোগ দিয়েছেন, তা বলা যাবে না। তখনো তিনি পা দিয়ে মেঝেতে কল্পিত দাগ কেটে ক্রিজ বোঝাতে ব্যস্ত!
পরে সুনাক দুজনের সাক্ষাতের একটা ছবি পোস্ট করে টুইটারে লিখেছেন, 'আমি অ্যান্থনি অ্যালবানিজকে কথা দিয়েছিলাম, তাকে আমাদের একটা ফোল্ডার দেব। স্বাভাবিকভাবেই গত সপ্তাহে কী হয়েছে, সেটি মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে তাতে।' এরপর সুনাক যোগ করেছেন, 'আর দুটি ম্যাচ বাকি।'
ন্যাটোর শীর্ষ সম্মেলনের এ সাক্ষাতে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর একেঅপরকে অ্যাশেজসংক্রান্ত ছবি দেওয়ার ভাবনা নিতান্তই কাকতালীয় বলে দ্য গার্ডিয়ানকে জানিয়েছে ব্রিটিশ সরকারের একটি সূত্র। দুজনের সাক্ষাৎ বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল বলেও জানানো হয়েছে।
তবে সে বন্ধুত্বপূর্ণ সাক্ষাতে যে অ্যাশেজের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঝাঁজ ছিল, সেটি তো স্পষ্টই!

ধবলধোলাইয়ের শঙ্কা উড়িয়ে নতুন রেকর্ড গড়ল শ্রীলঙ্কা

কলম্বো (ওয়েবডেস্ক) ঃ ধবলধোলাই হওয়ার শঙ্কা নিয়েই আজ কলম্বোর পি সারা ওভালে তৃতীয় টি টোয়েন্টিটা খেলতে নেমেছিল শ্রীলঙ্কা নারী দল। শঙ্কাটঙ্কা দূর করে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সেই ম্যাচটা কী দাপটেই না জিতল লঙ্কানরা। ১০ উইকেটের জয়ে এক গাদা রেকর্ডও সঙ্গী হয়েছে চামারি আতাপাত্তুদের। মেয়েদের টি টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি রান তাড়া করে ১০ উইকেটে জয়ের নতুন রেকর্ড গড়েছে শ্রীলঙ্কা নারী দল। নিউজিল্যান্ডকে ১৪০ রানে থামিয়ে লক্ষ্যটা ৩৩ বল হাতে রেখেই পেরিয়ে যায় দলটি। লঙ্কান মেয়েরা ভেঙেছেন নিউজিল্যান্ডেরই রেকর্ড। ২০১৮ সালে ডাবলিনে আয়ারল্যান্ডকে ১০ উইকেটে হারিয়েছিল কিউই নারী দল, সেবার তাদের লক্ষ্য ছিল ১৩৭ রান। প্রথম দুই ম্যাচ জিতেই সিরিজ জয় নিশ্চিত করা নিউজিল্যান্ড আজ ১৯তম ওভারটা শুরু করেছিল ৫ উইকেটে ১৩৫ রান নিয়ে। সেখান থেকেই শেষ ২ ওভারে আরও ৪ উইকেট হারিয়ে মাত্র ৫ রান যোগ করতে পারে দলটি।

নিজেকেই ফেবারিট দাবি জোকোভিচের

লন্ডনঃ রাফায়েল নাদালের প্রিয় প্রাঙ্গণ রোলাঁ গারোয় গত মাসে ফ্রেঞ্চ ওপেন জিতে নাদালকেই ছাড়িয়ে গেছেন নোভাক জোকোভিচ। জিতেছেন ২৩তম গ্র্যান্ড স্লাম। এবার যে নিজেকে সবার ধরাছোঁয়ার বাইরে নিতে চাইছেন, সেটা তাঁর পারফরম্যান্সের সঙ্গে কথাতেও স্পষ্ট। জোকোর দাবি, উইম্বলডনের শিরোপাদৌড়ে তিনিই এগিয়ে।
গত রাতে রাশিয়ার আন্দ্রেই রুবলেভকে ৪-৬, ৬-১, ৬৪, ৬-৩ গেমে হারিয়ে উইম্বলডনের সেমিফাইনালে উঠেছেন জোকো। গ্র্যান্ড স্লাম ট্রফিতে চুমু আঁকা যাঁর অভ্যাস, তাঁর কাছে সেমিফাইনাল আর এমন কী! ৩৬ বছর বয়সী টেনিস কিংবদন্তি শেষ চারে নাম লেখাতে না পারলেই বরং অবিশ্বাস্য লাগত। তবু এ ম্যাচ এতটা আলোচনায় এসেছে রজার ফেদেরারকে ছুঁয়ে জোকোর আত্মরতির কারণে। কালকের জয়ে উইম্বলডনে টানা পঞ্চম ও সব মিলিয়ে ১২ বার সেমিফাইনালে উঠেছেন জোকোভিচ। আর গ্র্যান্ড স্লামে ফেদেরারের ৪৬ বার শেষ চারে ওঠার রেকর্ডে ভাগ বসিয়েছেন। তবে এটুকুতেই হয়তো সন্তুষ্ট নন, সর্বোচ্চ ৮ উইম্বলডন জয়েও ফেদেরারকে ছুঁতে চান।
লন্ডনের অল ইংল্যান্ড ক্লাবে এখন পর্যন্ত ৭ বার ট্রফি উঁচিয়ে ধরা জোকোভিচ বলেছেন, 'শুনতে অহংকারী মনে হতে পারে। তবে আমি নিজেকেই ফেবারিট মনে করছি। এখানে সর্বশেষ চারটি শিরোপা জিতেছে। ফলের ভিত্তিতে নিজের ক্যারিয়ারকে বিচার করলে এবারও না জেতার কোনো কারণ নেই।'
কাল কোর্টে নেমে আরেকটি মাইলফলক ছুঁয়েছেন জোকোভিচ। রুবলেভের বিপক্ষে ম্যাচটা ছিল তাঁর গ্র্যান্ড স্লাম ক্যারিয়ারের ৪০০তম। রুশ প্রতিপক্ষকে হারিয়ে সেন্টার কোর্টে এক দশক অজেয় থাকার কীর্তিও গড়েছেন। সবাই তাঁকে হারাতে চান, ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করেন সার্বিয়ান মহাতারকা, 'যেকোনো খেলোয়াড় এমন উচ্চতায় উঠতে চায়, যাকে বাকিরা হারাতে চায়। যতবার কোর্টে নামি, ততবারই চাপে থাকি। তারা আমাকে পরাস্ত করতে চায়, জয় চায়। কিন্তু আমি হতে দিই না। আমি এটা (চ্যালেঞ্জ) ভালোবাসি।'
এটিপি র‍্যাঙ্কিংয়ের সাতে থাকা রুবলেভ এ পর্যন্ত ৮ বার গ্র্যান্ড স্লামের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে সবারই হেরে গেলেন। প্রথম সেট জিতে এগিয়ে গিয়েও বিদায় নিতে হওয়ায় যতটা না নিজের ভুল খুঁজে পেয়েছেন, তার চেয়ে বেশি জোকোভিচকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন, 'কিঞ্চিৎ সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিলাম। কিন্তু পারিনি। তিনি পেরেছেন। এ কারণেই তিনি নোভাক (জোকোভিচ), ইতিহাসের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়।' জোকোভিচ যতই আত্মবিশ্বাসী হন, ২৪তম গ্র্যান্ড স্লাম জেতা খুব একটা সহজ হবে না। র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর তারকা কার্লোস আলকারাজ ও তিনে থাকা দানিল মেদভেদেভও যে লড়াইয়ে ভালোভাবেই আছেন। ২০ বছর পর টেনিসের তিন নক্ষত্রের বাইরে (ফেদেরার, নাদাল, জোকোভিচ) শীর্ষ বাছাই হিসেবে উইম্বলডনে নাম লিখিয়ে নিজের সামর্থ্যের জানান আগেই দিয়ে রেখেছেন আলকারাজ। আজ তৃতীয় ও চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনাল জিততে পারলে সেমিফাইনালে আলকারাজমেদভেদেভ মুখোমুখি হবেন। অতি আত্মবিশ্বাসী জোকোভিচকে এখনই ফাইনালে তুলে দিলে তাঁর প্রতিপক্ষ হতে পারেন আলকারাজ মেদেভেদেভের মধ্যে যেকোনো একজন।

সেসি জানেন অবসর দূরে নেই, কিন্তু কবে তা জানেন না

প্যারিস ঃ আর্জেন্টিনা জাতীয় দলে লিওনেল মেসি আর কত দিন খেলবেন? প্রশ্নটা এখন ওঠাটাই স্বাভাবিক। ফুটবল থেকে মেসির পাওয়ার আর কিছু নেই। ইউরোপে দীর্ঘ ক্লাব ক্যারিয়ারে পেয়েছেন প্রায় সব সাফল্যই। দেশের হয়ে জিতেছেন কোপা আমেরিকা ও বিশ্বকাপ। ইউরোপের ফুটবল ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের দল ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়াটা কি তাঁর শেষের শুরু? এ নিয়ে জল্পনাকল্পনা তো আছেই।
যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ (এমএলএস) ইউরোপের তুলনায় কম প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। সেখানে প্রত্যাশার চাপ অনেক কম। মেসির মতো খেলোয়াড় যখন সেখানে নাম লেখান, তখন ধরে নেওয়া যেতেই পারে, ক্যারিয়ারের শেষ কয়টা দিন একটু আনন্দ, একটু চাপমুক্ত থেকে খেলাই মেসির লক্ষ্য। যুক্তরাষ্ট্রের লিগে ক্যারিয়ারের গোধূলিলগ্নে পেলে, বেকেনবাওয়ার, গার্ড মুলার, ইয়োহান ক্রুইফদের মতো অনেক ফুটবলারই খেলেছেন। তাই যুক্তরাষ্ট্রে খেলাটা যদি মেসির ক্যারিয়ারের শেষ অধ্যায় ধরে নেওয়া হয়, তাহলে দোষ দেওয়া যায় না।
২০২২ কাতার বিশ্বকাপ না জিতলে সেটিই হতো মেসির শেষ এ কথা আর্জেন্টাইন তারকা নিজেই বলেছেন। বিশ্বকাপ জেতার পর তিনি আর্জেন্টিনার জার্সি ছাড়েননি। বুকে 'তিন তারকা' (আর্জেন্টিনার তিন বিশ্বকাপ জয়ের প্রতীক) নিয়ে খেলে যাচ্ছেন। ভক্তসমর্থকেরা আশাবাদী ছিলেন ২০২৬ সালে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে অনুষ্ঠেয় পরের বিশ্বকাপে হয়তো তাঁকে দেখা যাবে। কিন্তু মেসি কিছুদিন আগে নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন, সে পর্যন্ত হয়তো তিনি থাকবেন না। তবে নির্দিষ্ট করে কিছুই বলেননি। আর্জেন্টিনার টিভি চ্যানেল টিভি পাবলিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অবসর নিয়ে কথা বলেছেন ৩৬ বছর বয়সী মেসি। আর্জেন্টিনার সাংবাদিক সোফি মার্তিনেজকে এই সাক্ষাৎকার মেসি দিয়েছিলেন গত মাসে চীন সফরের সময়। সেটি এত দিনে প্রকাশ করেছে টিভি পাবলিকা। সেই সাক্ষাৎকারের একটি অংশে আর্জেন্টিনা দলের কয়েকজন সতীর্থও মেসিকে প্রশ্ন করেছেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন হুলিয়ান আলভারেজ, লিসান্দ্রো মার্তিনেজ, এজেকুয়েল পালাসিও, নিকোলাস তালিয়াফিকো, নাহুয়েল মলিনা, আনহেল দি মারিয়া, মার্কোস আকুনা ও হেরমান পেসেলা।
এজেকুয়েল পালাসিও মেসিকে প্রশ্ন করেছিলেন তাঁর অবসর নিয়ে আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের জার্সি কবে তুলে রাখতে পারেন? উত্তরে মেসি নির্দিষ্ট করে কিছুই বলেননি, 'সত্যি বলতে, আমি জানি না কবে। আমার মনে হয় এটা যখন হওয়ার তখনই হবে। মানে, সবকিছু জিতেছি বেশি দিন তো হয়নি। এখন সময়টা উপভোগের। অবসর নেওয়ার মুহূর্তটা কখন সেটা সৃষ্টিকর্তাই বুঝিয়ে দেবেন।' তবে মেসি মোটামুটি পরিষ্কার করেই বুঝিয়ে দিয়েছেন অবসর বেশি দূরে নেই, 'যুক্তিতে যেটা আসে, আমার বয়সে তাকিয়ে বলতে পারি, শিগগিরই সেই সময়টা আসবে। তবে এই মুহূর্তে বলতে পারছি না সেটা কখন।'
আর্জেন্টিনার জার্সিতে একসময় খুব কঠিন কেটেছে মেসির। তখন দেশকে কোনো শিরোপা জেতাতে পারছিলেন না। টানা দুটি কোপা আমেরিকার ফাইনালে হারের পাশাপাশি ২০১৪ বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠেও হেরেছেন। ২০২১ সাল থেকে পরিস্থিতি পাল্টেছে। আর্জেন্টিনার হয়ে 'কিছুই না জেতা' মেসি একে একে জিতেছেন কোপা আমেরিকা, কোপা ফিনালেসিমা ও বিশ্বকাপ। আনন্দের মুহূর্তেও অতীতের দুঃস্বপ্নগুলো মনে হয়েছে। আর্জেন্টাইন তারকা এখনকার সময়টা উপভোগ করতে চান, 'আপাতত প্রতিটি দিনই উপভোগের কথা ভাবি। জাতীয় দলের হয়ে আমরা খুব কঠিন সময় পার করেছি। সৌভাগ্যবশত কোপা আমেরিকা ও বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হতে পেরেছি। সময়টা তাই এখন উপভোগের।'

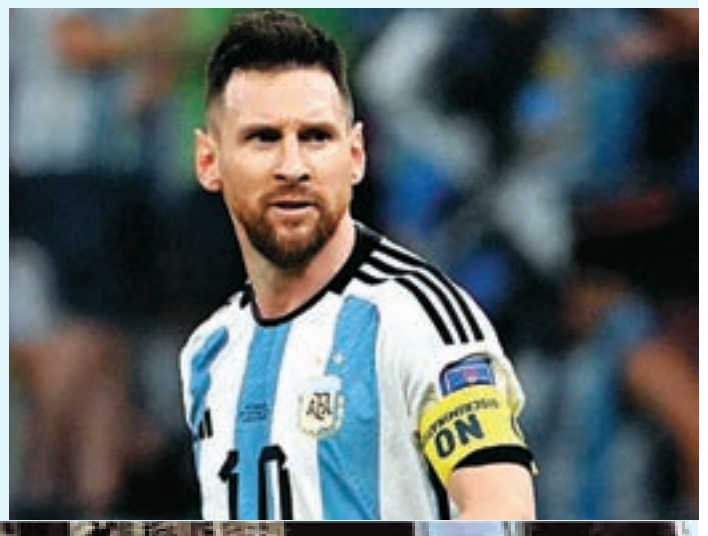

সারা বিশ্বে যৌন রোগ সিফিলিস কেন বাড়ছে

ক্যালিফোর্নিয়া (ওয়েবডেস্ক)ঃ সিফিলিস বিশ্বের প্রাচীনতম যৌনরোগের অন্যতম। একসময় মনে করা হয়েছিল এর বিস্তার কমে গিয়েছে। কিন্তু এখন এই রোগ উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। চৌদ্দশ নব্বইয়ের দশকে প্রথমবারের মতো রেকর্ড করার পর থেকে সিফিলিস রোগকে অনেকগুলো নামে ডাকা হয়েছে যার বেশিরভাগই বেশ অপ্রীতিকর,ফরাসি রোগ, নিয়াপলিটান রোগ, পোলিশ রোগ ইত্যাদি।

কিন্তু সিফিলিসের একটি নাম স্থায়ী রয়ে গেছে, চরম নকলবাজ। সিফিলিস অন্যান্য রোগের সংক্রমণকে নকল করতে ওস্তাদ, এবং এর প্রাথমিক লক্ষণগুলি খুব সহজেই নজর এড়িয়ে যায়। সময়মত চিকিৎসা করা না হলে, সিফিলিসের পরিণতি গুরুতর হতে পারে। অ্যামস্টারডামের ৩৩বছর বয়সী প্রজেক্ট অফিসার তুষার দু দু'বার সিফিলিসে আক্রান্ত হয়েছিলেন। সে সময় তার যৌন সঙ্গীর কাছ থেকে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে প্রথম অসুখের খবর পাওয়ার দিনটির কথা তার খুব মনে আছে।

সে সত্যিই বিরক্ত হয়েছিল, বলছেন তিনি। এই অসুখের জন্য সে আমাকেই দোষারোপ করেছে, যা 'উইন্ডো পিরিয়ডে'র কারণে একেবারে অসম্ভব। দায়ভার আমার কাঁধে ফেলার বিষয়টা আমার কাছে অদ্ভুত মনে হয়েছে এবং তার রাগারাগি কমাতে কিছুটা সময় লেগেছে।

ঐ সপ্তাহেই তুষার সিফিলিসের পরীক্ষা করান এবং চিকিৎসা শুরু করেন। লোকেরা ভুল করে মনে করে যে সিফিলিস এমন একটি রোগ যার কোন চিকিৎসা নেই। শরীরে সিফিলিস অ্যান্টিবডি থাকা এবং সংক্রমণ না থাকার মানে যে কি মানুষ এখনও তা বুঝতেই পারে না।

গত এপ্রিল মাসে যুক্তরাষ্ট্রে যৌন সংক্রামিত রোগ বা এসটিআই'এর সর্বশেষ তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে, সিফিলিসের সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে সবচেয়ে বেশি - ২০২০ সাল থেকে ২০২১ সালের মধ্যে সিফিলিসের কেস ৩২ বেড়ে গত ৭০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যায় পৌঁছেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র সিডিসি সতর্ক করছে, সিফিলিসের মহামারি কমে আসার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এবং সিডিসি কিছু 'আতঙ্কজনক' নতুন প্রবণতার দিকে ইঙ্গিত করছে যার কারণে এই রোগের সংক্রমণ হঠাৎ করেই বেড়ে গিয়েছে।

সবচেয়ে বেশি বেড়েছে কনজেনিটাল সিফিলিস অর্থাৎ জন্মগত সিফিলিস, যেখানে একজন মা গর্ভাবস্থায় তার সন্তানের দেহে এই রোগের সংক্রমণ ঘটান। সাধারণত তিনি নিজে এতে সংক্রমিত হন তার যৌন সঙ্গীর কাছ থেকে।

এই রোগের সংক্রমণে মৃত সন্তান প্রসব, শিশু মৃত্যু এবং আজীবন স্বাস্থ্য সমস্যা ঘটতে পারে। এই ঘটনা অনেক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞকে বিচলিত করে তুলেছে।

পনের বা বিশ বছর আগে আমরা ভেবেছিলাম যে আমরা সিফিলিস নির্মূলের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি, বলেছেন লিয়েন্ড্রো মেনা, সিডিসি'র যৌন রোগ প্রতিরোধ বিভাগের পরিচালক।

কোন সন্দেহ নেই যে এখন আমরা সিফিলিসের বৃদ্ধি দেখতে পাচ্ছি, এমন এক হারে যেটি আমরা গত ২০ বছরে দেখিনি।

সিফিলিসের সংক্রমণ যে কেবল যুক্তরাষ্ট্রে ঘটছে তা কিন্তু না।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ সালে বিশ্বব্যাপী সিফিলিসের ৭১ লক্ষ নতুন কেস ধরা পড়েছে। ২০২০ সালে ব্রিটেনে ১৯৪৮ সালের পর থেকে সিফিলিস কেস সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে।

সিফিলিস রোগ বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা দানকারীরা একেবারে সামনে থেকে প্রত্যক্ষ করছেন।

২০০৫ সালে যখন আমি প্রথমবারের যৌন স্বাস্থ্য নিয়ে নার্সিং শুরু করি, তখন প্রাথমিক পর্যায়ের সিফিলিস কেস খুঁজে পাওয়া ছিল খুবই বিরল, এমনকি শহরের কেন্দ্রস্থলের ক্লিনিকেও এটা দেখা যেতো না, বলছেন ব্রিটেনের এসটিআই ফাউন্ডেশনের কো-চেয়ার জোডি ক্রসম্যান।

এখন ২০২০ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে সিফিলিস সংক্রমণের হার ৮.৪ বেড়েছে। এখন বেশিরভাগ শহর-ভিত্তিক ক্লিনিকগুলিতে প্রতিদিন কমপক্ষে দুই থেকে তিনজন রোগীকে সিফিলিস চিকিৎসার জন্য হাজির হতে দেখা যায়।

সিফিলিসের সংক্রমণ ঘটে ট্রেপোনেমা প্যালিডাম নামের একটি ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে।

এই রোগের লক্ষণগুলিতে রয়েছে চারটি ধাপ। প্রথম ধাপে নারী বা পুরুষের যৌনাঙ্গে এক ধরনের ব্যথাহীন কালশিটে বা ফুসকুড়ি দেখা দেয়। এই পর্যায়ে পেনিসিলিন ইনজেকশনের একটি ইন্ট্রামাসকুলার ডোজ সংক্রমণের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর উপায় হিসাবে বিবেচিত হয়।

তবে চিকিৎসা না করা হলে সিফিলিসের কারণে দীর্ঘমেয়াদী স্নায়বিক এবং কার্ডিওভাসকুলার রোগ হতে পারে।

মার্কিন সীমান্তের ওপারে ক্যানাডা থেকে যুক্তরাষ্ট্রে সিফিলিস মহামারি ছড়িয়ে পড়তে দেখেছেন টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্রামক রোগের চিকিৎসক ও গবেষক আইজ্যাক বোগোচ।

বিশ্বের একাধিক দেশেই এই প্রবণতাটি দেখা যাচ্ছে, বলছেন তিনি। এটি খুবই উদ্বেগজনক কারণ সিফিলিসের চিকিৎসা করা সাধারণত খুবই সহজ, এবং এর চিকিৎসাও সহজলভ্য।

সুতরাং, এর অনেকটাই ঘটছে নানা দেশে জনস্বাস্থ্য পরিষেবাগুলোতে বিপর্যয়ের কারণে।

ক্যানাডায় ২০১১ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে সিফিলিস রোগের ঘটনা বেড়েছে ৩৮৯, অন্যান্য যৌন রোগের সংক্রমণের তুলনায় যা অনেক বেশি।

সাম্প্রতিক দশকগুলিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সিফিলিসের ঘটনা ঘটছে সমকামী, উভকামী এবং অন্যান্য পুরুষদের মধ্যে যারা পুরুষদের সাথে যৌনসংগম করেন।

তবে বিশ্বের কিছু দেশে পুরুষদের মধ্যে সিফিলিসের কেস কমে আসছে। যেমন, ক্যানাডায় পুরুষদের মধ্যে সিফিলিসের সংক্রমণের হার কমেছে। কিন্তু একই সময়ে শুধুমাত্র কানাডায় না সারা বিশ্বেই নারীদের মধ্যে সিফিলিসের হার বেড়েছে। এর ফলে অনেক দেশে এখন কনজেনিটাল সিফিলিসের হার বেড়েছে।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ জুড়ে ২০২১ সালে মা থেকে শিশুর মধ্যে সিফিলিসের সংক্রমণের কেস ছিল ৩০,০০০টি। এটি এমন একটি পরিসংখ্যান যা স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা বর্ণনা করেন 'খুবই উঁচু' বলে। গর্ভাবস্থায় মায়ের দেহ থেকে অনাগত শিশুর দেহে সিফিলিসের সংক্রমণ ঘটলে তার পরিণতি হতে পারে বিপর্যয়কর প্রসূতির গর্ভপাত হতে পারে, মৃত সন্তান প্রসব কিংবা অকাল প্রসব ঘটতে পারে, নবজাতকের জন্মের সময় ওজন কম হতে পারে এবং জন্মের পরপরই শিশুর মৃত্যুও ঘটতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগত সিফিলিসের হার এখন বাড়ছে। ২০১৬ সালের তুলনায় ২০২০ সালে সিফিলিসের কেস বেড়েছে ৩.৫ গুণ। ২০২১ সালে এই হার আরও বেড়েছে, যার ফলে ঐ বছর ২২০ টি মৃতপ্রসব এবং শিশু মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

কিন্তু জাতীয় পর্যায়ের এসব পরিসংখ্যানের মধ্যে দেশের ভেতরে কোন কোন জায়গায় কিছু নাটকীয় ঘটনা লুকিয়ে থাকে।

যেমন, মিসিসিপি অঙ্গরাজ্যের ডাক্তাররা গত পাঁচ বছরে জন্মগত সিফিলিসের ঘটনা ৯০০ বেড়েছে বলে জানিয়েছেন।

আর এসব ঘটনা সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় ঘটছে কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকান এবং হিস্প্যানিক নারীদের মধ্যে।

উইসকনসিন অঙ্গরাজ্যে মার্শফিল্ড ক্লিনিক রিসার্চ ইন্সটিটিউটের সহযোগী গবেষণা বিজ্ঞানী মারিয়া সুন্দরম বলছেন, আমাদের জনস্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা পরিকাঠামোতে যে অন্তর্নিহিত বৈষম্য এবং বর্ণবাদ রয়েছে এসব ঘটনায় সেটাই প্রতিফলিত হয়।

নারীদের সবচেয়ে দুর্বল গোষ্ঠী, যারা ঘরবাড়ি হারিয়েছেন কিংবা মাদক নেশার সাথে লড়ছেন, তারাই সিফিলিস রোগে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন।

আর বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারি এই বৈষম্যগুলিকে অনেকগুলি বাড়িয়ে দিয়েছে।

জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তারা একমত যে সিফিলিসসহ বিভিন্ন যৌন রোগ সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ার সাথে সম্ভবত কোভিড মহামারি চলার সময় এসটিআই প্রতিরোধ ব্যবস্থাগুলির কাজে ব্যাঘাতের একটা সম্পর্ক রয়েছে, বলছেন মিজ সুন্দরম।

সিফিলিস রোগের মহামারির পেছনে যেসব সমস্যা কারণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে তা হলো,যৌনরোগ পরীক্ষা কেন্দ্রে সেবা নিতে গিয়ে সমস্যা, সিফিলিসকে ঘিরে লজ্জা এবং সামাজিক কলঙ্ক, এবং সম্ভবত ভাষাগত বাধা। ব্রাজিলের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, স্কুলে যাননি এমন কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের মধ্যে জন্মগত সিফিলিসের হার অনেক বেশি। অনেক ক্ষেত্রেই, সিফিলিস স্ক্রিনিং করে এমন পরীক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে সেবা নেয়ার ক্ষেত্রে নারীদের সমস্যায় পড়তে হয়।

ক্যালিফোর্নিয়ার কার্ন কাউন্টির আরেকটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, কনজেনিটাল সিফিলিসের সংক্রমণ নির্ভর করছে নারীদের ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস, মেডিকেল ইনস্যুরেন্স, এবং গর্ভবতী মহিলাদের ওপর যৌন সহিংসতা কিংবা বাড়িতে সহিংসতার ওপর। এসব নারীদের মধ্যে অর্ধেকই হলেন হিস্প্যানিক, লাতিনো কিংবা স্প্যানিশ বংশোদ্ভূত।

অস্ট্রেলিয়ায় ২০২০ সালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, সিফিলিসের হার ২০১৫ সালের তুলনায় প্রায় ৯০ বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও জীবনযাত্রার ব্যয়সঙ্কট এবং কোভিড মহামারি নানা দেশের জনস্বাস্থ্য পরিষেবা খাতকে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, সেখানে যৌন রোগ সংক্রমণের প্রতিও মানুষের আচরণ এবং দৃষ্টিভঙ্গিতেও পরিবর্তন ঘটেছে।

নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে এইচআইভিএইডস-এর অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি চালু হওয়ার পর বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটেছিল, বলছিলেন সিডিসি'র যৌন রোগ প্রতিরোধ বিভাগের পরিচালক লিয়েন্ড্রো মেনা।

এখন এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধ ও চিকিৎসায় অগ্রগতির কারণে এইচআইভিকে একটি দীর্ঘস্থায়ী রোগ হিসাবেই দেখা হচ্ছে। এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকি কমে আসায় কনডম ব্যবহার কিংবা যৌনরোগের বিরুদ্ধে অন্যান্য প্রতিরোধ নিতে মানুষের মধ্যে আগ্রহ এখন অনেকখানিই কমে গেছে।

জাপানের গবেষকরা ডেটিং অ্যাপ এবং সিফিলিসের সাথে সম্পর্ক থেকে মানুষের যৌন অভ্যাসের পরিবর্তন দিকটি বোঝার চেষ্টা করছেন। গবেষণা থেকে তারা এই উপসংহারে পৌঁছেছেন যে ডেটিং অ্যাপ ব্যবহারের সাথে সিফিলিস সংক্রমণের সম্পর্ক উল্লেখযোগ্য।

এসব অ্যাপের ব্যবহারের ফলে অনিরাপদ যৌনমিলনের ঘটনা ক্রমশই বাড়ছে।সাসাকি চিওয়াওয়া, যিনি জাপানের যুব সম্প্রদায় এবং যৌন সংস্কৃতি নিয়ে লেখালেখি করেন, তিনিও যৌনকর্মীদের সাথে কথোপকথনের সময় একই চিত্র দেখতে পেয়েছেন।

চিওয়াওয়া বলছেন, এখন বেশি সংখ্যক যৌনকর্মীরা আর কনডম ব্যবহার করছেন না এবং তাদের গ্রাহকদের এসটিআই পরীক্ষারও কোনও বাধ্যবাধকতা নেই।

যৌনকর্মীরা যদি সংক্রমিত হন, তখন তারা একে 'দুর্ভাগ্য' বলে ধরে নেন। স্বাস্থ্যের ঝুঁকির চেয়ে অর্থ উপার্জনকেই তারা অগ্রাধিকার দেন। বেশিরভাগ স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বলছেন, সিফিলিস রোগ মোকাবেলার পথটি সোজা,এর বিরুদ্ধে লড়াই করার ওষুধ আমাদের হাতে আছে। অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধের ঘটনা বাড়লেও পেনিসিলিন এক্ষেত্রে এখনও সেরা চিকিৎসা।

নিরাপদ যৌন চর্চাকে উৎসাহিত করার জন্য আরও বেশি পরীক্ষার প্রয়োজন, সিফিলিসের সাথে সামাজিক কলঙ্ক দূর করতে আরও বেশি করে প্রচারের পাশাপাশি এই বিষয়টি নিয়ে জনসচেতনতাও বাড়াতে হবে।

ব্রিটেনের এসটিআই ফাউন্ডেশনের জোডি ক্রসম্যান বলেছেন, আমরা সামাজিক প্রাণী, তাই সর্দি-জ্বর পরীক্ষায় যতখানি লজ্জা রয়েছে তার চেয়ে বেশি লজ্জা এসটিআই রোগ নির্ণয়ে থাকা উচিত না। আমরা এসটিআই পরীক্ষার ফোকাসকে ভীতিকর কিছু থেকে এমন কিছুতে পরিবর্তন করার চেষ্টা করছি যা আমাদের যৌন সুস্থতার অংশ - যা নিরাপদ ও উপভোগ্য যৌন জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এখনও পর্যন্ত কোন একটি একক তত্ত্বে পৌঁছাতে পারেননি যে কেন অন্যান্য যৌনরোগের তুলনায় সিফিলিস বেশি দ্রুত হারে বাড়ছে।

লিয়েন্ড্রো মেনা বলছেন, এই রোগের যেসব প্রচলিত জীবাণু রয়েছে সেগুলো যে আরও বেশি মারাত্মক হয়ে উঠেছে তারও কোন জোরালো প্রমাণ নেই।

অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যকারিতা কমে আসার সঙ্গে সিফিলিস সংক্রমণ বেড়েছে এই ব্যাখ্যাও মেনে নেয়া যায় না, বলছিলেন ক্যানাডার গবেষক আইজ্যাক বোগোচ।

ওদিকে অ্যামস্টারডামের তুষার এখন প্রতি তিন মাস পর পর যৌনরোগের পরীক্ষা করাচ্ছেন। সিফিলিস সম্পর্কে কথা বলতে আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য থাকা উচিত, বলছেন তিনি। তথাকথিত জ্ঞানী লোকেরা বৈজ্ঞানিকভাবে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা না করেই অন্যকে দোষারোপ করার পথ বেছে নেয় - আসলে আমরা সবাই সেক্স করছি। সেখানে কিছু ঘটনা ঘটতেই পারে।

টুকরো খবর

আফ্রিকার সিংহ রক্ষাকারী চীনের সিংবা

বেইজিং (ওয়েবডেস্ক)ঃ জঙ্গলের রাজা হিসেবে চিহ্নিত আফ্রিকান সিংহের সংখ্যা সাম্প্রতিক বছরগুলোয় ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। সেজন্য অধিক থেকে অধিকরত মানুষ বন্যপ্রাণী সুরক্ষার কাজে অংশ নিচ্ছেন। এর মধ্যে আফ্রিকায় গিয়ে সিংহ সুরক্ষার কাজে নামা প্রথম চীনা মানুষ হলেন সিংবা। সিংবা আফ্রিকার তৃণভূমিতে দশ বছর ধরে আছেন। যদিও আফ্রিকায় থাকার পরিবেশ খবুই খারাপ, তবুও তিনি নিজের কাজ করতে খুবই পছন্দ করেন। সিংবা হলেন আফ্রিকায় বন্যপ্রাণী সুরক্ষায় ফুলটাইম কাজে নিয়োজিত প্রথম চীনা মানুষ। সোয়াহিলি ভাষায় সিংবা অর্থ হলো সিংহ। সিংবা আফ্রিকায় এ কাজ করার কারণ সম্পর্কে সাংবাদিককে বলেন, আমি ছোটবেলায় 'বনের রাজা' শীর্ষক একটি চলচ্চিত্র দেখেছি। তখন থেকে আমি সিংহ পছন্দ করি। তখন থেকেই আমি আফ্রিকার সিংহ নিজ চোখে দেখতে চাইতাম। ২০০৫ সালে আমি আফ্রিকায় আসার সুযোগ পাই। আমি ও আমার বন্ধুরা মাসাই মারায় যাই। তখন আমার মনে হয়, নিজের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। ২০১০ সালে সিংবা চীনে তার ভালো চাকরি ছেড়ে একা কেনিয়ায় আসেন। তখন থেকে তিনি বন্যপ্রাণী সুরক্ষার কাজ শুরু করেন। ২০১১ সালে তাঁর উদ্যোগে মারা বন্যপ্রাণী সুরক্ষা তহবিলের সামাই মারা ওল কিনইয়েই (Ol Kinyei) সুরক্ষা এলাকা প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি আফ্রিকায় চীনা মানুষের উদ্যোগে প্রথম সেসরকারি গণকল্যাণ সংস্থা।

এ সম্পর্কে তিনি বলেন, সিংহের সংখ্যা ক্রমাগত কমছে। ১০০ বছর আগে ২ লাখ ছিল। কিন্তু বর্তমানে ৩০ হাজারেরও কম। বাকিগুলো রক্ষা না করলে সিংহ শীঘ্রই বিলুপ্ত হবে। সেজন্য আমি এখন সিংহ রক্ষার কাজ করি। আমার মনে হয়, সিংহগুলো হলো আমার পরিবারের সদস্য। সিংবা প্রতিদিন সুরক্ষা এলাকায় তাঁবুতে থাকেন এবং ১৫ জন স্থানীয় কর্মীকে নিয়ে মোটরসাইকেল বা এসইউভি চালিয়ে টহল দিতে যান। তাঁদের কাজ হলো শিকারিদের কবল থেকে সিংহদের রক্ষা করা। যদিও তাঁর কাজ খুবই ক্লান্তিকর, তবুও তিনি নিজের কাজ পছন্দ করেন। তিনি বলেন, সিংহগুলো জানে যে, আমরা তাদের সুরক্ষা দিচ্ছি। তারা কখনও আমাদেরকে আক্রমণ করে না। যখন আমি পাহারার কাজ করি, তখন সিংহগুলো আমাদের কাছে এসে যেন 'হ্যালো' বলে। কোনো কোনো ছোট সিংহ আমাদের সঙ্গে খেলতে পছন্দ করে। তারা কখনো কখনো আমাদের গাড়ির উপরে উঠে আসে। সুরক্ষা এলাকার পরিবেশ বেশ সম্প্রীতিময়। পাহারার কাজ ছাড়াও, সিংবা বাসস্থান সুরক্ষার কাজ করেন, যাতে বন্যপ্রাণীগুলোর জন্য নতুন নতুন ভালো এলাকা খোঁজা যায়। সিংবা বলেন, বর্তমানে মাসাই মারায় বৃহত্তম সমস্যা চোরাশিকারি নয়, বরং লোকসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি। এর ফলে বন্যপ্রাণীর বসবাসের পরিবেশ ধ্বংস হচ্ছে। এ সম্পর্কে সিংবা বলেন, মাসাই মারায় আমরা স্থানীয় উপজাতির সঙ্গে সহযোগিতা চালিয়ে আরো গোচারণ ভূমি বন্যপ্রাণীদের অভয়ারণ্যের অন্তর্ভুক্ত করি। এ ব্যবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারাও সুরক্ষা এলাকায় কাজ করতে পারেন এবং আগের চেয়ে বেশি আয় করতে পারেন। সুরক্ষা এলাকা হল মানুষ ও পশুর মধ্যে বিরোধ সমাধানের শ্রেষ্ঠ উপায়। সিংবা বলেন, তিনি আশা করেন, নতুন 'সিংহ রাজা' শীর্ষক চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আরও বেশি পশুপ্রেমী বন্যপ্রাণী সুরক্ষার কাজে অংশ নিতে উৎসাহী হবেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, আফ্রিকার তৃণভূমির বৈচিত্র্য পৃথিবীতে বিরল। বলা হয়, আফ্রিকা হলো প্রাণীবৈচিত্র্যের শ্রেষ্ঠ স্থান। কিন্তু আফ্রিকার এই বৈচিত্র্য হুমকির মুখে। যদি এখন সুরক্ষা করা না হয়, তাহলে ভবিষ্যতে আমরা হয়তো কার্টুনেই পশু দেখতে পাবো। আমি সবাইকে বন্যপ্রাণী সুরক্ষায় কাজ করতে আহ্বান জানাই। আমি আশা করি, এসব পশু স্বাধীনভাবে ও নিরাপদে আফ্রিকার তৃণভূমিতে বসবাস করতে পারবে।

লি শেং থাও ঃ উড়ন্ত চীনা মানুষ

বেইজিংঃ কে উড়ছে? একজন চীনা মানুষ! এক ব্যক্তিকে প্যারাগ্লাইডার নিয়ে মাউন্ট ছোমোলাংমা (মাউন্ট এভারেস্ট) থেকে উড়তে দেখে, মাউন্ট ছোমোলাংমা নেপালের দক্ষিণ ঢালে বেস ক্যাম্পে এই ধরনের কথোপকথন শোনা গিয়েছিল। এই ব্যক্তি হলেন লি শেং থাও। তিনি চীনা বোসিডেং ২০২৩ ছোমোলাংমা পর্বতারোহণ দলের সদস্য। ১৮ তারিখ স্থানীয় সময় সকাল ৯টা ১৪ মিনিটে, লি শেং থাও ৮০০০ মিটার উচ্চতায়, মাউন্ট ছোমোলাংমার দক্ষিণ ঢাল থেকে একটি একক আনপাউয়ার্ড প্যারাগ্লাইডার নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। ২০ মিনিটেরও বেশি সময় ওড়ার পর, তিনি ৫৪০০ মিটার উচ্চতায় মাউন্ট ছোমোলাংমার দক্ষিণ ঢাল বেস ক্যাম্পের কাছে সংরক্ষিত এলাকায় নিরাপদে অবতরণ করেন। এই বছর মাউন্ট ছোমোমাংমার দক্ষিণ ঢালে নেপাল সরকার কর্তৃক অনুমোদিত প্রথম প্যারাগ্লাইডিং ফ্লাইট ছিল এটি। তা ছাড়া এবারই প্রথমবারের মতো কোনো চীনা মানুষ সফলভাবে এই উচ্চতায় প্যারাগ্লাইডিং করলেন। ৩৮ বছর বয়স্ক লি শেং থাও তিব্বতে থাকেন। তিনি একজন প্যারাগ্লাইডার প্রশিক্ষক। মাউন্ট ছোমোলাংমায় প্যারাগ্লাইডিং করার জন্য তিনি অনেক প্রস্তুতি নিয়েছেন। তিনি গত কয়েক বছর ধরে চীনের অনেক বরফে ঢাকা পর্বতে আরোহণ করেছেন এবং সেখান থেকে প্যারাগ্লাইডিং করেছেন। কেন তিনি এই চ্যালেঞ্জটি নিয়েছিলেন? প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি প্রথমবারের মতো প্যারাগ্লাইডার শেখার অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করেন। ২০১৬ সালে, দৈবক্রমে, লি শেং থাও প্যারাগ্লাইডিং শিখতে হেনান প্রদেশের লিনচৌ শহরে যান। মাত্র অর্ধেক দিনের অনুশীলনের পর, তিনি স্বাধীনভাবে একটি প্যারাগ্লাইডার নিয়ে আকাশে উড়তে সক্ষম হন। যে মুহূর্তে আমি আকাশে উড়েছি, ঠিক সেই মুহূর্তে আমি খুব মুক্ত বোধ করেছি। তারপর থেকে তিনি তার হৃদয়ে মাউন্ট এভারেস্টে ওড়ার স্বপ্ন দেখা শুরু করেন। প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর তিনি তিব্বতে স্বাধীনভাবে প্যারাগ্লাইডার নিয়ে উড়তে শুরু করেন। ২০১৮ সালে তিনি ইয়ামড্রোক হ্রদে তিব্বতের প্রথম প্যারাগ্লাইডিং বেস খোলেন। তিনি প্যারাগ্লাইডিং উৎসাহীদের তুষারে আচ্ছাদিত মালভূমিতে ওড়ার মনোমুগ্ধকর অভিজ্ঞতা গ্রহণের সুযোগ দেন। ২০১৯ সাল থেকে, উচ্চ উচ্চতায় তুষার-ঢাকা পাহাড়ে উড়ন্ত প্যারাগ্লাইডারের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য, লি শেং থাও ইউঝু পর্বত, হাবা তুষার পর্বত, জুয়েলাপু গাংরি পর্বত এবং অন্যান্য চূড়ায় আরোহণ করেন এবং ওড়ার চেষ্টা করেন। একটি উচ্চ-উচ্চতার তুষার-ঢাকা পর্বতে প্যারাগ্লাইডার নিয়ে ওড়া খুব কঠিন কাজ। পাইলটকে কেবল পাহাড়ে আরোহণ করতে হয় না, কয়েক ডজন কিলোগ্রাম ওজনের প্যারাসুট ব্যাগও বহন করতে হয়। উচ্চ উচ্চতায় অপ্রত্যাশিত আবহাওয়ার কারণে, কখনও কখনও ওড়ার সুযোগ পাওয়ার জন্য কয়েক দিনের মধ্যে বেশ কয়েকবার চূড়ায় উঠতে হয়।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বৃহস্পতিবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
13:07:2023
দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

ঢাকায় বিএনপি ও আওয়ামী লীগের পাল্টাপাল্টি সমাবেশ চলছে

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বিরোধী দল বিএনপি ও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের দুটি সমাবেশকে ঘিরে দল দুটির সমর্থকরা জড়ো হয়েছেন ঢাকার নয়াপল্টন ও বায়তুল মোকাররম এলাকায়। মানুষের 'ভোটাধিকার' আদায়ের দাবীতে বিএনপি নয়াপল্টনে তাদের দলীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশের আয়োজন করেছে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ বায়তুল মোকাররম দক্ষিণ গেটে ' সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে' সমাবেশ করছে, যাকে 'শান্তি সমাবেশ' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন দলটির নেতারা। তবে দল দুটি এমন এক সময়ে পাল্টাপাল্টি কাছাকাছি দুটি ভেন্যুতে সমাবেশ করছে যখন ঢাকা সফরে রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের বেসামরিক নিরাপত্তা, মানবাধিকার ও গণতন্ত্র বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জেয়ার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের ছয় সদস্যের নির্বাচনী অনুসন্ধানী মিশন। এর আগে গত দশই ডিসেম্বর ঢাকায় নয়াপল্টনে সমাবেশ করতে চেয়েও পারেনি বিএনপি এবং তখন এ নিয়ে পুলিশের সঙ্গে দলটির কর্মীদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছিলো। ওই ঘটনার জের ধরে তখন দলটির মহাসচিব মীর্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকেও আটক করেছিলো কর্তৃপক্ষ। তবে এবার পুলিশ কিছু শর্ত দিলেও নয়াপল্টনেই দলটিকে সমাবেশের অনুমতি দিয়েছে। একই সাথে ঢাকার বারটি জায়গা থেকে বিএনপির সমমনা দল ও জোটগুলো যুগপৎভাবে কর্মসূচি দিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ভোটে আবারো বড় সংখ্যক আসন তৃণমূল কংগ্রেসের

কলকাতা (এজেন্সী) ঃ পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোট গণনায় দেখা যাচ্ছে আবারো বড় সংখ্যক আসনে তৃণমূল কংগ্রেস জয় পেয়েছে। তবে মঙ্গলবার ভোট গণনার মধ্যেই ব্যাপক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভাঙ্গড় এলাকায় অন্তত দুজন নিহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার সকাল থেকে শুরু হওয়া ভোট গণনা বুধবার বেলা ১১টা পর্যন্তও শেষ হয় নি। নির্বাচন কমিশনের দেয়া সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ৬৩ হাজার গ্রাম পঞ্চায়েত আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস এখনও পর্যন্ত ৪২ হাজারেরও বেশি আসনে জয়ী হয়েছে।

অন্যদিকে ,বিজেপি জিতেছে ৯,৩০০'র কিছু বেশি আসন, আর ২৯৩৫টি আসনে সিপিআইএম জয়ী হয়েছে। এছাড়া কংগ্রেস পেয়েছে আড়াই হাজারের বেশি আসন।

গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোট গণনা চলার মধ্যেই শুরু হয় পঞ্চায়েত সমিতির ভোট গণনা। সেখানে মোট ৯৭৩০টি আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে ৫৪৩২টি। আর বিজেপি পেয়েছে ৬০১টি আসন এবং সিপিআইএম ও কংগ্রেস জোট পেয়েছে ৩০৫টি আসন।

তিন স্তরের পঞ্চায়েতের সর্বোচ্চ স্তর জেলা পরিষদের ৯২৮ টি আসনের ভোটগণনা সবথেকে পরে শুরু হয়েছে। বুধবার বেলা ১১টা পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেস ৫৬৩টি আসনে জিতেছে বা এগিয়ে আছে । বিজেপি জিতেছে ২৪টি আসনে আর সিপিআইএম-কংগ্রেস জোট জিতেছে ১৩টি আসনে।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য ভোট ইভিএমে নেওয়া হলেও পঞ্চায়েত ভোট নেওয়া হয় সাবেকি ব্যালট পেপারে। তাই সে ভোট গুনতেও অনেক সময় লেগে যায়।

তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্য স্তর থেকে শুরু করে গ্রাম স্তর পর্যন্ত ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ ছিল।

গ্রামের মানুষকে প্রতিটি পরিষেবা বা যোজনায় বরাদ্দ অর্থ পেতে গেল একটি নির্দিষ্ট হারে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যদের 'কাট-মানি' দিতে হয় বলে অভিযোগ উঠেছিল।

বিশ্লেষকরা বলেছিলেন, বিপুল অঙ্কের রোজগারের সম্ভাবনা থাকে বলেই নির্বাচনের আগে পঞ্চায়েত ভোটে জিততে মরিয়া হয়ে উঠেছিল তৃণমূল কংগ্রেস।

কিন্তু ভোটের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে গ্রাম স্তরে ওই ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগের বিশেষ প্রভাব পড়ে নি।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক শুভাশিস মৈত্র বলেছেন, তৃণমূল কংগ্রেস এত বিপুল আসনে জিতেছে, তাতে বোঝাই যাচ্ছে যে দুর্নীতির অভিযোগ থাকলেও তা ভোটে প্রভাব ফেলে নি। এর একটা কারণ সম্ভবত, সাধারণ মানুষ বোধহয় যে বিভিন্ন স্কিমে অর্থ বা পরিষেবা পেয়ে থাকেন ক্ষমতাসীন দলের কাছ থেকে, যদিও সেটা পাওয়ার জন্য তাদের ঘুষ দিতে হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও সই ব্যবস্থাটা তারা পুরোপুরি বদলিয়ে ফেলতে চায় নি।

তবে মি. মৈত্র মনে করেন, এটা যদি সরকার পরিবর্তনের ভোট হত, অর্থাৎ বিধানসভা ভোট হত, তাহলে হয়তো দুর্নীতির ইস্যু ভোটবাক্সে প্রভাব ফেলত।

কিন্তু যে ব্যবস্থাপনাটা চলছে, তৃণমূল কংগ্রেস পঞ্চায়েতে না থাকলে ওই স্কিমগুলি থেকে অর্থ পেতেন না সাধারণ মানুষ। সেটাই বোধহয় মানুষ চান নি, বলছিলেন তিনি।

আবার রাজনৈতিক বিশ্লেষক বিশ্বজিত ভট্টাচার্যের কথায়, গরীব মানুষ এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত অংশের মানুষের একটা বড় অংশ এখন নির্ভরশীল সরকারী অনুদানের ওপরে। তাই তারা এখন নাগরিকের থেকেও বেশি দানগ্রহীতা হয়ে উঠেছেন।

তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ওপরে তাই বহু সংসার নির্ভরশীল। তারা হয়তো ভেবেছেন যে তৃণমূল কংগ্রেস যদি না থাকে তাদের অনুদানও বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তাই তারা তাদেরকেই ক্ষমতায় রেখে দিতে চাইলেন, বলেন মি. ভট্টাচার্য।

পশ্চিমবঙ্গের বারুইপুর পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার রাত এগারোটা নাগাদ ভাঙ্গড়ে ব্যাপক বোমা গুলি চলতে থাকে। তাতে দুজনের মৃত্যু হয়েছে।

ফুরফুরা শরিফের পীরজাদাদের রাজনৈতিক দল ইণ্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট বা আইএসএফের এক প্রার্থী অভিযোগ করেছেন, তিনি ভোট গণনার শেষ মুহূর্তে জিতছিলেন, কিন্তু তাকে পরাজিত বলে ঘোষণা করায় উত্তেজনা ছড়ায়।

পুলিশের অভিযোগ, 'একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকেরা' তাদের উপর আক্রমণ শুরু করে।

এরপর এলাকায় একের পর এক বিস্ফোরণ হয়। বোমা এবং গুলির শব্দে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাবার বুলেট ছোড়ে পুলিশ, কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটানো হয়।

কিন্তু অবস্থা বদলায়নি। আইএসএফের পাল্টা অভিযোগ, পুলিশ গুলি চালিয়েছে।

তাদের একজন কর্মী এবং একজন স্থানীয় অরাজনৈতিক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন বলে দাবি করেছে সংগঠনটি।

এদিকে, একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের হাতেও গুলি লেগেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

স্থানীয় সাংবাদিকরা জানিয়েছেন ভোর তিনটে পর্যন্ত এলাকায় ব্যাপক গুলি-বোমা চলেছে।

এর আগে শনিবার মূল ভোট গ্রহণের দিনে এবং পরে সোমবার ৬৯৬ টি বুথে পুনর্নির্বাচনের দিন সহিংসতায় পশ্চিমবঙ্গে ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল।

শনিবার ব্যালট বাক্স ছিনতাই, ছাপ্পা ভোট দেওয়া, বুথ দখল এমনকি ব্যালট বাক্স ছিনতাইয়ের মতো ঘটনা সামনে এসেছিল।

হাইকোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও প্রতিটা বুথে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয় নি বলে অভিযোগ এসেছিল।

তবে ভোট গণনার দিন সব গণনা কেন্দ্রেই পর্যাপ্ত সংখ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন ছিল। তবে গণনার প্রথম দিন মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত কোনও বড় সহিংসতার খবর আসে নি।

পঞ্চায়েত ভোটে নানা উত্তেজনার মধ্যে কিছু হাস্যকর কাহিনীর কথাও জানা যাচ্ছে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে।

সকালে কোচবিহার জেলার ফলিমারিতে তৃণমূল কংগ্রেসের একজন নারী প্রার্থী গণনার জন্য রাখা ব্যালট পেপারে কালি ছিটিয়ে দেন। রিঙ্কু রায় নামে ওই প্রার্থীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জেলা পুলিশ জানিয়েছে।

মিজ রায় অবশ্য সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন তিনি ইচ্ছা করে ব্যালটে কালি ছেটান নি। তিনি কর্মকর্তাদের কাছ থেকে বারবার ভোটের তথ্য জানতে চাইছিলেন। তা নিয়ে বিতণ্ডার মধ্যেই কালির বোতল উল্টিয়ে গিয়েছিল।

এদিকে, হারতে চলেছেন বুঝতে পেরে তৃণমূল কংগ্রেসের একজন প্রার্থী ব্যালট পেপার চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছেন বলে জানা যাচ্ছে।

ঘটনা উত্তর ২৪ পরগণা জেলার। ওই আসনে সিপিআইএম প্রার্থী চার ভোটে জিতে গিয়েছিলেন।

নিশ্চিত হার জেনে তৃণমূল প্রার্থী মহাদেব মাটি কিছু ব্যালট মুখে পুড়ে দেন আর বাকি ব্যালট ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেন।

আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করলো উত্তর কোরিয়া

পিয়ংইয়ং ঃ জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন উত্তর কোরিয়া একটি আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করেছে। বুধবার জাপানের জলসীমার কাছে পড়ার আগে এই ক্ষেপণাস্ত্রটি এক ঘণ্টারও বেশী সময় আকাশে উড়েছে। পিয়ংইয়ং এর আগে তার ভূখণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা বিমান গিয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ করে পাল্টা ব্যবস্থার হুমকি দিয়েছিলো। আর তারপরই এই ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের ঘটনা ঘটলো। এর আগে এ সপ্তাহের শুরুতে এ ধরণের গুপ্তচর বিমান ভূপাতিত করার হুমকি দিয়েছিলো দেশটি। তবে ওয়াশিংটন এমন অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে বলেছে তারা আন্তর্জাতিক আইন মেনেই সামরিক টহল পরিচালনা করছে। মূলত উত্তর কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র কার্যক্রমের কারণে এ বছর কোরীয় উপত্যকায় নিরাপত্তা সংক্রান্ত উত্তেজনা বেড়েছে।

গত এপ্রিলে উত্তর কোরিয়া প্রথমবারের মতো দীর্ঘ পাল্লার সলিড-ফুয়েল মিসাইলের পরীক্ষা চালিয়েছিলো

যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ কোরিয়া ওই অঞ্চলে যৌথ সামরিক মহড়া বাড়িয়েছে। জবাবে পিয়ংইয়ং এ পর্যন্ত অনেকগুলো ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে। একই সাথে দেশটি অস্ত্র সক্ষমতা বৃদ্ধির অঙ্গীকার করেছে।

উত্তর কোরিয়া এ বছরেই অনেকগুলো ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করেছে। এর মধ্যে একটি স্পাই স্যাটেলাইট ছিলো। তবে সেটি ব্যর্থ হয়েছে।

এপ্রিলে দেশটি আন্তঃ মহাদেশীয় নতুন একটি সলিড-ফুয়েল মিসাইল নিক্ষেপের পরীক্ষা চালানোর দাবি করেছিলো, যা লিকুইড-ফুয়েল বা তরল জ্বালানি দিয়ে চালিত মিসাইলের চেয়েও দ্রুত নিক্ষেপ করা যায়।

বুধবার সকালে জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক কর্মকর্তারা প্রায় সাথে সাথেই পিয়ংইয়ং এর ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের তথ্য জানিয়েছে।

এটি যখন উড়ছিলো তখনই এটিকে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছিলো।

জাপান সময় সকাল সোয়া এগারটার সাগরের পতিত হওয়ার আগে পিয়ংইয়ং থেকে পূর্ব দিকে এক ঘণ্টারও বেশি সময় এটি উড়েছে বলে জাপানের কোস্ট গার্ড জানিয়েছে।

এর আগে গত জুনে যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়ার যৌথ সামরিক মহড়ার প্রতিক্রিয়ায় সবশেষ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করেছিলো উত্তর কোরিয়া। যদিও ফেব্রুয়ারিতেও আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছিলো দেশটি।

এ ধরণের ক্ষেপণাস্ত্র এর দূরপাল্লার সক্ষমতার জন্যই উদ্বেগজনক কারণ এর আওতায় যুক্তরাষ্ট্রে মূল ভূখণ্ডও রয়েছে।

চীনা মুদ্রায় আর্জেন্টিনার ঋণ পরিশোধ

বেইজিং (এজেন্সী) ঃ স্পেশাল ড্রয়িং রাইট ও চীনা মুদ্রা রেনমিনপি ব্যবহার করে, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)-এর ২৭০ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের ঋণ পরিশোধ করেছে। আর্জেন্টিনা এবারই প্রথম চীনা মুদ্রায় তার ঋণ পরিশোধ করল। এর আগে, আর্জেন্টিনার কেন্দ্রীয় ব্যাংক রেনমিনপিকে জমা ও উত্তোলন মুদ্রা হিসেবে নিজের ব্যাকিং ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করে। আর্জেন্টিনার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর বলেছেন, বিশ্বের অনেক দেশের মতো তাঁর দেশও রেনমিনপির আন্তর্জাতিকীকরণ সম্পর্কে আশাবাদী। চলতি বছর চীন ও আর্জেন্টিনার মধ্যে আর্থিক সহযোগিতা দিন দিন বাড়ছে। এপ্রিল মাসে আর্জেন্টিনা রেনমিনপি দিয়ে চীন থেকে পণ্য ক্রয় শুরু করে। জুন মাসে আর্জেন্টিনা ও চীনের মধ্যে ১৩০ বিলিয়ন ইউয়ানের মুদ্রা বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ফ্রি ইউসেজ কোটা ৩৫ বিলিয়ন থেকে ৫০ বিলিয়ন ইউয়ানে উন্নীত করা হয়। চীন ও আর্জেন্টিনার মধ্যে আর্থিক সহযোগিতার সম্প্রসারণ দ্বিপক্ষীয় সুষ্ঠু অর্থবাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রতিফলন। বর্তমানে চীন হচ্ছে আর্জেন্টিনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অংশীদারদের অন্যতম। ২০২২ সালে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ২১৩৭ কোটি মার্কিন ডলার। দু'দেশের কোম্পানিগুলো দ্বিপক্ষীয় অর্থবাণিজ্য ও বিনিয়োগে নিজ নিজ দেশের মুদ্রা ব্যবহার করছে, যাতে ব্যয় ও ঝুঁকি কমে। যে কোনো সহযোগিতাকে উভয়ের জন্য কল্যাণকর হতে হবে। আর্জেন্টিনার জন্য রেনমিনপির ব্যবহার জোরদার করা দেশের জরুরি সমস্যা সমাধানের জন্য সহায়ক। বিগত কয়েক বছর ধরেই আর্জেন্টিনা মার্কিন ডলারের সংকট মোকাবিলা করছে। ২০২২ সালের শেষ দিকে, আর্জেন্টিনার বৈদেশিক ঋণ ২৭৬.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল। অথচ তখন দেশটির বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল মাত্র ৪৪.৬ বিলিয়ন ডলার। সাম্প্রতিক খরা পরিস্থিতি দেশটির কৃষি খাতের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলায় ডলারের অভাবে আরও গুরুতর হয়ে ওঠে। রেনমিনপির ব্যবহার বাড়ায় আর্জেন্টিনার বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চাপ কমেছে। চীনও আর্জেন্টিনার সঙ্গে স্থানীয় মুদ্রা বিনিময় চুক্তি থেকে উপকৃত হচ্ছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি বছরের এপ্রিল ও মে মাসে চীন থেকে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্যের ১৯ শতাংশ রেনমিনপি দিয়ে পরিশোধ করে আর্জেন্টিনা এবং মে মাস থেকে আর্জেন্টিনা আরও ৭৯ থেকে ১০০ কোটি ডলার মূল্যের রেনমিনপি দিয়ে চীন থেকে পণ্য আমদানি করবে। মার্কিন ডলারের সংকটের এই সময় রেনমিনপি দিয়ে মূল্য পরিশোধ করে আর্জেন্টিনা চীনের রফতানিও নিশ্চিত করছে। এদিকে, রেনমিনপি দিয়ে ঋণ পরিশোধ করে আর্জেন্টিনার ঋণ খেলাপি হবার ঝুঁকি এড়াতে পারে। তা ছাড়া, আর্জেন্টিনার ব্যাংকে রেনমিনপি জমা ও উত্তোলন করা যায়। আর্জেন্টিনার আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো রেনমিনপি অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে এবং রেনমিনপি দিয়ে বন্ড নিষ্পত্তি করতে পারে, যা আর্জেন্টিনায় চীনা কোম্পানিগুলোর বিনিয়োগ বাড়ানো এবং ব্যবস্থাপনার খরচ কমানোর জন্য সহায়ক। আর্জেন্টিনা দীর্ঘদিন ধরে বৈদেশিক ঋণের সমস্যায় ভুগছে, যার সাথে মার্কিন ডলারের আধিপত্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। অনেক ল্যাটিন আমেরিকান দেশের মতো যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রানীতির শিকার আর্জেন্টিনা। মার্কিন ডলারের ওপর নির্ভরতা কমানো হলো এ আধিপত্য ভেঙে দেয়ার প্রথম পদক্ষেপ। ল্যাটিন আমেরিকার তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক সত্তা হিসেবে আর্জেন্টিনা অন্য দেশের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বর্তমানে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার উদ্যোগে, ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশ ডি-ডলারাইজেশন প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়েছে। ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট মার্কিন ডলারের আধিপত্য দূর করার প্রক্রিয়া শুরু করার কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট বলেছেন, তাঁর দেশ রেনমিনপি দিয়ে বাণিজ্যিক লেনদেনের আলোচনা করবে। এতে বোঝা যায়, আর্থিক বৈচিত্র্য ও স্বাধীন উন্নয়নের পথে চলা এখন উন্নয়নশীল দেশগুলোর অভিন্ন ইচ্ছা।

মাত্র দেড় টাকা কেজির টমেটো যেভাবে দেড়শোতে পৌঁছল

কলকাতা (এজেন্সী) ঃ মাত্র সাত-আট মাস আগেকার কথা। দিল্লির উপকণ্ঠে গ্রেটার নয়ডার কাছে যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে চাষীরা ট্রাক্টর বোঝাই করে টমেটো এনে রাস্তাতেই উপুড় করে ফেলে দিচ্ছিলেন - গাড়ির চাকায় থেঁতলে লালে লাল হয়ে উঠছিল আগ্রা অভিমুখী সেই রাজপথ!

উত্তরপ্রদেশ আর সংলগ্ন হরিয়ানার সেই কৃষকদের বক্তব্য ছিল, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ক্ষেতে টমেটো চাষ করে তারা বাজারে কেজিতে মাত্র এক থেকে দু'টাকা দাম পাচ্ছেন - ক্ষেতের ফলন মান্ডিতে নিয়ে যাওয়ার পরিবহন খরচটুকুও উঠছে না! ফলে সরকারি কৃষিনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেই তারা বেছে নিয়েছিলেন আন্দোলনের সেই পথ। অভাবগ্রস্ত টমেটো চাষীদের কৃষিঋণ মকুব করে দেওয়ার দাবিও উঠেছিল জোরেশোরে।

আর এই মুহূর্তে সারা ভারত জুড়ে সম্পূর্ণ অন্য ছবি - তরিতরকারির বাজারে টমেটোর চেয়ে দামি পণ্য আর একটিও নেই! দিল্লি, মুম্বাই বা কলকাতার মতো মেট্রো শহরগুলোতে খুচরো বাজারে টমেটোর দাম যেখানে দিন পনেরো আগেও ছিল চল্লিশ টাকা কেজি, এখন সেই দামই গিয়ে ঠেকেছে ১৫০ থেকে ২০০ টাকায়!

বাজারে সব্জিওলার কাছে টমেটোর ঝুড়ি এতকাল হেলাফেলায় পড়ে থাকত, দু'একটা গড়িয়ে গেলেও কেউ মাথা ঘামাতেন না।

কিন্তু এখন তারাই সযত্নে কোলের কাছে টমেটোর ছোট বাক্স নিয়ে আগলাচ্ছেন, যেন হীরে-জহরতের ভান্ডার! আর সেই বাক্সেও টমেটোও হাতেগোনা - কয়েকটা শুধু টিমটিম করছে।

টমেটোর দাম জিজ্ঞেস করলে সব্জিওয়ালারা এতকাল কেজিতেই দাম বলতেন - কিন্তু গতকালই স্থানীয় বাজারে দেখলাম তারা এক পোয়া (২৫০ গ্রাম) হিসাবে দাম বলছেন। দিল্লির কোনও কোনও বাজারে পিস হিসেবেও (জোড়া টমেটো ২৫ টাকা!) বিক্রি শুরু হয়েছে।

টমেটো শুধু মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্তর হেঁশেলেই আগুন লাগায়নি, ভারতে ফাস্ট ফুড জায়ান্ট ম্যাকডোনাল্ডসের রান্নাঘরেও ত্রাহি ত্রাহি রব ফেলে দিয়েছে!

বহুজাতিক এই কোম্পানিটি রীতিমতো বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, ভারতে তাদের বার্গার সহ বেশ কিছু জনপ্রিয় আইটেমে আপাতত টমেটো ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না - কারণ তারা যে ধরনের বাছাই করা টমেটো খোঁজে তার জোগান নেই!

কর্নাটক থেকে একাধিক টমেটো বোঝাই ট্রাক লুঠ হওয়ারও খবর আসছে, কৃষকরা বলছেন তার প্রতিটাতে অন্তত আড়াই থেকে তিন লাখ টাকা দামের টমেটো ছিল। এবং যথারীতি টমেটোর অগ্নিমূল্য নিয়ে মিম, কার্টুন আর পোস্টে ছেয়ে গেছে সোশ্যাল মিডিয়া!

টমেটোর দাম রাতারাতি এভাবে বেড়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু কালোবাজারি বা হোর্ডিংকে দায়ী করা হচ্ছে না - মোটামুটিভাবে সবাই একমত যে বাজারে টমেটোর জোগান প্রায় নেই বলেই এই নজিরবিহীন সঙ্কট! আর আচমকা এই 'শর্ট সাপ্লাই'য়ের মূলে আছে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা আর একটি বিশেষ ধরনের ছত্রাকের সংক্রমণ।

ন্যাশনাল সিড অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার সাবেক অধিকর্তা ও কৃষি বিশেষজ্ঞ ইন্দ্রশেখর সিং জানাচ্ছেন, চলতি বছরের 'অদ্ভুত' ওয়েদার প্যাটার্ন - বিশেষ করে অসময়ের বৃষ্টি আর একটার পর একটা সাইক্লোন টমেটোর চাষে বিরাট ক্ষতি করে দিয়েছে।

মি সিং বলছিলেন, দক্ষিণ ভারতে ও উপকূলবর্তী এলাকাতেই ভারতের সবচেয়ে বেশি টমেটো হয়। কিন্তু ক্ষেতে জল জমে থাকায় ওই সব এলাকায় টমেটোর ফলন মোটেই ভাল হয়নি।

টমেটোর ক্ষেতে যদি জল জমে থাকে তাহলে পলিনেশন ভাল হয় না, ফুল বা ফল ধরার সময় গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এবছর ঠিক সেটাই হয়েছে বলে টমেটোর ফলন এত কম, জানাচ্ছেন তিনি।

এর পাশাপাশি উত্তর ভারতেরও অনেক জায়গায় টমেটো চাষ এই মৌশুমে ছত্রাকের আক্রমণের মুখে পড়েছে।

হরিয়ানার কুরুক্ষেত্র জেলার কৃষক অরবিন্দ মালিক জানাচ্ছেন, গত ফেব্রুয়ারি মাসেই তিনি প্রথম লক্ষ্য করেন তার ক্ষেতের টমেটো গাছগুলোতে পাতা হঠাৎ করে শুকিয়ে যাচ্ছে।

তিনি আরও বলছিলেন, সরকারি কৃষি বিশেষজ্ঞরা আমাদের বলেন তাপমাত্রার অস্বাভাবিক ওঠাপড়ার জন্যই টমেটো ক্ষেতে এক ধরনের ছত্রাক ধরেছে। তখন তাদের পরামর্শে আমরা খুব দামী ফাঙ্গিসাইড কিনে ক্ষেতে স্প্রে করি।

কিন্তু তারপরও আমরা এবার একেবারেই ভাল ফলন পাইনি। আমার জমিতে প্রতি বছর যেখানে ৩০ হাজার কেজি টমেটো হয় এবারে তার অর্ধেকও হয়েছে কি না সন্দেহ, বলছিলেন অরবিন্দ মালিক।

সবচেয়ে আক্ষেপের বিষয় হল, মার্চ-এপ্রিল মাসে সেই টমেটো তিনি দেড়-দুটাকা কেজিতে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছেন - কিন্তু আজ যখন টমেটোর দাম আকাশ ছুঁয়েছে তখন তার হাতে বিক্রি করার মতো এক কেজিও টমেটো নেই! ফলে বাজারে আজকের এই চড়া দাম থেকে ভারতের ক্ষুদ্র টমেটো চাষীরা যে লাভবান হচ্ছেন সেটাও ধরে নেওয়ার কোনও কারণ নেই।

ভারতে যে তিনটি কৃষিপণ্যের দামের ওঠাপড়া জাতীয় রাজনীতিকে আবহমান কাল ধরে প্রভাবিত করে এসেছে, সেগুলো হল টমেটো, পেঁয়াজ আর আলু। প্রায় বিশ-বাইশ বছর আগে অটলবিহারী বাজপেয়ী যখন দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখন একবার টমেটোর দাম একলাফে প্রায় পাঁচ-সাতগুণ বেড়ে গিয়েছিল।

বাজপেয়ীর জমানায় কৃষিমন্ত্রী ছিলেন সোমপাল শাস্ত্রী, যিনি জাঠ নেতা অজিত সিংকে হারিয়ে পার্লামেন্টে এসেছিলেন।

টমেটোর চড়া দাম নিয়ে বিরোধীদের তীব্র আক্রমণের মুখে পার্লামেন্টে সেই সোমপাল শাস্ত্রীকে বলতে শুনেছিলাম, আসলে ভারতীয়দের টমেটো একটু কম খাওয়াই ভাল, কারণ টমেটো খেলে ইউরিক অ্যাসিড বাড়ে আর বাতের সমস্যা হয়! সভায় সঙ্গে সঙ্গে প্রবল চেঁচামেচি শুরু হয়ে যায়, বিরোধীদের চাপে কৃষিমন্ত্রীকে কার্যত ঢোঁক গিলে মেনে নিতে হয় টমেটোর আসলে অনেক উপকারিতা আছে - এবং টমেটো খেলে বাত হয় এটাও বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত নয়! আসলে বিশেষ করে উত্তর ভারতে ও হিন্দি বলয়ের রান্নায় টমেটো এতটাই অপরিহার্য যে টমেটোর বিরুদ্ধে কোনও রাজনৈতিক দলেরই মুখ খোলা একরকম অসম্ভব! বস্তুত ভারতে টমেটো, পেঁয়াজ আর আলু এতটাই স্পর্শকাতর ইস্যু যে এই তিনটির ইংরেজি প্রতিশব্দর আদ্যক্ষর - অর্থাৎ টমেটোর 'টি', ওনিয়নের 'ও' আর পটেটোর 'পি' - নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার দু'বছর আগেই 'টপ' নামে একটি বিশেষ কর্মসূচি চালু করেছিল।